

নিত্য তত্ত্ব ।

দ্বিতীয় কণ্ঠ ।

পূর্বভাগ ।

‘বিনা আগম মার্গেণ কলৌনাস্তি গতি’ প্রিয়ে ।

মহানিকাগ ।

(বাঁশবেডে, জেলা গুগলী)

শ্রীবরদাচরণ দেব দ্বারা সংগৃহীত ও
প্রকাশিত ।

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ স্মৃতিভূষণ কর্তৃক

সংশোধিত ।

কলিকাতা

৯৩৯ নং, সিদ্দা স্ট্রীট, সাক্সানন্দ ষ্ট্রীট-মেসিন-প্রেসে

শ্রীযুক্তনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯৮ সাল ।

সূচীপত্র ।

বিষয়

পৃষ্ঠা ।

১ম পটল । তত্ত্বের আবশ্যকতা ।

১—৬

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির ধর্ম ।

কলিতে তত্ত্বোক্ত কাণ্ডা প্রশস্ত । তত্ত্বশাস্ত্র প্রচার ।

১য় পটল । তত্ত্ব মাহাত্ম্য ।

৬—৯

তত্ত্বশাস্ত্র প্রশংসা, তত্ত্বের গুহস্থিতি ফল । তত্ত্বশাস্ত্রে সংশয় নিবেদন ।

তত্ত্বজ্ঞান ফল । তত্ত্বশাস্ত্রাধিকারী কথন । তত্ত্বাদি নিন্দাকরণ

দোষ । তত্ত্ব পটল শ্রবণ ফল ।

২য় পটল । গুরু লক্ষণ ।

৯—১০

গুরু করণের আবশ্যকতা । গুরু লক্ষণ । গুরু বিশেষ্যাদি কথন ।

শ্রী গুরুলক্ষণ । পিত্রাদি দ্বারা দিক্ষা নিবেদন । কুল গুরুতাগ

করণে দোষ । নিন্দাগুরু লক্ষণ ।

৩য় পটল । গুরু মাহাত্ম্য ।

১০—১৪

গুরু শব্দের অর্থ । গুরু ভূটাদি ফল । গুরু শব্দোচ্চারণ ফল ।

গুরোরাদিকা কথন । গুরু মূর্তিধ্যান ফল ।

৪ম পটল । শিষ্য লক্ষণ ।

১৪—১৫

শিষ্য লক্ষণ । বর্জনীয় শিষ্য লক্ষণ । গুরু বা শিষ্যকরণে

স্বভাবাদি পরিষ্কার আবশ্যকতা ।

৫ম পটল । শিষ্য কর্তব্যাকর্তব্য ।

১৫—১৮

গুরুর অগ্রে শাস্ত্র ব্যাখ্যা নিবেদন । গুরু প্রণাম নিয়ম ।

গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন বিধি । গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন দোষ ।

গুরুর সহিত ঋণদানাদি নিবেদন । গুরুনিন্দা শ্রবণ দোষ ।

গুরু নিন্দাকরণে দোষ । গুরুনিন্দা শ্রবণে দোষ প্রতিকার ।

গুরুপাদোদক পানফল । গুরোকৃষ্টি পরিতাগ দোষ ।

গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ ফল ।

বিষয়

পৃষ্ঠা ।

- ৭ম পটল । দীক্ষা । ১৮—১৯
 দীক্ষার আবশ্যকতা । দীক্ষা অকরণে দোষ । দীক্ষার ফল ।
 পুস্তকাদি দৃষ্টে দীক্ষিত হওয়া দোষ ।
- ৮ম পটল । মন্ত্র । ২০—২২
 মন্ত্র শব্দের অর্থ । মন্ত্রকে অক্ষর জ্ঞান করণে দোষ । গৃহীতমন্ত্র
 ত্যাগ নিষেধ । জ্বী ও শূদ্রের নিষিদ্ধ মন্ত্র । মন্ত্র শোধন । মন্ত্র বিচার ।
 স্বপ্নলক্ষ মন্ত্র । মন্ত্রের জ্বী পুরুষাদি কথন । মন্ত্র দেবতার নাম ।
- ৯ম পটল । চক্রাদি বিচার । ২৩—৩০
 কুলাকুল চক্র । রাশিচক্র । নক্ষত্র চক্র । অকথ্য চক্র
 অকডম চক্র । ঋণী-ধনী-চক্র ।
- ১০ম পটল । মন্ত্রের দশ সংস্কার । ৩১—৩২
 দশবিধ সংস্কার । মাতৃকাযন্ত্র । মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষ ।
- ১১শ পটল । দীক্ষা কালাদি নিয়ম । ৩৩—৩৪
 দীক্ষা মাস, বার, তিথি, নক্ষত্রাদি নির্ণয় । দীক্ষা স্থাননির্ণয়
- ১২শ পটল । সংক্ষেপ দীক্ষা । ৩৫—৩৬
 সংক্ষেপ দীক্ষা প্রণালী । সর্বতোমণ্ডল । উপদেশ ।
- ১৩শ পটল । মালা ও জপের নিয়ম । ৩৮—৪০
 করমালা । জপের প্রকার । মন্ত্রের অশোচ নিরাকরণ
 বাহুমালা । বর্ণমালা । মালা সংস্কার । কুলাক্ষ ধারণ মন্ত্র ।
- ১৪শ পটল । আসন নিয়ম । ৪১—৪২
 ১৫শ পটল । পুরস্চরণ । ৪৩—৪৪
 পঞ্চাঙ্গ পুরস্চরণ । স্থাননির্ণয় । পুরস্চরণকাল । ভক্ষ্যাদি নিয়ম
 অভক্ষ্য দ্রব্যাদি । অস্থ প্রকার পুরস্চরণ । ঋতুপুরস্চরণ
 বারপুরস্চরণ । তিথি পুরস্চরণ । মাস পুরস্চরণ । রাশীপুরস্চরণ
 নক্ষত্র পুরস্চরণ । ব্যবাদিকরণ ও বিষ্ণুস্তোত্রযোগ পুরস্চরণ
 গায়ত্রী পুরস্চরণ । গ্রহণ পুরস্চরণ । গ্রহণ কথন । পুরস্চ
 সঙ্কল্প । পুরস্চরণে জপ সংখ্যা ও হোমের দ্রব্যাদি কথন ।

বিষয়

পৃষ্ঠা ।

১৬শ পটল । দেবতার বীজমন্ত্র ।

৬১—৬২

১৭শ পটল । প্রাতঃকৃত্য ।

৬৩—৬৫

বিষ্ণুর ষোড়শ নাম । গুরুর ধ্যান । গুরুর প্রণাম । প্রাতঃকৃত্য
অকরণে দোষ ।

১৮শ পটল । বিশ্বাত্মোৎসর্গ, শৌচ ও দস্তধাবন ।

৬৫—৭০

মলমূত্র ত্যাগ নিয়ম । শৌচ । নিষিদ্ধ দিবসে দস্তধাবন ।
পাদপ্রক্ষালন । শিখাবন্ধন মন্ত্র । প্রাতঃস্নান ।

১৯শ পটল । সঙ্ক্যাবিধান ।

৭১—৭৫

সঙ্ক্যার সময় নিকপণ । আচমন । গায়ত্রীর ধ্যান । দেবতার
গায়ত্রী । গায়ত্রী জপের ফল । সঙ্ক্য অকরণে দোষ ।

২০শ পটল । স্নান প্রকরণ ।

৭৫—৮৩

স্নানের আবশ্যিকত । সপ্ত প্রকার স্নান কথন । তাত্ত্বিক স্নান ।
তিলক ধারণ । তর্পণ । পাদপ্রক্ষালন । পরধাত্তে স্নান বিশেষ ।
নদী লক্ষণ । গঙ্গার ধ্যান । গঙ্গামাহাত্ম্য । গঙ্গাজল মাহাত্ম্য ।
নদীস্নান ফল । গঙ্গাধ তর্পণ ফল ।

২১শ পটল । সাধারণ পূজা ।

৮৩—১২০

সামান্য অঘ্যাস্থাপন । বিগ্নোৎসারণ, আসন শুদ্ধিঃ । করশুদ্ধিঃ,
তালত্রয় ও দিগ্‌বন্ধন । ভূতশুদ্ধিঃ, সাধকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ।
মাতৃকাত্মাস, অভ্রম্মাতৃকাত্মাস, বাহুমাতৃকাত্মাস, প্রাণাযাম,
পীঠাত্মাস, পীঠশক্তিাত্মাস, ঋষিাত্মাস, অঙ্গাত্মাস, করাত্মাস, ব্যাপক-
াত্মাস, ধ্যান, মানস পূজা । বিশেষার্থাস্থাপন । গুরু পণ্ডিত পূজা ।
পীঠপূজা, পীঠশক্তিপূজা, পুনর্কীর ধ্যান ও আবাহন । প্রাণ
প্রতিষ্ঠা । উপচার দ্বারা দেবতার পূজা, পঞ্চ পুষ্পার্জলি ।
আবরণ দেবতা, অষ্টমাতৃকা, ইচ্ছাদিলোকপাল ও অঙ্গপূজা ।
মূলমন্ত্র জপ । প্রণাম । আত্মসমর্পণ । বিসর্জন । সংক্ষেপ
নিত্যপূজা বিধিঃ । অশুচি ব্যক্তির পূজা করণে দোষ ।
পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি পূজার আধার । পূজার উপচারাদি উপচারাদি

বিষয়

পৃষ্ঠা।

প্রদানের বিশেষ মন্ত্র। বিহিত ও নিষিদ্ধ পুষ্প। নমস্কার।
বলিদান। পূজার ফল।

২২শ পটল। দেবতার ধ্যান।	১২১—১২৭
২৩শ পটল। মুদ্রাপ্রকরণ।	১২৭—১৩০
২৪শ পটল। ভোজন	১৩০—১৩৩
বৈষ্ণবদেব বলি। অতিথি সংকার। বিহিত ও নিষিদ্ধ অন্ন ও ফল মূলাদি।	
২৫শ পটল। শয়ন বিধি।	১৩৩—১৩৪
শয়নের কাল ও দিক্ নিয়ম। পঙ্কীগমন বিধি।	
২৬শ পটল। হোম প্রকরণ।	১৩৫—১৪৩
২৭শ পটল। শিবপূজা। শিবলিঙ্গোৎপত্তি এবং তৎ শুভাশুভ লক্ষণ ও চিহ্নাদি।	১৪৩—১৬৩
বাণলিঙ্গোৎপত্তি, লক্ষণ ও চিহ্নাদি। শিবরাত্র ব্রত।	
২৮শ পটল। বিষ্ণুপূজা। শালগ্রামোৎপত্তি, লক্ষণ ও চিহ্নাদি।	১৬৩—১৭৩
২৯শ পটল। দেবতার স্তব ও প্রণাম মন্ত্র।	১৭৩—১৭৮

সূচীপত্র সমাপ্ত।

অশুদ্ধ সংশোধন।

৪৭ পৃষ্ঠায় ৯ পংক্তিতে “আবার” স্থানে ইহার, ৭৯ পৃ ১০ পং “এক এক”
স্থানে এক, ৮০ পৃ ১ পং “এক” স্থানে এক এক, ৯৪ পৃ ১৪ পং “তমসে নমঃ”
পরে আং আত্মনে নমঃ, এবং “আং” স্থানে অং, ৯৬ পৃ ৫ পং “মমঃ” স্থানে
নমঃ, ৯৭, ৯৮ পৃ “দেবতায়” স্থানে দেবতায়ৈ, ১০১ পৃ ১৬ পং “ঈঃ” স্থানে
ঈঃ হইবে।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায় ।

নিত্য তন্ত্র ।

দ্বিতীয় কণ্ঠ ।

তন্ত্রের আশংকতা ।

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবানু যজ্ঞেঃ শ্রুধীঃ ।

নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ ॥

কৃতে শ্রুতানুসঙ্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং শ্রুতিসম্মতঃ ।

দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ ॥

কলিতে তন্ত্রোক্তবিধি অনুসাবে দেবতার অর্চনা করিবে, অন্য বিধানে অর্চনা করিলে, দেবতা প্রসন্ন হয়েন না । সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতায় শ্রুতি-সম্মত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলি-যুগে তন্ত্রোক্ত কার্য্য করিবে ।

দেবাদিদেব মহাদেব পূর্বে ব্রহ্মাক্রমে চতুর্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাতে সকল ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্কণের ও আশ্রম চতুষ্টয়ের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সত্যকালে পুণশীল মানবগণ বেদোক্ত বিধি অনুসারে দেবগণ ও পিতৃ-গণকে অর্চনা করিতেন । তৎকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও

শূদ্রগণ স্ব স্ব আচার ব্যবহার ও নিজ নিজ বর্ণবিহিত ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সকলেই নিস্তার পাইয়াছেন ।*

সত্যযুগের পর যখন ত্রেতাযুগ আবির্ভূত হইল, তখন মহাদেব ঐ সমস্ত বেদ বিহিত ধৰ্ম্মের ব্যতিক্রম দেখিয়া (মনু প্রভৃতি রূপে), স্মৃতিরূপ বেদার্থ যুক্ত ধৰ্ম্ম শাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এবং তদ্বারা স্বাধ্যায় ও তপোানুষ্ঠান বিষয়ে দুৰ্ব্বল মনুষ্যগণকে শোক দুঃখ ও ক্লেশকর পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ।†

অনন্তর দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে, স্মৃত্যুক্ত কৰ্ম্ম দ্বারা তৎকালের মানব গণ সাধন করিতে অসমর্থ হওয়ায়, সেই নিখিল হিতকারী ও সৰ্ব্বভূতের অধীশ্বর দেবদেব মহাদেব (ব্যাসাদিরূপে) পুরাণ সংহিতাদির উপদেশ দ্বারা সেই সকল মনুষ্যগণকে উদ্ধার করিয়াছেন । (১)

* ভগবন সৰ্ব্বভূতেশ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিদ্যাবর । কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মাতৃর্ধামিনা পূবা ॥ প্রকাশিতাচতুর্বেদাঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মোপবৃংহিতাঃ । বর্ণাশ্রমাদি নিয়মা যত্র চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ তদুক্তযোগযজ্ঞাদৈঃ কৰ্ম্মভির্ভূবি মানবাঃ । দেবান পিতৃন ঐণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতেযুগে ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বাচার-বৰ্ত্তিনঃ । ঈশঃ সৈন্ধবৈশ্বৈর্ধন্যন্তস্তে নিস্তারনদবীং গতাঃ ॥

† কৃতে ব্যতীতে ত্রেতায়াং দৃষ্ট । ধৰ্ম্মব্যতিক্রমন্ । বেদোক্তকৰ্ম্মভিযর্ন্ত্যা ন শক্তাঃ স্বেষ্টসাধনে ॥ বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপানি ভূতলে । তদা ত্বং প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায় দুৰ্ব্বলান্ । লোকানতারয়ঃ পাপাং দুঃখ শোকাময় প্রদাৎ ॥

(১) ততোহপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তস্মৃকৃতোক্তজ্ঞাতে । ধৰ্ম্মাঙ্কিলোপে মনুজে আধিধ্যধি সমাকূলে । সংহিতাদ্যুপদেশেন ঋগৈবেদোক্তারিতা নরাঃ ॥

এক্ষণে কলিকাল উপস্থিত—এই পাপরূপী কলি সর্ব ধর্ম বিলোপকারী, দুরাচার ও দুর্কর্ম প্রবর্তক। এক্ষণে বেদ ও স্মৃতি সকলের কিছুমাত্র প্রভাব থাকিবে না, এবং নানা পথ প্রদর্শক পুরাণ সংহিতা শাস্ত্র সকল ও বিনষ্ট হইবে। এবং লোক সকল ধর্ম কন্মে বিমুখ হইবে। (২)

সেই লোকহিতকর মহাদেব কলি কলুষাভিভূত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাহাদের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল, বীৰ্য্য, ও বিদ্যা বুদ্ধির বৃদ্ধি হইবে। কি উপায় দ্বারা তাহাদের মঙ্গল সাধন হইবে, এবং তাহারা পরহিতে রত, মাতা পিতার প্রিয়কারী, স্বদার-নিষ্ঠ, পরস্ত্রী-বিমুখ, ও দেবতা গুরু ভক্ত, পুত্র ও আত্মীয়গণের প্রাপ্তপালক এবং ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ও ব্রহ্মচিন্তাশীল হইতে পারে, এবং ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ও গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয় লোক যাত্রা নির্কাহের জন্য ও পারলৌকিক হিতের নিমিত্ত, তন্ত্রশাস্ত্রে তৎসমস্তই বিষদরূপে কীর্তিত হইয়াছে। (৩)

(২) আয়্যতে পাপিনি কলৌ সর্বধর্মাবলোপিনি। দুরাচারে দুষ্কৃপকে দুষ্ট-কর্ম প্রবর্তকে ॥ ন বেদাঃ প্রভবন্ত স্মৃতিনাং স্মরণং কৃতং। নানোতিহাস-যুতানাং নানামার্গপ্রদর্শনাম্ ॥ বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিता বিভো। তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্মকর্ম বহিস্মৃতাঃ ॥

(৩) ত্বয়া কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণ হেতবে ॥—আয়ুরারোগ্যবর্জন্যং বল-বীৰ্য্যবিবর্দ্ধনম্। বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রবত্তন্তকরম্ ॥ যেন লোকা ভবি-ষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ। শুদ্ধচিন্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়করাঃ ॥ স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ। দেবতাগুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ ॥ ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ। সিদ্ধার্থ লোকযাত্রায়াঃ কথয়ন্ত হিতায় যং ॥ কর্তব্যং যথাকর্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ ॥

মহাদেব পার্কীতীকে বলিয়াছেন।—আমি সত্য সত্যই
কহিতেছি যে, কলিতে তল্লোক্ত পথ ভিন্ন জীবের উদ্ধারের
আর অন্যগতি নাই। হে শিবে ! আমি পূর্বেই শ্রুতি, স্মৃতি ও
পুরাণাদিতে বলিয়াছি যে, কলিতে তল্লোক্ত বিধি অনুসারে
বুদ্ধিমান লোকে দেবতার পূজা করিবে। কলিতে যে ব্যক্তি
তল্লের বিধি সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যপন্থা অবলম্বন করিবে,
তাহার গতি নাই ; ইহা সত্য, তাহাতে আর কোন সন্দেহ
নাই। আমি সমস্ত বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও সংহিতাদির একমাত্র
জ্ঞাতব্য, আমি ভিন্ন জগতে অন্য নিয়ন্তা নাই। বেদাদিতে
নিরূপিত হইয়াছে যে, লোকে আমাকে পাইলে পবিত্রতা
লাভ করে। যে সমস্ত লোক আমার মতের বিরোধী, তাহারা
পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতী ; অতএব আমার মত ত্যাগ করিয়া যে,
যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, হে দেবি ! তাহার সেই কৰ্ম্ম নিষ্ফল
হয়, এবং সেই কার্যের কর্ত্তাও নারকী হয়। (৪)

আমার মত ত্যাগ করিয়া যে মূঢ় অন্য মত আশ্রয় করে,
সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যা স্ত্রীহত্যার পাতকী
হয়। কলিতে তল্লোক্ত মন্ত্র সকল সিদ্ধ ও ফলপ্রদ এবং জপ,

(৪) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং যয়োচ্যতে। বিনা হ্যাপম-
মার্গেণ কলৌ নাস্তি গাতঃ শ্রিয়ে ॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাণ্যো ময়ৈবোক্তং পুরা
শিবে। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবানু যজ্ঞেং হুধাঃ ॥ কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য
ষোহন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে। ন তস্য গতিরন্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
নটৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ ॥ প্রতিপাদ্যোহস্মি নান্যো-
হস্তি প্রভুক্তৈর্গতি মাং বিনা ॥ আমনাস্তি চ তে সৰ্ব্বৈঃ সৎপদং লোকপাবনম্।
মম্মার্গাবমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ ॥ অতো মম্মতমুংহজ্য যো যং কৰ্ম্ম
সমাচরেৎ। নিষ্ফলং তদ্ববেদেবি কর্ত্তাশি নারকী ভবেৎ ॥

যজ্ঞ ক্রিয়াদি সমস্ত কৰ্ম্মেতেই সুলভ। যে বেদোক্ত মন্ত্র সকল সত্য যুগে সিদ্ধ হইত ও তৎসমস্ত ফলোৎপাদন করিত, এই কলিযুগে সেই সকল মন্ত্র বিবহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া থাকে। পুত্তলিকার যেমন চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় থাকিতেও সে কোন কৰ্ম্ম করিতে অসমর্থ হয়, সেই প্রকার কলিতে তন্ত্ৰোক্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্র সকল অকৰ্ম্মণ্য হইয়া থাকে। বন্ধ্যাত্মী সঙ্গমে যেমত অপত্যরূপ ফল লাভ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কেবল মাত্র শ্রম সার হয়, তদ্রূপ কলিতে অন্য মন্ত্রের সাহায্যে কোন কৰ্ম্ম করিলে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না; নিশ্চয়ই কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র। কলিতে যে ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রের পথ আশ্রয় করিয়া সিদ্ধি লাভে ইচ্ছুক হয়, সেই দুৰ্ম্মাত তুষাতুর হইয়া জাহ্নবী তটে কূপ খনন করে। আমার মুখ হইতে বিনির্গত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য ধৰ্ম্ম বাঞ্ছা করে, সে নিজ গৃহে অমৃত ত্যাগ করিয়া আকন্দবৃক্ষের আটা পান করিতে অভিলাষী হয়। তন্ত্ৰোক্ত পথ যেমন ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মুক্তির উপায়, অন্য পথ তদ্রূপ নয়। (৫)

(৫) মুঢ়ো মন্যতমৎস্বজ্য যোহন্যন্নতমুপাশ্রয়েৎ। ব্রহ্মহা পিতৃহ্য ব্রাহ্মঃ স ভবে-
ন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ কলৌ তন্ত্ৰোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধান্ত পূর্ণফলপ্রদাঃ। শত্ৰাঃ কৰ্ম্মসু
সৰ্কেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিশু ॥ নিকীৰ্ণাঃ শ্রৌতজ্ঞাতীয়া বিবহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌতে মৃতকা ইব ॥ পাণ্ডালিকা যথা ভিস্তৌ
সকোল্লয়সমাবৃতাঃ। অমরশক্তাঃ কার্ষেযু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ ॥ অন্যমন্ত্রেঃ
কৃতং কৰ্ম্ম বন্ধ্যাত্মীসঙ্গমো যথা। ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি
কেবলম্ ॥ কলাবন্যোদিতৈশ্চারণৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ। তৃষিতো জাহ্নবী-
তীরে কূপং খনাত দুৰ্ম্মতিঃ ॥ মদ্বক্ত্রাহুতিং ধৰ্ম্মং হিতান্যং ধৰ্ম্মমীহতে।
অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্তু। স্বীরমার্কং স বাহ্বাতি ॥ নান্যঃ পন্থা শক্তিহেতুঃসংযত
সুখাশ্রয়ে। যথা তন্ত্ৰোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥

শিব প্রণীত ১১২ খানি মূল তন্ত্র, ইহা ব্যতীত অনেকগুলি শিবোক্ত আগম ও ভগবতীর কথিত নিগম আছে, তৎসমস্তই তন্ত্রনামে অভিহিত হইয়াছে। মহাদেব ও পার্শ্বতীর মুখ বিনিঃসৃত তন্ত্রসমুদায় গণেশ লিখিয়া পৃথিবীতে প্রচারের জন্য মহর্ষিগণকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে প্রথম পটল।

তন্ত্র মাহাত্ম্য।

মৎস্যসূক্ত তন্ত্রে বলিয়াছেন,—

বিষ্ণুর্করিরষ্টো দেবানাং হৃদানামুদধিস্থতা । নদীনাঞ্চ যথা
গঙ্গা পর্বতানাং হিমালয়ঃ । অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং রাজ্যামিত্রে ।
যথা বরঃ । দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা । তথা
সমস্ত শাস্ত্রাণাং তন্ত্র শাস্ত্রমনুত্তমং ॥

দেবগণের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্বতের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ, রাজার মধ্যে ইন্দ্র, দেবীর মধ্যে দুর্গা, এবং বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সকল শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ।

ইতি তন্ত্রশাস্ত্র প্রশংসা।

বৃহস্পতি তন্ত্রে ।—যদগৃহে নবসেতুস্তং তত্র লক্ষ্মীঃ। স্থায়তে । রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ । নির্জনে চ বনে ঘোরে স্বাপদৈঃ পরিভূষিতে । মাহাত্ম্যাত্মস্য দেবোশ চনৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে ॥

দ্বিতীয় কন্ঠ ।

যে গৃহে তন্ত্র থাকে, তথায় লক্ষ্মী সর্বদা বিরাজমানা, রাজদ্বারে, শাশানে, রণমধ্যে, নির্জন স্থানে, জলে কিস্তা বনে, সর্বত্রই তন্ত্রের মহিমা অতি চমৎকার ॥

ইতি তন্ত্রশাস্ত্রের গৃহস্থিতি ফল ।

নির্বাণ তন্ত্রে ।—শব্দব্রহ্মস্বরূপক মম বক্তৃতা দ্বিনিগতম্ । সন্দেহো নৈব কৰ্ত্তব্যো যদি মুক্তিম্ সমিচ্ছতি । সন্দেহাৎ পরমম্ যাতি রৌরবং পিতৃলিং সহ ॥

যদি মুক্তি পাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শিব-বাক্যে কখন সন্দেহ করিবে না । ইহাতে সন্দেহ করিলে, পিতৃগণের সহিত রৌরব নরকে যাইতে হয় ।

ইতি তন্ত্রশাস্ত্রে সংশয় নিষেধঃ ।

মহানির্বাণতন্ত্রে ।—কিং তস্য তীর্থভ্রমণৈঃ কিং যজ্ঞৈর্জ্ঞানপসাদনৈঃ । জানন্মৈব মহাতন্ত্রম্ কৰ্ম্ম-পাশৈ বিমুচ্যতে । স সিদ্ধঃ সর্বশাস্ত্রেণ সর্বধৰ্ম্মবিদাংবরঃ । স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুঃ য স্তন্ত্রম্ বেত্তি কালিকে ॥

জপ, যজ্ঞ, পূজা, তীর্থ ভ্রমণেই বা কি আবশ্যক, একমাত্র তন্ত্র জ্ঞাত হইলেই সমুদয় কৰ্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারে । যে ব্যক্তি তন্ত্র জ্ঞাত আছেন, তিনিই জ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞ, সাধু, সর্বধৰ্ম্ম ও সর্বশাস্ত্রবিৎ এবং সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ।

ইতি তন্ত্রজ্ঞান ফল ।

গন্ধৰ্ব্বতন্ত্রে । আস্তিকোহথ শুচির্দক্ষো দ্বৈতহীনো জিতেন্দ্রিয়ঃ । ব্রহ্মৰ্থো ব্রহ্মবাদীচ ব্রহ্মী ব্রহ্মপরায়ণঃ । সর্বহিংসা বিনিস্মৃক্তঃ সর্ব-প্রাণিহিতেরতঃ । মোহম্বিন্ শাস্ত্রেহধিকারী স্যাত্তদন্যত্র ন সাধকঃ ॥

পবিত্র স্বভাব ও গুরুদেহ, ধর্মকାର্যে নিপুণ, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মজ্ঞ, কাম, ক্রোধ, ঘেযাদি বর্জিত এবং সর্বভূতের হিতকারণে রত, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিই তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী।

ইতি তন্ত্রশাস্ত্রাধিকারী কথন।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে।—তন্ত্রক তন্ত্রবক্তারং নিন্দন্তি তান্ত্রিকীং ক্রিয়াং। যে জনা ভৈরবান্তেষাং মাংসান্ধি চর্কনোদাতাঃ। অতএব চ তন্ত্রজ্ঞং ন নিন্দন্তি কদাচন। ন হসন্তি ন নিন্দন্তি ন বদন্ত্যনাথা কচিৎ।

যে ব্যক্তি তন্ত্র, তন্ত্রবক্তা, তান্ত্রিক ক্রিয়া ও তান্ত্রিককে নিন্দা করে, তাহার মাংস ও অর্ধি ভৈরবগণ চর্কণ করিতে উদ্যত হয়।

ইতি তন্ত্রাদি নিন্দাকরণ দোষ।

নির্ঝাণতন্ত্রে।—জ্ঞানক নির্ম্মলং কৃষা বুদ্ধিক নির্ম্মলাং ততঃ। মহাযুক্তি-যুতো ভূষা সর্বপ্রাণি হিতেরতঃ। শব্দং-ব্রহ্মময়ং জ্ঞাত্বা শৃণোতি পটলং যদি। তদা মুক্তি মবাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। মেরুতুল্য স্বর্ণক গুরবে ব্রহ্মরূপিণে। সশস্যং পরমেশানি সপ্তদ্বীপাং বস্করাং। প্রদদ্যা-ভুক্তিভাবেন যদি স্যাদ্বেদপারগঃ। তস্মাদ্বে পরমেশানি ফলং বহুবিধং শিবে। অস্য তন্ত্রস্য চার্কস্মি শৃণোতি পটলং যদি। তৎফলাৎ কোটিগুণিতং ফলং সংলভতে ধ্রুবং॥

জ্ঞান ও বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া এবং শিববাক্যকে ব্রহ্মময় জানিয়া যদি তন্ত্রের পটল শ্রবণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি হইবে। ইহা সত্য কিছু মাত্র সংশয় নাই। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে, গুরুদেবকে পর্বত প্রমান স্বর্ণ দানে ও সশস্য

পৃথিবী দানে যে ফল হয়, তাহা অপেক্ষা তন্ত্ৰের পটল শ্রবণ করিলে কোটি গুণ ফললাভ হয় ।

ইতি তন্ত্ৰের পটল যাত্ৰের শ্রবণ ফল ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে দ্বিতীয় পটল ।

গুরু লক্ষণ ।

গুরুরূপদেশ ব্যতিরেকে তন্ত্ৰোক্ত কার্যকলাপ কোন ফল-দায়ক হয় না, এ কারণ প্রথমে গুরু স্থির করিতে হইবে । অতএব কি রূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরু করিবে, তাহা লিখেতেছি ।

অথ গুরুলক্ষণং ।—শান্তোদাত্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধ বেশবান্ । শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্ । আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তত্ত্বমন্ত্রবিশারদঃ । নিগ্রহানুগ্রহে শক্ণো গুরু রিত্যভিধীয়তে ॥

শমশুণ বিশিষ্ট, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকারী, সংকুলে'ভব, বিনয়ী, পবিত্রবেশধারী, শুদ্ধাচারী যশস্বী, পবিত্রস্বভাব, ও শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন, ধর্ম্মকারণে নিপুণ, সুবুদ্ধি, আশ্রমী, ঈশ্বরারাধনায় তৎপর, তন্ত্র মন্ত্ৰে বিলক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন এবং মনে করিলেই যিনি উদ্ধার করিতে পারেন ও সংহার করিতে সমর্থ হন, এই রূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি, গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ।

হ্যাদাসীনো উদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনঃ । যতীনাক্ যতিঃ শ্রোতেন
গৃহস্থানাং গুরুগৃহী । বৈষ্ণবো বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবো শৈবস্তথাপুনঃ । শাক্তিকে
ত্রিতয়ং বিদ্যাঙ্গীকৃত্বানী ন সংশয়ঃ ।

উদাসীন উদাসীনকে, বনবাসী বনবাসীকে, যত যতিকে,
গৃহস্থ গৃহস্থকে, বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে, শৈব শৈবকে, এবং শাক্ত
শাক্ত, বৈষ্ণব, অথবা শৈবকে গুরু করিবে ।

অথ স্ত্রী-গুরু লক্ষণং ।—সাক্ষী চৈব সদাচার্য্য গুরুভক্ত্য জিতেন্দ্রিয়া ।
সর্বমন্ত্ৰার্থতত্ত্বজ্ঞা স্মৃশীলা পূজনেরতা । সর্ব লক্ষণ সম্পন্না রূপিকা পদ্মলোচনা ।
রত্নালঙ্কার সংযুক্তা স্বর্ণাভরণভূষিতা । শাস্তা কুলীনা কুলজা চন্দ্রাম্যা সর্ব-
বুদ্ধিগা । অনন্ত গুণসম্পন্না রক্তভদ্রায়নী-প্রিয়া । গুরুরূপা শক্তিছাত্রি শিবজ্ঞান
বিরূপিনী । গুরু যোগ্যা ভবেৎমা হি বিধবা পরিবর্জিতা ॥

সাক্ষী, সদাচার্য্য, গুরুভক্ত্য, জিতেন্দ্রিয়া, সর্বমন্ত্ৰার্থতত্ত্বজ্ঞা,
স্মৃশীলা, এবং পূজাদি কার্য্যে অনুরক্তা ইত্যাদি গুণযুক্তা স্ত্রী-
লোককেও গুরুকার্য্যে বরণ করিতে পারা যায় । কিন্তু বিধবা স্ত্রী
উল্লিখিত সর্বগুণ সম্পন্না হইলেও তাঁহাকে গুরু করিতে
পারিবে না ।

বিধবায়ঃ সূতাদেশাৎ কন্যায়ঃ পিতৃরাজ্ঞয়া । নাধিকারো যতোনাধ্যায়ঃ
সধবা ভর্তৃরাজ্ঞয়া । নাধিকারঃ ইতি দ্বাত্ত্বেন ।

বিধবা পুত্রের কথিত মত, কন্যা পিতৃ-আজ্ঞায়, সধবা
স্বামীর আজ্ঞায়, মন্ত্রদিতে পারেন । স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য রূপে
মন্ত্র দিবার অধিকার নাই ।

পিতৃশ্রুত্বং ন গৃহীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ । সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষ-
প্রিতস্য চ ॥

পিতা, মাতামহ, বয়ঃ কনিষ্ঠ, সোদর ও শত্রুপক্ষাশ্রিত
ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না । মাতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ
করিতে পারে ।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুপেব চ দৈবতং । অমার্গম্হোহপি মার্গম্হো
গুরুপেব সদ্ধা গতিঃ ॥

কুলগুরু মুখ্য ই হউন, বা পণ্ডিত ই হউন এবং সংপথাব-
লম্বী কিস্মা অসংপথাবলম্বী হউন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায়
জ্ঞান করিবে, গুরু ভিন্ন গতি নাই ॥

পৈত্রং গুরুকুলং যন্ত ভ্যজ্যেতৈ ধর্মমোহিতঃ । স বাতি নরকং যোরং
যাবচ্চন্দ্রার্কিতারকং ॥

যে ব্যক্তি পৈতৃক গুরুকুল পরিত্যাগ করে, সে চন্দ্র সূর্য্য ও
নক্ষত্রগণের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে ।

গুরোঃ সূত্রঞ্চ চার্শ্বজি গণেশ সদৃশং সদ্ধা । গুরোঃ স্মৃষা বরারোহে বাণী
লক্ষ্মীরিব প্রিয়ে । গুরোঃ কুলং মহেশানি ভৈরবাণাং গণং যথা ॥

গুরুপুত্রকে গণেশ সদৃশ, গুরু বধুকে লক্ষ্মী ও স্বরস্বতীর
ন্যায় এবং গুরু কুলোদ্ভবদিগকে ভৈরবগণ তুল্য সর্বদা জ্ঞান
করিবে ।

অথ-নিম্নগুরু ।—ক্ষয়রোগী চ হৃৎচক্ষু কুনখী শাবদন্তকঃ । কর্ণাক কুস-
মাখ্যচ ধ্বজাটঃ খঞ্জবাটকঃ । বুদ্ধান্তো বামনঃ কুজঃ খিত্রী-চৈব নপুংসকঃ ।
অভিশপ্তো হ্যপুত্রচ বহ্মাশী বহুজঙ্গকঃ । গলংকূর্জী নেত্ররোগী ত্রোজিতচা-
ধিকান্নকঃ । সংস্কার রহিতো মূর্খোবেদশাস্ত্রবিবর্জিতঃ । শ্রৌতস্মার্ত্তক্ৰিয়া-
শূন্যঃ শুদ্ধভাষঃ সূকুংসিতঃ । পুরষাজ্ঞান জী-বী-চ নরো বৈদ্যচ কামুকঃ ।
ক্রুরো দন্তী মংসরী চ ব্যসনী কুপণঃ ধলঃ । কুসঙ্গী নাস্তিকো ভীতো, মহা-
পাতক চিহ্নিতঃ । ধেবাগ্নি গুরুবিদ্যাঞ্চি পূজাবিধি পরাঙ্মুখঃ । সন্ধ্যা তর্পণ
পূজাঞ্চি মজ্জজ্ঞান বিবর্জিতঃ । আলস্যোপহতো ভোগী ধর্মহীন উপদ্রুতঃ ।
ইত্যাদ্যৈর্কর্ষহৃতিদোষৈ রাগমোহৈশ্চ যত্নতঃ । বর্জ্যনোয়ো গুরুঃ প্রাজ্ঞেদীক্ষামু-
স্থাপনাবিশু ॥

যে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগ ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত, চিররোগী বামনাকৃতি,
কুনখী, শাবদন্ত, জলদোষী, কুংসিত, অধিকান্ন, হীনান্ন, শৈন,

পুঞ্জহীন, বহুভোক্তা, বহুজল্লক, কপটোচারী, ধূর্ত, শঠ, দাণ্ডিক, কুপণ, গুরুভাষী, মুর্থ, সংস্কারবিহীন, অভিশাপগ্রস্থ, গুরু-
নিন্দক, সন্ধাবন্দনাদি নিত্যকর্মবিহীন, বেদাদিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ
ও ক্রিয়া শূন্য ইত্যাদি দোষযুক্ত লোককে গুরু করিবে না ।

ইতি নিত্যতত্ত্ব দ্বিতীয় কল্পে তৃতীয় পটল ।

গুরু মাহাত্ম্য ।

গুরু শব্দের অর্থ—গ শব্দে গতি দাতা, র শব্দে সিদ্ধিদাতা
এবং উ শব্দে সকলের কর্তা ; অতএব ঈশ্বরকেই এক মাত্র
গুরু বলা যায়, তিনি ভিন্ন জীবের গতি মুক্তির উপায় নাই
এবং যিনি সেই গতি মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহাকে ও
গুরু বলা যায়, এ কারণ পরমেশ্বর ও গুরুতে বিশেষ
নাই । মন্ত্র প্রদান কালে সেই পরমেশ্বরই অধিষ্ঠান হইয়া
মানুষরূপে মন্ত্র প্রদান করেন । পুনশ্চ গু শব্দে অন্ধকার
রু শব্দে নিবারক, অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট
করেন তাঁহাকে গুরু বলা যায়, অতএব গুরুকে কখন মানুষাবৎ
জ্ঞান করিবে না, তাঁহাকে সর্বদা দেবতা জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে
পূজা করিবে । গুরু নিকটে থাকিলে অগ্রে অন্য দেবতার
অর্চনা করিবে না । যদি কেহ তাহা করে, তাহা হইলে তাহার
সেই পূজা বিফল হয় ।

গুরুঃ কৰ্ত্তা গুরুহঁতা গুরুঃ পাতা মহীভলে । গুরু সন্তোষ মাত্রেণ তুষ্টি-
ম্ব্যঃ সৰ্বদেবতাঃ । গুরোভূষ্টে শিবসন্তোঃ কুষ্ঠে কুষ্ঠে স্নিগোচনঃ । গুরো ভূষ্টে
শিবা তুষ্টি কুষ্ঠে কুষ্ঠাচ্ছন্দরী ॥ গুরু-রিত্যক্ষরং যস্য জিহ্বাগ্রে ধ্বনি বর্ত্ততে ।
তস্য কিং বিদ্যাতে মোহঃ পাঠে বেষ্মস্য কিং বুধা । গকারোচ্চারমায়েণ ব্রহ্ম-
হত্যা ব্যাপোহতি । উকারোচ্চারমায়েণ মৃত্যতে জন্মপাতকাৎ । রেফোচ্চারণ-
মায়েণ উকারোচ্চারণাৎ পুনঃ । বিসর্গোচ্চারণাৎ কোটিজন্মজং পাতকং হরেৎ ॥

গুরুই হৰ্ত্তা কৰ্ত্তা বিধ্বতা । গুরু সন্তুষ্ট হইলেই সৰ্বদেবতা
সন্তুষ্ট হইলেন । গুরু সন্তুষ্ট থাকিলে মহাদেব ও ভগবতী সন্তুষ্ট
হন এবং তিনি অসন্তুষ্ট হইলে মহাদেব ও ভগবতী অসন্তুষ্ট
হইলেন । গুরু এই অক্ষর দ্বয় বাহার জিহ্বাগ্রে আছে, তাহার
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার কি আবশ্যক । গ এই বর্ণটি উচ্চারণ
মাত্র ব্রহ্মহত্যার পাতক, উ এই অক্ষরটি উচ্চারণে ইহ জন্মের
পাপ, এবং রু এই অক্ষরটি উচ্চারণ করিলে কোটি জন্মের
পাপ বিনষ্ট হয় ।

গুরুঃ পিতা গুরুমাতা গুরুকেশো গুরুগতিঃ । শিবো কুষ্ঠে গুরুস্তাতা গুরো
কুষ্ঠেন কণ্ঠেন ॥

গুরুই পিতা, মাতা, ও অভীষ্টদেবতা এবং একমাত্র গতি ।
শিব কুষ্ঠ হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু গুরু কুষ্ঠ হইলে,
কেহই উদ্ধার করিতে পারেন না ।

ন গুরোরধিকং শাস্ত্রং ন গুরোরধিকং তপঃ । ন গুরোরধিকো মন্তো ন
গুরোরধিকং ফলং । ন গুরোরধিকা দেবী ন গুরোরধিকঃ শিবঃ । ন গুরোরধিকা
মূর্ত্তি ন গুরোরধিকো জপঃ ॥

গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই । জপ, তপ,
পূজা, মন্ত্র, দেবতা, শাস্ত্র ইহারা গুরু হইতে অধিক কেহই
নয় ।

গুরোর্মূর্তিঃ সৰ্বা ধোয়া গুরোন্তত্ত্বং সৰ্বা জগৎ । কাশীক্ষেত্রং নিবাসঃ
স্যাৎসাক্ষী চরণোদকং । ওরুর্কিষেধর সাক্ষাৎ অরক-ব্রহ্ম নিশ্চিতং ॥

যে ব্যক্তি গুরুর মূর্তি ধ্যান ও তাঁহার তত্ত্ব সৰ্ব্বদা জপ
করেন, তিনি কাশীক্ষেত্র নিবাসের ফল ও গঙ্গাজল পানের
ফল প্রাপ্ত হইবেন । গুরুই সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, এবং নিশ্চিত
তারকত্রয় স্বরূপ হইবেন ।

ধ্যানমূলং গুরুমূর্তি পূজামূলং গুরোঃ পদং । মন্ত্রমূলং গুরোৰ্বাক্যং মোক্ষ-
মূলং গুরোঃ কৃপা ॥

গুরুমূর্তি ধ্যানই সকল ধ্যানের মূল, গুরু-চরণ-পদ পূজনই
সকল পূজার মূল, গুরুবাক্যই সকল মন্ত্রের মূল অর্থাৎ মহামন্ত্র
জ্ঞানিবে এবং মোক্ষের মূলই গুরুর কৃপা ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে চতুর্থ পটল ।

শিষ্য লক্ষণ ।

শিষ্য যেরূপ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরুর কার্য্যে বরণ
করিবেন, গুরুও স্বভাবাদি না জানিয়া শিষ্য করিবেন না ।

অথ শিষ্য লক্ষণং ।—পুণ্যবান্ ধার্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
শিষ্য যোগ্যো ভবেৎ সোপি দান ধ্যান পরায়ণঃ ॥

পুণ্যবান্ ধার্মিক, বিশুদ্ধাত্মকরণ, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়
দান ধ্যান পরায়ণ, এইরূপ সংসুভাবসম্পন্ন ব্যক্তি প্রকৃত
শিষ্যের উপযুক্ত পাত্র ।

অথ বর্জনীয় শিষ্য লক্ষণং ।—অলসো মলিনাঃ ক্রিষ্টা দান্তিকাঃ কৃপণা-
স্তথা । করিজা রোগিণো ক্রুড়া রাগিণো ভোগলালসাঃ । অহরামসরণস্তাঃ

সখা পুরুষাধিনঃ । অন্যাত্মোপার্জিতধনাঃ পরস্বায় রতাস্চ য়ে । বিহ্বাৎ
বৈরিণ্যৈশ্চ ত্যাজ্যাঃ পণ্ডিতমহিনঃ । ভ্রষ্টাচারাস্চ য়ে কষ্টবৃত্তয়ঃ শিল্পনাঃ
খলাঃ । বহ্বাশিনঃ ক্রুরচেষ্ঠা দুরাজনস্চ নিন্দিতাঃ । ইত্যেবমাঙ্কয়োহন্যোপ
পাণিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ । এবম্ভূতাঃ পরিত্যজ্যাঃ শিষ্যেষুনোপকল্পিতাঃ ।

আলস্যযুক্ত, মলিনবেশী, কাতর, দান্তিক, কুপণ, দরিদ্র,
অর্থাৎ অর্থের উপযুক্ত ধায়ে বিমুখ, রোগী, অসন্তোষচিত্ত, রাগী,
লোভী, ঘ্ৰেষ ও মাৎসর্যযুক্ত, সর্বদা কক্কশ ভাবী, অন্যায়
উপার্জনে ধনবান, পরস্বীতে রত, পণ্ডিতঘেষী, পণ্ডিতাভি-
মানী, আচারভ্রষ্ট, কুৎসিতবৃত্তাবলম্বী, খল, বহুভোক্তা, ক্রুর-
কৰ্ম্মা, দুরাত্মা, এবং নিন্দিত, ইত্যাদি প্রকার পাণিষ্ঠ নরাধমকে
শিষ্য করিবে না ।

গুরুতা শিষ্যতা বাপি ভয়োবৎসবাসতঃ ॥

গুরু বা শিষ্য করিতে হইলে একবৎসর একত্র সহবাস
করিয়া উভয়ের স্বভাবাদি পরীক্ষা করিবে ॥

রাজি চামাত্যজো দোষঃ পত্নী পাপং স্বভর্তরি । তথা শিষ্যার্জিতং
পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥

মন্ত্রীর পাপ রাজা, স্ত্রীর পাপ স্বামী, এবং শিষ্যের পাপ
গুরু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন, এ কারণ স্বভাবাদি জানিয়া শিষ্য করা
উচিত ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে পঞ্চম পটল ।

শিষ্যকর্তব্যাকর্তব্য ।

—••—

যখন গুরু শিষ্যের বাটীতে আসিবেন, তখন শিষ্য অগ্রগামী
হইয়া তাঁহাকে নিজ আলয়ে আনয়ন করিবে । এবং তাঁহার

প্রত্যাগমন কালীন পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দূর গমন করিবে।
 বিনা অনুমতিতে তাঁহার সম্মুখে কোন আসনাদিতে বসিবে না।
 তাঁহার অগ্রে দীক্ষা, শাস্ত্রাধ্যায়া এবং শ্রভূষ পরিভ্যাগ
 করিবে।

শিষ্য ও গুরু একগ্রামবাসী হইলে ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে প্রণাম
 করিবে। গুরু ভবন এক ক্রোশের মধ্যে হইলে প্রভাহ্ন এক-
 বার প্রণাম করিবে। দুই ক্রোশ মধ্যে হইলে অষ্টমী, চতু-
 র্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে এবং সংক্রান্তি দিনে প্রণাম
 করিবে। চারি ক্রোশ হইতে আটচল্লিশ ক্রোশের মধ্যে হইলে
 চারিমাस অন্তর ঘাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করা কর্তব্য। ইহার
 অধিক দূর হইলে, বৎসরান্তে গুরুর চরণ বন্দনা করিবে।

অথ গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন বিধি।—ন লজ্জয়েৎ গুরো রাজ্ঞা মুত্তরং ন
 বদেত্তথা। দ্বিবা রাত্রৌ গুরো রাজ্ঞাৎ দাসবৎ প্রতিপালয়েৎ ॥

গুরুর আজ্ঞা কখন লজ্জন করিবে না; দাশবৎ তাঁহার
 আদেশ সর্বদা প্রতিপালন করিবে।

অথ গুরুর আজ্ঞা লজ্জন দোষ।—আজ্ঞাতত্বং গুরোদে বিধঃ কৰোতি সা
 মৃত্যুধীঃ। অয়াতি নবকং ধোরং শূকরত্বমবাধুয়াৎ। যথা ধর্ম্যং যথা চর্য্যা
 যথা দীক্ষা যথা ভপঃ। যথা মুকুতিরাখ্যাতি গুরোজ্ঞালজ্জনান্মথাৎ ॥

যে মৃত গুরুর আজ্ঞা লজ্জন করে, সে শূকরত্ব প্রাপ্ত হয় ও
 নরকে গমন করে। তাহার ধর্ম্য, কর্ম্য, ভপ, পূজাদি সকলই
 যথা হয়।

অথ ঋণদানবি নিষেধ।—ঋণদানং তথা দানং বস্তানাং ক্রয়বিক্রয়ং। ন
 কুর্ধ্যাৎ গুরুবা সাক্ষং শিষ্যোভূত্বা কদাচন ॥

গুরুর সহিত কখন ঋণদান কিম্বা কোন বস্তু ক্রয় বিক্রয়
 করিবে না।

অথ গুরুনিন্দা শ্রবণে দোষ ।—গুরোনির্দাক পৈত্তন্যঃ যঃ শৃণোতি
দিনান্তরে । তস্য তাদ্ধনজাৎ পুণ্যং ন তু গহ্বাতি হৃদয়ী ॥

যে ব্যক্তি গুরুনিন্দা দিনান্তরেও শ্রবণ করে, তাহার সেই
দিনের পূজা ঈশ্বরী গ্রহণ করেন না ।

অথ গুরুনিন্দাকরণে দোষ ।—গওশ্রীশ্চ গত্যুশ্চ গুরুনিন্দাকরো নবঃ ।
কল্পকোটিশতং দোষ নবকে বসতি ধ্রুবং ॥

যে মনুষ্য গুরুনিন্দা কবে, সে শ্রী বিহীন এবং ক্ষীণায়ু
হইয়া নিশ্চয়ই শতকোটি বৎসর নরকে বাস করে ।

অথ গুরুনিন্দা শ্রবণে দোষপ্রতীকার ।—যত্র শ্রীগুরুনিন্দাস্যাং পিধায়
শ্রবণে যত্নে । সদ্যস্তস্ম্যাং বিনিদ্ধ্যামেদুঃখং ন শ্রবণং বখা । গুরোর্মম্ম্মং
পশ্চাৎ শ্রবণে না প্রতিজিহ্বা ॥

যেখানে গুরুনিন্দা শ্রবণ করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থান
পবিত্রাঙ্গ করিয়া দুবে গমন করিবে, এবং পশ্চাৎ গুরুর নাম
শ্রবণ করিয়া সেই পাপ ক্ষালন করিবে ।

অথ গুরুপাদোদক পান ফল ।—গুরোঃ পাদোদকং যন্ত পিত্যং পিবতি
ভক্তিতঃ । সাক্ষাৎকোটিতীর্ণানাং ফলং স লভতে ধ্রুবং ॥

গুরুপাদোদক যে ব্যক্তি নিত্য ভক্তি পূর্বক পান করেন,
তিনি সাক্ষাৎ ত্রিকোটি তীর্থে ফল নিশ্চয়ই লাভ করেন ।

অথ গুরোকৃষ্ণিঃ পরিত্যাগ দোষ ।—ন ভক্ষয়েদ্যন্ত মোহাদ গুবোকৃষ্ণি-
ষ্টকং প্রিবে । তস্যাক্রুদ্যা ভবেদুঃখং হি বিপত্তিশ্চ পদে পদে ॥

গুরুর প্রসাদ যে ব্যক্তি ভক্ষণ না কবে, তাহার পদে পদে
বিপদ হয় ।

অথ গুরুব্রহ্মসাদ ভক্ষণ ফল ।—গুরোব্রহ্মং মহাদেবি যন্ত ভক্ষণমাত্রং ।
কোটি জম্বাজ্জি তং পাপং তৎক্ষণাতস্য নশ্যতি । ন জানং পাদ শৌচক্য ন

চৈবামনকরেৎ । প্রাপ্তিমাতেণ ভোক্তব্যং নৈবস্থানং বিচারয়েৎ । ন ভ্রাক্ষণ্যং
ন কৌলিন্যং ন জাভীন্যং বিচারণং ॥

হে মহাদেবি ! গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ মাত্র তৎক্ষণাৎ কোটি
অগ্নের পাপ ক্ষয় হয় । ইহাতে জাতি কিস্মা স্নানাদির বিচার
করিবে না, প্রাপ্ত মাত্রেই ভক্ষণ করিবে ।

ইতি নিত্য তন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে ষষ্ঠ পটল ॥

দীক্ষা ।

—...—

দীক্ষাবিনা জপ পূজাদি সকলই নিষ্ফল, এ কারণ সদ-
গুরুর নিকট দীক্ষিত হওয়া সকলের কর্তব্য । দীক্ষা মনুষ্যকে
দ্বিবা জ্ঞান দান করিয়া, তাহার পাপ রাশি নষ্ট করে । সকল
আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্যকতা আছে । জপ তপ সকল কর্ম্মই
দীক্ষার উপর নির্ভর করে । দীক্ষিত হইয়া, যে কোন আশ্রমে
থাকিলে, তাহার সিদ্ধি লাভ হয় । যেমন শিলাতে বীজ রোপণ
করিলে কোন ফলদায়ক হয় না, তদ্রূপ অদীক্ষিতে পূজা
জপাদি সকলই নিষ্ফল হয় । তাত্ৰাদি যেমন রসায়ণ দ্বারা
সুবর্ণত্ব লাভ করে, সেই রূপ জীব দীক্ষা যুক্ত হইয়া শিবত্ব
লাভ করে । দীক্ষিত ব্যক্তির জাতি ভেদ বিচার করিবে না ।
দীক্ষিত হইলে, শূদ্রের শূদ্রত্ব যায় । যেমন শিবলিঙ্গকে প্রস্তুত
জ্ঞান করিলে পাপ হয়, তদ্রূপ দীক্ষিত ব্যক্তির দীক্ষার পূর্ব
বিষয় স্মরণ করিলে পাপ হয়, অর্থাৎ তাহার জাতি ও পূর্ব

কুক্ষ্ম সৰল কিছুই বিচাৰ কৰিবেনা। পাষণ, লৌহ, রত্ন
ও মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ যেমন প্রতিষ্ঠা করিলে শুদ্ধ হয় ; তদ্রূপঃ
দীক্ষিত হইলেই সৰ্ব বর্ণ শুদ্ধি লাভ করেন।*

অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠা তুলা ও জল মূত্রতুলা। ইত্যাহার
কোন কার্যে অধিকার নাই, সে মরণান্তে নরকে গমন করে।†

যে নরাদম গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া, পুস্তকাদি পাঠ
করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করে, সে সহস্র মন্ত্রেও নিক্ষুতি পায় না।‡

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে সপ্তম পটল।

* অথ দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাননে। যস্য বিজ্ঞান মাত্রেণ দেবত্বং
লভতে নরঃ। দিব্যং জ্ঞানং যতো দধ্যাৎ কুৰ্ঘ্যাৎ পাপস্য সংকরং। তস্মা-
দীক্ষতি সা প্রোক্তা মুনিভিঃ স্ত বৈদিত্তিঃ। সৰ্বাশ্রমেষু দীক্ষায়া আবশ্যকত্বং।
দীক্ষামূলং জপং সৰ্বং দীক্ষা মূলং পরংতপঃ। দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্বত্ন
কুত্ৰাশ্রমে বসনু। অদীক্ষিতা যে কুর্কন্তি জপ পূজাধিকাঃ ক্রিয়াঃ। ন ভবন্তি
প্রিয়ে তেবাং শীলান্নামুপবীজবৎ। দেবি দীক্ষা বিহীনস্য ন সিদ্ধি ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ। রসেন্দ্রেণ যথা বিদ্ধঃ সুবর্ণত্বং
ব্রহ্মেরঃ। দীক্ষাবিকৃত্তথৈবান্না শিবত্বং লভতে প্রিয়ে। গতং শূদ্রস্য শূদ্রত্বং
বিপ্রস্যাপি চ বিপ্রতঃ। দীক্ষা সংস্কার সংভিন্নে জাতিভেদো ন বিদ্যতে।
শিবলিঙ্গে শিলাবুদ্ধিং কুর্কনু যৎপাপমাপ্নুয়াৎ। দীক্ষিতস্যাপি পূৰ্বত্বং শ্বরনু
তৎপাপমাপ্নুয়াৎ। দ্বার্কালৌহমূদ্রহ জাতং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং। যথোচ্যতে
তথা শুদ্ধাঃ সৰ্ব বর্ণাঃ চ দীক্ষিতাঃ।

† অদীক্ষিতানাং মর্ত্যানাং দ্বোষঃ শৃণু বরাননে। অন্নং নিষ্ঠা সমং তস্য
জলং মূত্রসমং সূতং। তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সৰ্বং যাতি হৃদোগতিং।
নাদীক্ষিতস্য কার্ধ্যং স্যাৎ তপোভিনিয়মব্রতৈঃ। ন তীর্থগমনেনাপি ন চ
শরীর যন্ত্রণৈঃ। অদীক্ষিতোহপি মরণে রোরবং নরকং ব্রজেৎ॥

‡ কল্পে দৃষ্টাত্ম মন্ত্রং বৈ যো গৃহীতি নরাদমঃ। মন্ত্রস্তর সহশ্রেষু নিক্ষুতি-
নৈব জায়তে॥

মন্ত্র ।

—...—

যাহাকে মনন করিলে ত্রাণ,পাওয়া যায়,তাহার নাম মন্ত্র ।*
মন্ত্রের বর্ণ সকল সাক্ষাৎ দেবতা, সেই দেবতা গুরুরূপিনী ।
অতএব মন্ত্র, দেবতা ও গুরু ইহাদের ভেদ জ্ঞান করিবে না ।
যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর ও দেবপ্রতিমূর্তিকে
প্রস্তর জ্ঞান করে, সেই নরাধম নরকে পতিত হয় । গৃহীত
মন্ত্রত্যাগে মৃত্যু ও গুরুত্যাগে দরিদ্রতা এবং গুরু ও মন্ত্র উভয়
পরিত্যাগে ঘোরতর নরকে গমন হয় ।†

স্ত্রী ও শূদ্রের নিবিদ্ধ মন্ত্র যথা—স্বাহা ও প্রণব (ওঁ)
সংযুক্ত মন্ত্র,অঙ্গপা মন্ত্র (হংস) আত্ম-মন্ত্র ও গুরুর মন্ত্র, এই
সকল মন্ত্র প্রদান করিবে না । যে ব্রাহ্মণ ইহা অর্পণ করেন ;
তিনি, ও সেই স্ত্রী এবং সেই শূদ্র সকলেই নরকে গমন
করেন ।‡

মন্ত্রশোধন ।—কুলাকুল, রাশি, নক্ষত্র, অকথহ, অকডম,
এবং ঋগি-ধনৌ এই সকল চক্র দ্বারা মন্ত্র বিচার করিয়া অনু-

* মন্ত্র শব্দস্য ব্যুৎপত্তির্থা । মননাত্মনো বস্মাত্তম্মামন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ ।

† মন্ত্রত্যাগান্তবেদ্যুত্যা গুরুত্যাগাদরিদ্রতা । গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাদৌরবঃ
নরকং ব্রজেৎ ॥

‡ শূদ্রস্য মন্ত্রবিশেষ নিবেদনমাহ । প্রণবদ্বয়ং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায়
সর্বথা । আত্মমন্ত্রং গুরোর্যমন্ত্রং মন্ত্রং চাজপসংজ্ঞকং ॥ স্বাহা প্রণবসংযুক্তং
শূদ্রে মন্ত্রং দদাদি জঃ । শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণে বাত্যধোগাভিৎ ॥

কুল মন্ত্র গ্রহণ করিবে । কদাচ বৈরিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না ।
যদি কেহ ভ্রম বশতঃ অরি মন্ত্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে, ঐ মন্ত্র
বটপত্রে লিখিয়া শ্রোত-জলে নিক্ষেপ করিবে ।

মন্ত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, ইহা সহজে বোধগম্য
হইবার জন্য কয়েকটি চক্র অঙ্কিত করা যাইতেছে ; উহা দৃষ্টি
করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে ।

নৃসিংহ, সূৰ্গা, বরাহ, প্রাসাদ বীজ হৌ, প্রণব ও কূটমন্ত্র,
স্ত্রী গুরু দত্ত মন্ত্র ও স্বপলক মন্ত্র অর্থাৎ স্বপ্নে যে মন্ত্র পাওয়া
যায় । মালামন্ত্র অর্থাৎ বিংশতি অক্ষরের অধিক যে মন্ত্র,
ত্রাক্ষরী মন্ত্র, বেদোক্ত মন্ত্র, নপুংসক মন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষরী,
পঞ্চাক্ষরী প্রভৃতি মন্ত্র এবং একাক্ষরী মন্ত্র, এই সকল মন্ত্র
গ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধাদি শোধনের প্রয়োজন নাই ।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা
ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, ও কমলা এই দশমহাবিদ্যার মন্ত্র
গ্রহণে অরিমিত্রাদি বিচার করিতে হয় না ।

মন্ত্র স্বপ্নে প্রাপ্ত হইলে, ঐ মন্ত্র গুরু উপস্থিত থাকিলে,
তাহার নিকট গ্রহণ করিবে । নতুবা জল পূর্ণ ঘটে গুরুর
প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক বটপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া ঐ ঘটে
নিক্ষেপ করিবে, পরে সেই বটপত্র তুলিয়া স্বয়ং মন্ত্র গ্রহণ
করিবে ।

মন্ত্র ত্রিবিধ, স্ত্রী পুরুষ ও নপুংসক । যে মন্ত্রের শেষে
হুঁ কট্ আছে, তাহাকে পুরুষ মন্ত্র, যাহার শেষে স্বাহা আছে,
তাহাকে স্ত্রী মন্ত্র, এবং যাহার শেষে নমঃ আছে, তাহাকে
নপুংসক মন্ত্র কহে ।

যে যে দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করা যায়, তাহাদিগের নাম—
 ভুবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুরা, ত্বরিতা, নিত্য, বজ্রপ্রস্তারিণী,
 দুর্গা, মহিষমর্দিনী, জয়দুর্গা, শূলিনী, বাগীশ্বরী, পারিজাত-
 সরস্বতী, গণেশ, মহাগণেশ, হেরাম্ভ, হরিদ্রাগণেশ, লক্ষ্মী,
 মহালক্ষ্মী, সূর্য্য, অজপা, বিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল,
 বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, দধিবামন, হরগৌরব, নৃসিংহ, হরিহর,
 বরাহ, শিব, ক্ষেত্রপাল, বটুকভৈরব, ত্রিপুরাভৈরবী, সম্পৎ-
 প্রদাভৈরবী, কোলেশভৈরবী, সকললিঙ্গিদাভৈরবী, ভয়বিধ্বং-
 সিনীভৈরবী, চৈতন্যভৈরবী, কামেশ্বরীভৈরবী, ষট্‌কুটাভৈরবী,
 নিত্যভৈরবী, রুদ্রভৈরবী, ভুবনেশ্বরীভৈরবী, ত্রিপুরাবালা,
 নবকুটা, অন্নপূর্ণেশ্বরীভৈরবী, ত্রিবিদ্যা, প্রচণ্ডচণ্ডিকা, শ্যামা,
 গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, শ্মশানকালী, তারা, মাতঙ্গী,
 ধূমাবতী, বগলা, তারিণী, কাত্যায়নী, জগদ্ধাত্রী, বিশালাক্ষ্মী,
 গৌরী, ব্রহ্মাঙ্গী, ত্র্যম্বক, মৃত্যঞ্জয়, হনুমান ।

পূর্ব্বকালে যখন অস্মদদেশে তন্ত্রশাস্ত্র বহুল প্রচলিত ছিল,
 এবং তদ্বারা নানা প্রকার সাধনাদি হইত, তখন ঐ সমস্ত
 দেবতার মন্ত্রে লোক দীক্ষিত হইত । কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে
 কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, নৃসিংহ,
 কৃষ্ণ, গোপাল, গণেশ, শিব, রাম ও সূর্য্য এই সকল মন্ত্র
 সচরাচর গৃহীত হয় ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে অষ্টম পটল ।

চক্রাদি বিচার ।

কুলাকুল চক্র ।

বায়ু	অগ্নি	পৃথিবী	জল	আকাশ
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ঌ	৐ ৑
এ	ঐ	ও	ঔ	অং অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	ল	স	হ

এই চক্র পাঁচ ঘরে বিভক্ত, যথা বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ । বায়ু ঘরে যে সমস্ত বর্ণ আছে, তাহাদিগকে বায়ু বর্ণ বলে । এই রূপ অগ্নিঘরস্থিত বর্ণ সকলকে অগ্নি বর্ণ,

পৃথিবী ঘরস্থিত বর্ণকে পার্থিব বর্ণ, জলঘরস্থিত বর্ণকে জলবর্ণ, এবং আকাশস্থিত বর্ণকে আকাশবর্ণ কহে । বায়ু বর্ণের সহিত অগ্নি বর্ণের এবং পার্থিব বর্ণের সহিত জলবর্ণের মিত্রতা আছে । আকাশ বর্ণ, সকল বর্ণের মিত্র । বায়ু ও অগ্নি এই দুই বর্ণের সহিত পার্থিব ও জল বর্ণের শত্রুতা জানিবে । এক্ষণে মন্ত্র-গ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর ও যে মন্ত্র গ্রহণ করা হইবে, সেই মন্ত্রের আদ্যক্ষর যদি এক ঘরে থাকে, কিম্বা মিত্রঘরস্থিত বর্ণ হয়, তাহা হইলে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে । শত্রুঘরস্থিত হইলে, গ্রহণ করিবে না । একটি উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি । কোন ব্যক্তির নাম চন্দ্রকান্ত, সে রাম মন্ত্র গ্রহণ করিবে ;

চন্দ্রের আদ্যক্ষর চ ও রামের আদ্যক্ষর র, এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, চ ও র যে যে ঘরে আছে, সেই সেই ঘরস্থিত বর্ণের পরস্পর মিত্রতা আছে কি না ; চক্র দৃষ্টে জানা গেল যে, চ বায়ু ঘরস্থিত ও র অগ্নিঘরস্থিত, বায়ুবর্ণের সহিত অগ্নিবর্ণের মিত্রতা থাকায়, চন্দ্র রাম মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু চন্দ্র দুর্গা মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ মন্ত্রের আদ্যক্ষর পার্থিব বর্ণ, উক্ত পার্থিব বর্ণ বায়ু বর্ণের শত্রু। এই প্রকার সকলে নামের আদ্যক্ষর ও মন্ত্রের আদ্যক্ষর লইয়া, বিচার পূর্বক, মন্ত্র গ্রহণ করিবেন।

রাশি চক্র।

১	২	৩	৪	৫	৬
মেঘ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা
অ আ ঙ্গ	উ ঊ ঋ	ঋ ৯ ৯	এ ঐ	ও ঔ	অং অঃ শ ব ল হ ল ঙ্গ
৭	৮	৯	১০	১১	১২
তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
কথগঘঙ	চছজঝঞ	টঠডঢণ	তথদধন	পফবভম	য র ল ব

মন্ত্রগ্রহীতার জন্ম রাশি হইতে যে রাশির ঘরে, মন্ত্রের আদি বর্ণ আছে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। যদি জন্ম রাশি হইতে মন্ত্র রাশি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ হয়, তবে সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—এক ব্যক্তির সিংহ রাশি, তাহার মন্ত্রের আদ্যক্ষর ধনুরাশিতে আছে, এক্ষণে দেখা গেল, যে সিংহ রাশি হইতে ধনুরাশি পর্য্যন্ত, গণনা

করিলে পঞ্চম হয়, অতএব সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু মকর রাশিতে যদি মন্ত্রের আদ্যক্ষর থাকিত, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিত না, কারণ মকর রাশি, সিংহ রাশি হইতে গণনা করিলে, ষষ্ঠ হয়। যাহার জন্ম রাশি না জানা আছে, তাহার নামের আদ্যক্ষর যে রাশিতে আছে, সেই রাশি হইতে মন্ত্র রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এইরূপ রাশি চক্র বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে।*

দ্বাদশ রাশির দ্বাদশ সংজ্ঞা যথা—লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয়। এই নামানুরূপ শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে। চতুর্থ মন্ত্র বিষ্ণু বিষয়ে বর্জ্জনীয়। বিষ্ণু বিষয়ে বন্ধু স্থানে শত্রু ও শত্রু স্থানে বন্ধু জানিবে।

* দ্বাদশ রাশী নামিযং সংজ্ঞা নামানুরূপং ফলং। লগ্নং ধনং ভ্রাতৃবন্ধু পুত্রশত্রু কলত্রকং। মরণং ধর্ম্মকর্ম্মায়বায়ো দ্বাদশরাশয়ঃ। নামানুরূপমেতেষাং শুভাশুভফলং লভেৎ। বৈকবে তু বন্ধুস্থানে শত্রুঃ শত্রুস্থানে বন্ধুরিতি পাঠঃ। লগ্নে সিদ্ধিগুণা নিত্যং ধনে ধনসমৃদ্ধিকং। ভ্রাতৃ ভ্রাতৃবৃদ্ধিঃ স্যাৎস্বাক্ষবে স্বাক্ষবপ্রিয়ঃ। পুত্রে পুত্রবিসৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছত্রৌ শত্রুবিবর্দ্ধনং। কলত্রে মধ্যমা প্রোক্তা মরণে মরণং ভবেৎ। ধর্ম্মে ধর্ম্মবিসৃদ্ধিঃ স্যাৎ সিদ্ধিঃ কর্ম্মসংস্থিতঃ। আয়ে চ ধনসম্পত্তিসংস্থিতঃ চ সঙ্কিত ব্যয়ঃ।

ନକ୍ଷତ୍ର ଚକ୍ର ।

ଅଧିନୀ ଅକ୍ଷା ଦେବଗଣ	ଭରଣୀ ହି ମାନୁଷ୍ୟଗଣ	କୃତ୍ତିକା କୁତ୍ତିଭି ରାକ୍ଷସଗଣ	ରୋହିଣୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନୁଷ୍ୟ	ମୃଗଶିରା ଏ ଦେବ	ଆର୍ଦ୍ରା କ୍ରି ମାନୁଷ୍ୟ	ପୁନର୍ବସୁ ଓ ଓ ଦେବ	ପୁଷ୍ୟ କ ଦେବ	ଅଶ୍ଳେଷା ଧ ଗ ରାକ୍ଷସ
ମସା ସ ଓ ରାକ୍ଷସ	ପୂର୍ବଫଲ୍ଗୁନୀ ଚ ମାନୁଷ୍ୟ	ଉତ୍ତରଫଲ୍ଗୁନୀ ଛ ଙ ମାନୁଷ୍ୟ	ହସ୍ତା ଅ ଏଃ ଦେବ	ଚିତ୍ରା ଟ ଈ ରାକ୍ଷସ	ସ୍ବାତୀ ଡ ଦେବ	ବିଶାଖା ଟ ଣ ରାକ୍ଷସ	ଆନୁରାଧା ତ ଥ ଢ ଦେବ	ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଧ ରାକ୍ଷସ
ମୂଳା ନ ପ ଫ ରାକ୍ଷସ	ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ବ ମାନୁଷ୍ୟ	ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ତ ମାନୁଷ୍ୟ	ଆର୍ଦ୍ରା ମ ଦେବ	ଧନିଷ୍ଠା ସ ଋ ରାକ୍ଷସ	ଶତଭିଷା ଳ ରାକ୍ଷସ	ପୂର୍ବାଭାଦ୍ର ବ ଶ ମାନୁଷ୍ୟ	ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ର ସ ଶ ହ ମାନୁଷ୍ୟ	ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରଂ ଙଂ ଦେବ

মন্ত্রগ্রহীতার জন্ম, নক্ষত্র হইতে যে নক্ষত্র-ঘরে মন্ত্রের আদি বর্ণ আছে, সেই ঘর পর্য্যন্ত জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র, ও পরমিত্র এইরূপ করিয়া, পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। এই প্রকার গণনা করিয়া, যদি মন্ত্র নক্ষত্র জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম হয়, তবে সেই মন্ত্র ত্যাগ করিবে। দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম হইলে গ্রহণ করিবে। মন্ত্র ও মন্ত্রগ্রহীতার এক গণ হইলে, সে মন্ত্র গৃহণে শুভ হয় এবং যাহার মানুষগণ, সে দেবগণ-মন্ত্র গৃহণ করিতে পারে, কিন্তু রাক্ষসগণ-মন্ত্র গৃহণ করিতে পারে না। মানুষ-গণ ও রাক্ষসগণে মৃত্যু এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শত্রুতা, অতএব এপ্রকার মন্ত্র গৃহণ করিবে না।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি—কোন ব্যক্তির জন্ম, নক্ষত্র শতভিষা, তাহার মন্ত্রের আদি বর্ণ অশ্লেষা নক্ষত্র ঘরে আছে দেখা গেল, উভয় নক্ষত্রের গণ রাক্ষস, অতএব এক গণ হইল, তখন সে ঐ মন্ত্র গৃহণ করিতে পারিবে। এবং জন্ম, নক্ষত্র শতভিষা হইতে মন্ত্র নক্ষত্র অশ্লেষা পর্য্যন্ত, জন্ম, সম্পদ ইত্যাদি করিয়া গণনা করিলে, অশ্লেষা চতুর্থ হয়, অতএব সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি তাহার মন্ত্রের আদিবর্ণ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ঘরে থাকিত, তাহা হইলে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিত না, কারণ উত্তরফল্গুনীর গণ মানুষ, মানুষ ও রাক্ষসে মৃত্যু। এবং শতভিষা হইতে, ঐরূপ গণনা করিলেও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র সপ্তম হয়। যাহার জন্ম নক্ষত্র

না জানা আছে, সে ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর যে নক্ষত্র ঘরে আছে, সেই ঘর হইতে মন্ত্র-নক্ষত্র-ঘর পর্য্যন্ত গণনা করিবে।

অকথহ চক্রে ।

অ ক থ হ	উ ঙ প	আ ষ দ	উ চ ফ
ও ড ব	৯ ক ম	ঔ ঢ শ	ঋ ঞ ষ
ঐ ষ ন	১০ জ ভ	ই গ ধ	ঋ ছ ব
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ৭ য	এ ট র

মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর হইতে, আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপ পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। যদি মন্ত্রের আদ্যক্ষর, ঐরূপ গণনাতে সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, আর যদি অরি হয়, তাহা কখন গ্রহণ করিবে না এবং নামের আদি অক্ষর যে ঘরে থাকিবে, সেই ঘর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর, যে ঘরে আছে, সেই ঘর পর্য্যন্ত সিদ্ধ সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে প্রত্যেক ঘর গণনা করিলে, যদি সাধ্য মন্ত্র, সাধ্য ঘরে হয়, সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। দৃষ্টান্ত—কোন ব্যক্তির নামের আদি অক্ষর ল এবং মন্ত্রের আদি অক্ষর ত, এক্ষণে ল হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর ত পর্য্যন্ত গণনা করিলে, মন্ত্রের আদি অক্ষর ত সিদ্ধ হইল; এবং নামের আদি অক্ষর যে ঘরে আছে, সেই ঘর হইতে মন্ত্রের

আদি অক্ষরের ঘর পর্য্যন্ত গণনা করিলে, উক্ত ঘর সাধ্য হইল, অতএব সাধ্য ঘরে, সিদ্ধ মন্ত্র লইতে পারে। এইরূপে সিদ্ধাদি গণনা করিয়া শুদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করিবে,* সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণে মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হয়, সাধ্যমন্ত্র গ্রহণে অপ ও হৌমের দ্বারা সিদ্ধ, সুসিদ্ধমন্ত্র গ্রহণে শীত্ৰ শীত্ৰ মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং অবি মন্ত্র গ্রহণ করিলে সমুলে বংশ নাশ হয়। এই চক্রের গণনা দক্ষিণাবর্তে করিতে হইবে।

অকডম চক্র ।

১ অ'ক ড ম	২ আ ধ ঢ ঘ	৩ ই গ ণ র	৪ ঈ ষ ত ল	৫ উ ঙ ধ ব	৬ ঊ চ দ শ
৭ এ ছ ধ ষ	৮ ঐ জ ন স	৯ ও ঝ প হ	১০ ঔ ঞ ফ ল	১১ অং ট ব দ্ধ	১২ অঃ ঠ ড

নামের আদি অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অবি এইরূপে পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। এই প্রকার গণনাতে যদি মন্ত্রের আদি অক্ষর সিদ্ধ, সাধ্য বা সুসিদ্ধ হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। অবি মন্ত্র কখন গ্রহণ করিবে না।

* সিদ্ধঃ সিদ্ধ্যতি কালেন সাধ্যস্ত জগহোমতঃ। সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব
রিপুমূলং নিকৃন্ততি। সিদ্ধাণাং বাক্যবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যান্ত মেবকাঃ স্মৃতাঃ।
সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ষাতকাঃ স্মৃতাঃ।

স্বামী-ধনী চক্র।

সাধ্যাক্ষ—অর্থাৎ যখন মন্ত্রের অক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে, তখন এই সকল অক্ষ লইবে।

৬	৬	৬	০	৬	৪	৪	২	০	০	৩
অ অা	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ঌ	২ ৩	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	৪	৪	৪	১

সাধ্যাক্ষ—অর্থাৎ যখন মন্ত্রগ্রহীতার নামের অক্ষর লইয়া গণনা করিবে, তখন এই সকল অক্ষ লইবে।

মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখ এবং ঐ সকল বর্ণের উপরে যে যে অক্ষ আছে, ঐ অক্ষ যোগ কর, পরে উক্ত যোগাক্ষকে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া যে অক্ষ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে এক স্থানে রাখ। ঐরূপ মন্ত্রগ্রহীতার নামের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখ এবং ঐ সকল বর্ণের নিম্নে যে যে অক্ষ আছে, ঐ অক্ষ যোগ কর, পরে উক্ত যোগাক্ষকে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া যে অক্ষ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে এক স্থানে রাখ। এক্ষণে দেখিবে যদি মন্ত্রগ্রহীতার নামাক্ষ মন্ত্রাক্ষ হইতে ন্যূন হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে, কিংবা দুই অক্ষ যদি সমান হয়, তাহা হইলেও গ্রহণ করিবে। কিন্তু মন্ত্রাক্ষ অপেক্ষা বেশী হইলে গ্রহণ করিবে না। যে অক্ষ বেশী

কয়, তাহাকে ঋণী ও নূন অঙ্কে ধনী বহে, অতএব ঋণী মন্ত্রই গ্রহণ করিবে, ধনী মন্ত্র কখন গ্রহণ করিবে না । একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—রামচরণ নামীয় ব্যক্তি (নামের শ্রী ও দেব শব্দা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া গণনা করিবে) হরি মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না ? প্রথমে নামের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ সমস্ত ভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রাখ, যথা—র আ ম অ চ অ র অ ণ ঙ্র পরে এই সকল বর্ণে যে যে অঙ্ক চক্রের নিম্নে আছে, তাহা লইয়া রাখ, যথা—র=০ আ=২ ম=৫ অ=২ চ=২ অ=২ র=০ ঙ্র=২ ণ=০ অ=২ সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া ১৭ হইল । এই ১৭ কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে । ঐরূপ মন্ত্র বর্ণ ও সাধ্যাঙ্ক রাখ—হ=৩ অ=৬ র=৩ ই=৬ সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া ১৮ হইল, এই ১৮ কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে, ২ অবশিষ্ট থাকে । এ স্থলে মন্ত্রগ্রহীতার নামাঙ্ক অপেক্ষা মন্ত্রাঙ্ক বেশী হওয়াতে মন্ত্র ঋণী হইল, অতএব রাম হরি মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে । এইরূপে ঋণী-ধনী-চক্র বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে ।

বিষ্ণু, কালী ও তারা মন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্র-চক্র, শিব মন্ত্রে রাশি-চক্র, গোপাল ও রাম মন্ত্রে অকডম-চক্র, চণ্ডিকা বিষয়ে রাশি-চক্র ও কোষ্ঠ-চক্রে মন্ত্র শুদ্ধি করিতে হইবে । অন্য চক্র বিচারের প্রয়োজন নাই, তবে সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণে কুলাকুল চক্র ও ঋণী-ধনী চক্র বিচারের আবশ্যকতা আছে ।

ইতি নিত্য তন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে নবম পটল ।

মন্ত্রের দশ সংস্কার ।

মন্ত্রের দশ সংস্কার করিয়া যন্ত্রগ্রহণ করিবে। জননং জীবনং পঞ্চাতাড়নং বোধনমৃধা। অতিষেকো বিমলী-করণাপ্যায়নে পুনঃ। তর্পণং দীপনং গুপ্তি-
ক'শৈতে মন্ত্র সংস্কৃতিয়াঃ ।

দশবিধ সংস্কার যথা—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অতিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন, ও গুপ্তি ।

জনন—মাতৃকা যন্ত্র হইতে দেয় মন্ত্র বর্ণ সকলকে উদ্ধার করা ।

জীবন—মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরের আদি ও অন্তে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত করিয়া দশবার জপ করা ।

তাড়ন—মন্ত্র-অক্ষর সমস্ত পৃথক পৃথক লিখিয়া বৎ মন্ত্রে চন্দন যুক্ত জল দ্বারা প্রত্যেক বর্ণকে দশবার তাড়ন করা ।

বোধন—মন্ত্রে যে কয়েকটি বর্ণ থাকিবে, তত সংখ্যা রক্ত করবীর পুষ্প দ্বারা রং বলিয়া মন্ত্রাক্ষর সমস্ত প্রহার করা ।

অতিষেক—মন্ত্রে যত গুলি বর্ণ থাকিবে, ততগুলি রক্ত করবীর দ্বারা রংমন্ত্রে প্রত্যেক মন্ত্রাক্ষরকে অভিমন্ত্রিত করিয়া অশ্বখপল্লব দ্বারা মন্ত্রাক্ষর সংখ্যায় অতিষেকন করা ।

বিমলীকরণ—সুগন্ধা নাড়ীর মূল ও মধ্যভাগে দেয়মন্ত্র চিন্তা করিয়া ওঁ হ্রৌঁ মন্ত্রে মলত্রয় দধ্ব করা ।

আপ্যায়ন—মন্ত্রপূত কুশোদক দ্বারা ওঁ হ্রৌঁ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের প্রোক্ষণ করা ।

তর্পণ—মন্ত্রে যতগুলি বর্ণ থাকিবে, জল দ্বারা তত সংখ্যা তর্পণ করা ।

দীপন—দেয়মন্ত্ৰের আদি ও অন্তে ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ মন্ত্ৰযোগ করিয়া ১০৮ বার জপ করা ।

গুপ্তি—ইষ্টদেবতার মন্ত্ৰ গোপন করা ।

মন্ত্ৰের দশ সংস্কার করিতে হইলে, মাতৃকায়ন্ত্ৰের আবশ্যক । মাতৃকায়ন্ত্ৰ কিরূপ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা লিখিতেছি । হেঙ্গাঃ এই মন্ত্ৰকে কণিকা মধ্যে লিখিয়া আটটি কেশর অঙ্কিত করিবে । প্রত্যেক কেশরে পূর্বদিক হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত দুইটি করিয়া স্বরবর্ণ লিখিবে । তৎপরে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া, ঐ পদ্মের অষ্টদলে পূর্বদিক হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টবর্গ লিখিবে ; (ক হইতে ব পর্য্যন্ত ছয়বর্গ, শ হইতে হ পর্য্যন্ত ও ল ক এই অষ্টবর্গ) । পদ্মের বাহিরে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া, তদ্বাছে চতুর্দ্বার ও চতুষ্কোণ যুক্ত ভূগৃহ লিখিবে । ঐ ভূগৃহের চতুর্দ্বারে বং ও চতুষ্কোণে ঠং লিখিবে ।

এই যন্ত্ৰ শক্তিমন্ত্ৰে কুঙ্কুম বা রক্তচন্দন ও শিবমন্ত্ৰে ভস্মদ্বারা স্ববর্ণাদি পাত্রে অঙ্কিত করিয়া, মন্ত্ৰসংস্কার করিতে হয় । যন্ত্ৰং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সৌভাগ্যসম্পৎকরং । এই বর্ণময় যন্ত্ৰ সাধকের সৌভাগ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করে । এই রূপে মন্ত্ৰের সংস্কার করিলে, মন্ত্ৰের রুদ্ধ, কীলিত, বিচ্ছিন্ন, স্থপ্ত ও শপ্তাদি দোষ থাকে না ।

যে মন্ত্ৰের আদি, মধ্য ও অন্তে বং অথবা বং সংযুক্ত থাকে, কিম্বা ত্রিধা, চতুর্ধা বা পঞ্চধা স্বরযুক্ত হয়, সেই মন্ত্ৰকে ছিন্ন মন্ত্ৰ বলে । যে মন্ত্ৰের আদি, মধ্য, বা অন্তে দুইটি লং যুক্ত থাকে, তাহাকে রুদ্ধ মন্ত্ৰ কহে । যে মন্ত্ৰের

আদি, মধ্য ও অন্তে হংসঃ হ্রৌঁ ঐঁ হং ফট্ ক্রৌঁ হ্রীঁ ও নমামি এই সমস্ত বীজ থাকে, সেই মন্ত্রকে কীলিত বলে । হংসঃ এই বীজহীন ত্র্যক্ষর মন্ত্রকে স্তম্ভ মন্ত্র বলে । যে মন্ত্রকে অতিশাপ করা হইয়াছে, তাহাকে শপ্তমন্ত্র কহে । ইত্যাদি নানাপ্রকার দোষ কথিত হইয়াছে ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে দশম পটল ॥

দীক্ষাকালাদি নিয়ম ।

দীক্ষাকাল—চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র ও পৌষ মাসে* মন্ত্রগ্রহণ করিবে না । কিন্তু চৈত্র মাসে গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে ।

বার নিয়ম—শনি ও মঙ্গলবারে মন্ত্রগ্রহণ করিবে না ।

তিথি নিয়ম—দ্বিতীয়া, পঞ্চমী ও পূর্ণিমা আর কৃষ্ণ-পক্ষের সপ্তমী ও দশমীতে সকল দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করা যায়, এবং ত্রয়োদশী ও কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠীতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে ।

নক্ষত্র নিয়ম—ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা এই সাত নক্ষত্রে মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ । কিন্তু আর্দ্রা ও কৃত্তিকাতে শিবমন্ত্র এবং জ্যেষ্ঠা ও ভরণীতে রাম-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে ।

যোগ নির্ণয়—প্রীতি, আয়ুজ্ঞান, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি,

* সৌরমাস জানিবে ।

ব্রহ্মি, ধ্রুব, সূর্য্য, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম ও ইন্দ্র এই ১৬টী যোগ দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত ।

করণ নির্ণয়—বব, বালব, কোলব, তৈতিল ও বণিজ এই পাঁচ করণ দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত ।

লগ্ন নির্ণয়—বৃষ, সিংহ, কন্না, ধনু ও মীন এই সকল লগ্ন প্রশস্ত । ব্রহ্মিক এবং কুম্ভলগ্নে বিষুমন্ত্র ; মেঘ, কর্কট, তুলা ও মকরে শিবমন্ত্র এবং মিথুনলগ্নে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে । এবং চন্দ্র তারা শুদ্ধ থাকিলে মন্ত্রগ্রহণ করিবে ।

দেবপর্ব্বের মন্ত্রগ্রহণে মাস তিথি ইত্যাদি কিছুই বিচার করিতে হইবে না । দেবপর্ব্ব যথা—বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী, শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী, ভাদ্রের ষষ্ঠী, আশ্বিনের শুক্লপক্ষের অষ্টমী, কার্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের তৃতীয়া, পৌষের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুনের শুক্লা নবমী এবং চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশী । চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ কালে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়-নাদি সংক্রান্তি দিবসে, দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত, অশোকাষ্টমী, রামনবমী দিনে, তীর্থ স্থানে ও পীঠস্থানে এবং গুরুর আজ্ঞানুসারে মন্ত্রগ্রহণ করিলে মাসাদি কিছুই বিচার করিতে হয় না ।

দীক্ষা স্থান নির্ণয়—গোশালা, গুরুর গৃহ, দেবতার স্থান, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর এই সকল স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিলে কোটী গুণ ফল লাভ হয় ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে একাদশ পটল ॥

সংক্ষেপ দীক্ষা ।

দীক্ষা চারি প্রকার যথা—কলাবতী, পঞ্চায়তনী, সংক্ষেপ ও উপদেশ । তন্মধ্যে সংক্ষেপ দীক্ষা কি প্রকার তাহা দেখা-ইতেছি—দীক্ষার পূর্বদিনে শিষ্য উপবাসী* থাকিয়া পরদিন স্নানান্তর সঙ্কল্প করিয়া গুরুদেবকে বরণ করিবে । সঙ্কল্প যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্শপ্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়। অমুকাক্ষরমন্ত্রদীক্ষামহং করিষ্যে । প্রথমে শিষ্য যোড়হস্তে গুরুকে ওঁ সাধুভবানাস্তাং বলিবে । তাহার পর গুরু ওঁ সাধুহমাসে বলিবেন । পরে শিষ্য ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তুং, বলিবে ; গুরু ওঁ অর্চয়, বলিবেন । পরে শিষ্য গন্ধপুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা গুরুর অর্চনা পূর্বক তাহার দক্ষিণজানু ধরিয়া বরণ করিবে । যথা ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতায়। মৎ-কর্তৃকামুকাক্ষরমন্ত্রদীক্ষাকর্ম্মণি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্মাণমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তুমহং ব্রুণে । গুরু ওঁ ব্রুতোহস্মি বলিবেন, শিষ্য ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু, বলিবে । তৎপরে গুরু ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি, এই কথা বলিবেন । তাহার পর গুরু সর্ব্বতোমণ্ডলোপরি ॥ জল-

* অশক্তে হবিষ্যন্ন ভোজন ।

+ ভূমিতে একটি চতুরস্র করিয়া তন্মধ্যে দ্বাদশ স্ত্রপাত পূর্বক ১৪৪ টি কোষ্ঠা অঙ্কিত করিবে । চতুরস্রের মধ্যস্থানে ৩৬ কোষ্ঠাতে পদ্ম লিখিয় তদ্ব্যজে এক পঙ্ক্তিতে পীঠগাত্র ও পীঠলোণ করিবে এবং উহার বহির্ভাগের দুই পঙ্ক্তিতে দ্বার শোভা ও কোণ হইবে । ইহাতে উপশোভা করিবে না । এই মণ্ডল পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা চিত্রিত করিবে । পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিক

পূর্ণ একটী বস্ত্রসংযুক্ত নূতন কলস স্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন, পরে সর্ব্বৌষধি, (১) নবরত্ন, (২) ও পঞ্চপল্লব, (৩) কলসে দিয়া যথাশক্তি দেবতার অর্চনা করিয়া ১০৮ হোম করিবেন। তৎপরে শিষ্যকে আনাইয়া প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জল ও কলসের জলে ১০৮ মূল মন্ত্র জপ করিয়া, সেই জল দ্বারা অভিষেক করিবে। † পরে শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গুরু শিষ্যকর্মে অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন। * তৎপরে শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া ওঁ তৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোহস্মি সর্ব্বতঃ। মায়ায়তু্য মহাপাশাদ্বিমুক্তোহস্মি শিবোহস্মি চ ; বলিবে। গুরু, ওঁ উত্তীর্ণ বৎস মুক্তোহসি সম্যাগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তিশ্রীকান্তি-

যথা--হরিদ্রাচূর্ণ পীতবর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ শুক্লবর্ণ, কুশম্ভচূর্ণ রক্তবর্ণ, শব্যাহীন দন্ধধাতু চূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, বিষ্ণুপত্র চূর্ণ শ্রামবর্ণ। প্রথমে এক অঙ্গুল গভীর পরিমাণ শুক্লবর্ণ শুণ্ডিকা দ্বারা সীমারেখা সমুদয় রঞ্জিত করিবে। কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশর রক্তবর্ণ, পদ্মপত্র সকল শুক্লবর্ণ, সন্ধিস্থান সমুদয় শ্রামবর্ণ, পীঠগর্ভ পীঠগাত্র ও দ্বার সকল শুক্লবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ ও চতুষ্কোণ কৃষ্ণবর্ণ করিয়া মণ্ডলের বাহিরে শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণ রেখাত্রয় অঙ্কিত করিবে।

(১) কুড়, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, বচ, শৈল্যেয়, চম্পক, মুরা, কপূর, মুস্তা।

(২) মুক্তা, মাণিক্য, নীলকান্তমণি, গোমেদ, হীরক, প্রবাল, পদ্মরাগ, মরকত ও ইন্দ্রনীল।

(৩) উড়ু স্বর আম্র, অশ্বথ, বট ও বকুল।

† জ্ঞান প্রকরণ দেখ।

* অগ্ন প্রকার। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের দক্ষিণ কর্ণে তিন বার ও বাম কর্ণে এক বার জ্ঞী ও শূদ্রের বাম কর্ণে তিন বার ও দক্ষিণ কর্ণে এক বার মন্ত্র বলিবে।

পূজায়ুর্কলারোগ্যং সদাস্তু তে । এই মন্ত্র বলিয়া শিষ্যকে উত্থাপিত করিবেন । এবং শিষ্য গুরুর সম্মুখে ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে ও গুরু স্বীয় শক্তি রক্ষার্থ শত বার মন্ত্র জপ করিবেন ।

অন্য প্রকার উপদেশ যথা—গ্রহণকালে, তীর্থস্থানে, শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়া দিবেন, এই উপদেশে পূজাদির আবশ্যক নাই ; বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিয়াছেন যে, কলিযুগে কেবল উপদেশেই সর্বসিদ্ধ হয় ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে দ্বাদশ পটল ।

মালা ও জপের নিয়ম ।

করমালা ; * করেতে যে সমস্ত অঙ্গুলি আছে, তাহার নাম যথা—বুদ্ধাঙ্গুলিকে অঙ্গুষ্ঠ কহে, অঙ্গুষ্ঠের পর যে অঙ্গুলী তাহাকে তর্জনী কহে, তর্জনীর পরে মধ্যমা, এবং মধ্যমার পর অনামিকা, তাহার পর কনিষ্ঠা । অঙ্গুষ্ঠ বাদে অপর চারি অঙ্গুলিতে তিন তিন পর্ব করিয়া ১২ পর্ব আছে । শক্তি দেবতা বিষয়ে—অনামিকার মধ্য পর্ব

* নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং করে কুর্যাদিচ্চক্ষণঃ । করমালা মহাদেবি সর্বদোষবিবর্জিতা । ছিন্নভিন্নাদিদোষোহপি করে নাস্তি কদাচন । অক্ষ-রস্ত্ব করে দেবি মালা ভবতি তাদৃশী । গ্রহিঃ সা কুণ্ডলীশক্তিঃ পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণী ॥ অতএব মহেশানি করমালা মহাফলা ॥ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য সকল প্রকার কার্যে করেতে জপ করিবে । করমালা সর্বদোষরহিতা, করেতে ছিন্নভিন্নাদি দোষ কখন নাই । কুণ্ডলীশক্তি করমালার গ্রহি, এই করমালা অতিশয় ফলদায়িনী ॥ .

হইতে আরম্ভ করিয়া মূল পর্বের আসিবে, পরে কনিষ্ঠার মূল পর্ব হইতে শেষ পর্ব পর্য্যন্ত, পুনরায় অনামিকার শেষ পর্ব তৎপরে মধ্যমার শেষ পর্ব হইতে মূল পর্ব পর্য্যন্ত এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব এই দশ পর্বের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জপ করিবে। যখন ১০৮ জপের প্রয়োজন হইবে, তখন অনামিকার মূল পর্ব হইতে ঐরূপ মধ্যমার মূল পর্ব পর্য্যন্ত এই আট পর্বের জপ করিবে। অন্য দেবতা বিষয়ে—অনামিকার মধ্য পর্ব হইতে কনিষ্ঠার তিন পর্ব পুনরায় অনামিকার শেষ পর্ব ও মধ্যমার শেষ পর্ব ও তর্জ্জনীর শেষ পর্ব হইতে মূল পর্ব পর্য্যন্ত এই দশ পর্বের জপ করিবে। জপ কালে অবশ্য সংখ্যা রাখিবে, সংখ্যা না রাখিয়া জপ কদাচ করিবে না। বাম হস্তের অঙ্গুলীতে প্রতি দশবার জপে একবার সংখ্যা রাখিবে। হস্তের অঙ্গুলী সকল পরস্পর সংযুক্ত করিয়া বক্রভাবে হৃদয়ে রাখিবে, এবং হস্তদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া জপ করিবে। পর্ব সন্ধি স্থানে জপ করিবে না ও হস্তপর্ব যব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন, এবং মৃত্তিকা দ্বারা জপ সংখ্যা করিবে না। অধিক বিলম্ব ও অতি দ্রুত না হয়, এইরূপে জপ করিবে। অপবিত্র হস্তে, শয্যাতে, নিরাসনে, পাষাণে বসিয়া কিম্বা গমন কালে, শয়ন কালে, উদ্বিগ্ন চিত্তে ক্রুদ্ধ কিম্বা ক্ষুধান্বিত হইয়া জপ করিবে না। শুচি হইয়া মনঃ সংযমন পূর্বক মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া জপ করিলে, জপের ফল লাভ হয়। জপ তিন প্রকার বাচিক, জিহ্বা ও মানসিক। বাক্য দ্বারা উচ্চারিত জপকে বাচিক জপ বলে। কেবল মাত্র জিহ্বা দ্বারা যে

জপ করা যায়, তাহাকে জিহ্বা জপ বলে। বাচিক জপ অপেক্ষা এই জপে শত গুণ ফল হয় এবং মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে মানসিক জপ বলে, ইহাতে সহস্র গুণ ফল হয়। মানসিক জপ শুচি কিম্বা অশুচি হউক, সর্ব সময় ও সকল স্থানে করিতে পারা যায়।

জপেন দেবতা নিত্যং স্তুয়মানা প্রসীদতি।

প্রসন্নো বিপুলান্ কামান্ দদ্যাদ্ভুক্তিঞ্চ শাস্বতীং ॥

জপের দ্বারা স্তুয়মান দেবতা সকল প্রসন্ন হইয়া বিপুল কাম্য বিষয় ও শাস্বতী মুক্তি প্রদান করেন।

শক্তিবিশয়ে দেবীর বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিবে। যে মনে মনে স্তব পাঠ ও বাক্য দ্বারা মন্ত্র জপ করে, তাহার সেই স্তব ও মন্ত্র নিষ্ফল হয়। জপ কালে অন্য কথা একবার বলিলে ওঁ মন্ত্র বলিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। অনেক কথা বলিলে পুনরায় আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া জপ করিবে। মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে মন্ত্রের জাতকাশৌচ হয় এবং মন্ত্রোচ্চারণের পরে যুতাকশৌচ হয় এই দুই অশৌচ যুক্ত মন্ত্র কোন ফল দান করে না। এ কারণ উক্ত অশৌচ দূর করিবার জন্য মন্ত্রের পূর্বে ও পরে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত করিয়া সাতবার জপ করিয়া প্রকৃত মূল মন্ত্র জপ করিবে। প্রণব দ্বারা মূল মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিলে বৈরমন্ত্রও সিদ্ধ হয়।

বাহ্যমালা। এই কয়েক প্রকার দ্রব্য দ্বারা জপমালা প্রস্তুত করিবে। যথা—রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ, শঙ্খ, মুক্তা, স্ফটিক, মণি, রত্ন, স্বর্ণ, প্রবাল, রৌপ্য, কুশমূল ও

তুলসী । সকল মালার শ্রেষ্ঠ রুদ্রাক্ষ । ইহাতে জপ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয় । ১৪, ১৫, ২৫, ২৭, ৩০, ৫০, ৫৪ অথবা ১০৮ মণি দ্বারা মালা প্রস্তুত করিবে । যে সমস্ত মণি দ্বারা মালা নির্মাণ করিবে, ঐ সমস্ত মণি যেন সমান হয় এবং অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র না হয় এবং কীটাদি দ্বারা ভক্ষিত কিম্বা জীর্ণ না হয় । এক জাতীয় মালার মধ্যে অন্য জাতীয় মালা যোগ করিয়া জপ করিবে না । দৃঢ় রজ্জু দ্বারা মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মালা গাঁথিয়া উহার দুই মুখ একত্রিত করিয়া ওঁ মন্ত্রে মেরু বন্ধন করিবে । যে প্রকার মণির দ্বারা মালা করিবে সেই জাতীয় একটী বৃহৎ মণির দ্বারা মেরু করিবে । মালা সকল মুখে মুখ ও পুচ্ছে পুচ্ছ যোগ করিয়া মালা গাঁথিবে (রুদ্রাক্ষের উপরিভাগ মুখ ও নিম্নভাগ পুচ্ছ । অন্য অন্য মণির স্থূল ভাগ মুখ ও তদ্বিপরীত পুচ্ছ) । এই প্রকার মালা গাঁথিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে ; কারণ অপ্রতিষ্ঠিত মালাতে জপ করিলে সে জপ ফলদায়ক হয় না ।

বর্ণমালা—অ আ. ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ৯ ৩ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ বা ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ ল ক্ষ এই এক পঞ্চাশৎ বর্ণের অকার হইতে ল পর্য্যন্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ মালা ও ক্ষ তাহার মেরু । এই মালা অন্তর্যজন কার্যে ও বাহ্যপূজাদিতে জপ করিলে বিশেষ ফল হয় । কিরূপে জপ করিবে তাহা বলিতেছি—এক একটী বর্ণের পর এক এক বার মন্ত্র জপ করিবে, যথা—অং এই বর্ণ জপ করিয়া পুনর্ব্বার মূলমন্ত্র

একবার জপ করিবে । এইরূপ ল পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরে অনুস্মার যোগ করিয়া জপ করিবে । পুনর্ব্বার ল হইতে আরম্ভ করিয়া অ পর্য্যন্ত এক এক বর্ণের পর এক এক বার মন্ত্র জপ করিবে—এইরূপ অনুলোম বিলোমে জপ করিবে । প্রবালের ঞায় ভাসমানা যে সর্পাকার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন তিনিই এই বর্ণমালার সূত্র । তাঁহার আরোহণ ও অবরোহণে শত সংখ্যা হয় । বর্ণমালা মধ্যে যে ছুইটি লকার আছে, তাহার কারণ এই—পূর্ব্বকালে যখন মহাদেব পৃথিবী উদ্ধার করেন, তখন পৃথিবীর সহিত পৃথিবীজ লকার উদ্ধার করিয়াছিলেন ।

অথ মালাসংস্কার । নয়টি অশ্বথপত্র পদ্মাকারে বিছাইয়া উহার উপর মাতৃকামন্ত্র* ও মূলমন্ত্র বলিয়া মালা রাখিবে । তাহার পর ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যো জাতায় বৈ নমঃ । ভবে ভবেনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ । বলিয়া পঞ্চগব্যেণ মালা ধৌত করিবে । পরে ওঁ নমো জ্যেষ্ঠায়, নমো রুদ্রায়, নমঃ কলায়, নমঃ কালবিকরণায়, নমো বলপ্রমথনায়, নমঃ সর্ব্বভূতদমনায়, নমো মনোমনায় । এই সকল মন্ত্রে চন্দন অগুরু ও কর্পূর মালাতে লেপন করিবে এবং ওঁ অঘোরেভ্যোহথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্কোভ্যো নমস্তেহস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ । এই সকল মন্ত্রে ধূপ দান করিবে । পুনরায় ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ । এই মন্ত্রে

* পূজা প্রকরণ দেখ ।

† গোমূত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ।

চন্দনদ্বারা মালা লেপন করিবে । পরে এই সকল মন্ত্র প্রতি মালাতে একবার করিয়া জপ করিবে । মন্ত্র যথা,—ওঁ ঈশানঃ সৰ্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতিঃ ব্রহ্মগোহ-ধিপতিঃ শিবোমেহস্ত সদাশিবোম্ । তৎপরে মালাতে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১) পূর্বক দেবতার পূজা (২) করিবে এবং রক্ত পুষ্প দ্বারা এই মন্ত্রে মালার পূজা করিবে । মন্ত্র যথা—মালে মালে মহামালে সৰ্বতত্ত্ব-স্বরূপিণী । চতুর্ভুগন্তয়ি ন্যস্তস্তস্ম্যাম্মে সিদ্ধিদা ভব । উক্ত প্রণালী শক্তি বিষয়ে জানিবে । বিষ্ণু বিষয়ে ঐ শ্রী অঙ্কমালায়ৈ নমঃ বলিয়া মালার পূজা করিবে । এই প্রকার মালার পূজা করিয়া তদুপরি ১০৮ বার মূল মন্ত্র জপ করিবে । তাহার পর মালা গ্রহণ করিবে । যে দেবতার নামে মালা প্রতিষ্ঠা করিবে, সেই দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার মন্ত্র সেই মালাতে জপ করিবে না । মালাতে জপ অতিশয় সাবধানে করিবে, জপ কালে অঙ্গ কিম্বা মালা কম্পন করিবে না এবং মালাতে শব্দ না হয় । জপের সময় হস্ত হইতে মালা পতিত হইলে, মালা গ্রহণ পূর্বক পুনরায় ১০৮ বার জপ করিবে । জপ শেষ হইলে, এই মন্ত্রে মালার পূজা করিয়া নিজ কণ্ঠে কিম্বা কোন উচ্চ স্থানে মালা গোপন করিয়া রাখিবে । মন্ত্র যথা—ওঁ ত্বং মালে সৰ্ব-দেবানাং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদা মতা । তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোহস্ত তে । অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা মালা জপ করিবে । মালার সূত্র জীর্ণ হইলে, পুনরায় মালা গাঁথিয়া

১০০ বার জপ করিবে। মালা নিষিদ্ধ বস্তুতে সংস্পর্শ হইলে, পঞ্চগব্য দ্বারা মালা ধৌত করিয়া জপ করিবে।

রুদ্রাক্ষ-ধারণ মন্ত্র। এক মুখ হইতে চতুর্দশ মুখ পর্য্যন্ত ১৪ প্রকার রুদ্রাক্ষ আছে। ধারণের ১৪ প্রকার মন্ত্র যথা—ওঁ ঐ ১১ ওঁ শ্রী ১২ ওঁ ধ্রুং ধ্রুং ১৩ ওঁ হ্রীং হ্রুঃ ১৪ ওঁ হ্রীং ১৫ ওঁ ঐ ১৬ ওঁ হ্রীং ১৭ ওঁ রুং রং ১৮ ওঁ হ্রাং ১৯ ওঁ হ্রীং ১১০ ওঁ শ্রী ১১১ ওঁ হ্রাং হ্রীং ১১২ ওঁ ক্ষৌং নমঃ ১১৩ ওঁ তমাং ১১৪

২৭টি রুদ্রাক্ষ দ্বারা মালা করিয়া সেই মালা ধারণ করিবে। রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে, শিবলোকে গমন হয়। রুদ্রাক্ষ পঞ্চগব্যে ও পঞ্চামৃতে * স্নান করাইয়া শিবের পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ও ত্র্যম্বক মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিয়া ধারণ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সৃগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্বারাকমিব বন্ধনাম্ ত্যোমুংক্ষীয়মায়তাং। ওঁ হৌঁ অঘোরে হৌং ঘোরে হুঁ ঘোরতরে ওঁ হ্রৈং হ্রীং শ্রী ঐ সর্বতঃ সর্ব সর্বৈভ্যো নমোহস্ত রুদ্ররূপিণে হ্রু হ্রু।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয়কল্পে ত্রয়োদশ পটল।

আসন নিয়ম।

জপ পূজাদি কার্য্যে আসনেরণ আবশ্যক। আসন অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে কাম্বলাসন ও কুশাসন জপ

* দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা।

† কুশাসনে ব্যবহায্যমৌক্ষঃ সাধাধ্যাত্রচর্ম্মণি। অজিনে তু ভবেৎ পুত্রী

পূজাদি কার্যে প্রশস্ত । যুক্তিকাসনে জপ পূজাদি করিলে
 ছুঃখ, কাষ্ঠাসনে দৌর্ভাগ্য, বংশাসনে দারিদ্র, পাষাণে
 ব্যাধি পীড়া, তৃণাসনে যশোহানি, বস্ত্রাসনে জপ পূজাদির
 হানি হয় । কিন্তু অন্যান্য আসনোপরি বস্ত্রাসনে বসিয়া
 জপ পূজাদি করিতে পারে । আসন অত্যন্ত উচ্চ কিম্বা
 অত্যন্ত নীচু না হয় । শরীর মস্তক ও গ্রীবাকে সমভাবে
 রাখিয়া নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ নিম্নীলন পূর্বক নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টি
 করত দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিবে । সাধক দক্ষিণ
 জানু ও উরুর মধ্যে বাম পাদতল এবং বামজানু ও উরুর
 মধ্যে দক্ষিণ পাদতল স্থাপন করিয়া সরলভাবে উপবেশন
 করিবে অথবা দক্ষিণ পাদ বাম উরুর উপর এবং বাম পাদ
 দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন করিয়া উপবেশন করিবে ।
 ইহাতে দেহ ও মনের চঞ্চলতা নষ্ট হয় । * জলে জলে
 পূজা করিবার সময় পূজক মনে মনে আসন কল্পনা করিয়া
 পূজা করিবে । যে স্থানে আসন পাতিবার হযোগ না হয়,
 তথায় দাঁড়াইয়া দেবতার পূজা করিবে ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে চতুর্দশ পটল ।

কথ্যে সিদ্ধিকল্পমা । ধরণ্যাং ছুঃখমভূতিদৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে । আত্ম-
 নিম্বকদস্থানামাসনং বংশনাশনং । বকুলে কিংশুকে চৈব পনসেবুহতশ্রিয়ঃ ।
 বংশেষ্টকা চ ধরণী তৃণবল্লভনিম্বিতং । বর্জ্জয়েদাসনং মন্ত্রী দারিদ্র্যব্যাধিছুঃখদং ।
 জপধ্যানতপোহানিং বস্ত্রাসনং কয়োতি হি । অত্র বস্ত্রনিষেধঃ কেবলবস্ত্রপয়ঃ ।

* সলিলে যদি কুর্ষ্বীত দেবতানাং প্রপূজনং । তথাপ্যাসনমাসীনো
 নোথিতস্ত তথাচরেৎ । আসনং কল্পয়িত্বা তু মনসা পূজয়েজ্জলে । আসনস্থো
 জপেৎ সম্যগুজ্জ্বার্থগতমানসঃ ।

পুরশ্চরণ ।*

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মননাত্মায়তে যস্মাত্স্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ । অর্থাৎ যাহাকে মনন করিলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহার নাম মন্ত্র । কিন্তু পুরশ্চরণ ব্যতীত এই মন্ত্র কিছুই ফল প্রদান করিতে পারে না । এ কারণ পুরশ্চরণ ক্রমে করিতে হয়, তাহা প্রথমে লিখিতেছি ।

মন্ত্রসিদ্ধি জন্ম গুরুর আজ্ঞা লইয়া পুরশ্চরণ করা কর্তব্য । যেমন জীবহীন দেহ কোন কর্ম করিতে পারে না, সেইমত পুরশ্চরণ বিনা মন্ত্র কোন ফল দান করিতে পারে না । অতএব সকলেরই পুরশ্চরণ করা কর্তব্য । স্বয়ং অশক্তি হইলে, গুরু দ্বারা কিম্বা গুরুর অভাবে শাস্ত্রবিৎ সদ্ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করিবে । পুরশ্চরণ কি প্রকার করিতে হয়, তাহা এস্থলে দেখাইতেছি ।

পুরশ্চরণকর্তা পূর্বদিবস হবিষ্যন্ন ভোজন করিয়া সংযত হইয়া থাকিবে । তৎপর দিন স্নান ও তর্পণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকদেবতায়ঃ অনুকমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকাশেষ-ছুরিতক্ষয়-

* গুরোরাষ্ট্রাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃকরণে নরঃ । তত পুরস্ত্রিয়াং কুর্ধ্যামন্ত্র-সংসিদ্ধিকাময়া । জীবহীনো যথা দেহী সর্বকর্মান্ব ন ক্ষমঃ । পুরশ্চরণ-হীনোহপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ । তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্ধ্যাদ্ গুরুং বা কারয়েদ্ধুঃ । গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্বপ্রাণিহিতে রতঃ । স্নিগ্ধং শাস্ত্র-বিদং মিত্রং নানাগুণসমম্বিতম্ । নিত্যং ত্রিসবনং স্নানং ক্ষুদ্রকর্ম-বিবর্জিতম্ । নিত্যপূজা নিত্যদানং দেবভাস্ততিপূর্বকং । জপেদেক-

পূর্বকতম্নস্ত্রিসন্ধিকামঃ অদ্যারভ্য যাবৎ কালেন সেৎস্তুতি
 তাবৎকালং অমুকমন্ত্রস্ত ইয়ৎসংখ্যকজপতদশাংশতর্পণ-
 তদশাংশাভিষেক-তদশাংশ-ব্রাহ্মণ-ভোজন-রূপ- পুরশ্চরণমহং
 করিষ্যে । তৎপরে যথাবিধি ইষ্টদেবতার অর্চনাস্তে প্লিত্ব-
 তর্পণ করিয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত একাগ্র-
 চিত্তে মন্ত্র জপ করিবে । অথবা অগ্রে জপ করিয়া
 শেষে পূজা করিবে । যে ব্যক্তি শক্ত হইবে, তিনি
 ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্র জপ ও দেবতার
 পূজা করিবেন । আবার পূর্বে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষয়ার্থ
 সঙ্কল্প পূর্বক সহস্রবার ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ
 করিবে । সঙ্কল্প যথা—অদ্যেত্যাদি জ্ঞাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়-
 কামঃ অষ্টোত্তরসহস্রগায়ত্রীজপমহং করিষ্যে । পুরশ্চরণ
 আরম্ভ দিনে যত সংখ্যা জপ করিবে, প্রত্যহ তত সংখ্যা
 জপ করিতে হইবে । যদি কোন দিন কম কিস্বা বেশি জপ
 করা হয়, তাহা হইলে ত্রুতভঙ্গ হইবে । প্রত্যহ জপ
 সমাপ্ত হইলে, জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ,
 তর্পণের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ
 ভোজন করাইবে । কিস্বা সমস্ত জপ সম্পূর্ণ হইলে, শেষ

মনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যাহ্নিনাবধি । শক্ত্যা ত্রিসবনং স্নানমশক্তৌ দ্বিঃ
 সত্বচ্চ বা । ত্রিসন্ধ্যাং প্রজপেদ্বস্ত্রং পূজনঞ্চ সমং ভবেৎ । একদা বা ভবেৎ
 পূজা জপেত্তৎপূজনং বিনা । জপাস্তে বা ভবেৎ পূজা পূজাস্তে বা জপেদ্বস্ত্রং ।
 প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেদ্ব্যাহ্নিনাবধি । ষৎসংখ্যয়া সমারন্ধং তৎ কঠবাৎ
 দিনে দিনে । যদি ন্যূনাধিকং কুখ্যাদব্রতভ্রষ্টৌ ভবেন্নরঃ । জপাস্তে প্রত্যহং
 দেবি হোময়েত্তদশাংশকং । তর্পণঞ্চাভিষেকঞ্চ তদ্বদশাংশতো যুনে । প্রত্যহং

দিবসে হোমাদি করিবে । হোমাদিতে অশক্ত হইলে, হোমাদির সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে, অর্থাৎ পুরশ্চরণের যে অঙ্গহীন হইবে, তৎসংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিতে হইবে । পূজোপকরণ দ্রব্যাদির অভাবে পূজাদিতে অশক্ত হইলে, কেবল জপমাত্রেই পুরশ্চরণ সিদ্ধি হয় । যে দেবতার যত সংখ্যা জপ করিতে হইবে, তাহা পরে দেখান হইয়াছে । জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ত্র্যক্ষণ ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকেই পুরশ্চরণ কহে । পুরশ্চরণ শেষ হইলে, ত্র্যক্ষণ ভোজন করাইবে । কারণ, ত্র্যক্ষণগণ ভোজন করিলেই অঙ্গহীন কর্ম নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হয় । যদ্যন্তু ঙ্গে দ্বিজঃ সাক্ষাত্তত্ত্বভুঙ্তে হরিঃ স্বয়ং । যে যে দ্রব্য ত্র্যক্ষণ-গণ ভোজন করেন, সে সমস্তই হরির ভোজন হইয়া থাকে । কুলার্ণবে লিখিত আছে যে, দীক্ষাহীন ত্র্যক্ষণকে যে ব্যক্তি নিজ গৃহে ভোজন করান, তাঁহার একবিংশতি নরক ভোগ হইয়া থাকে । দীক্ষাহীনান্ পশূন্ যন্ত ভোজয়েদ্রা স্বমন্দিরে । স যাতি পরমেশানি নরকানেকবিংশতিম্ । অতএব অদীক্ষিত ত্র্যক্ষণকে ভোজন করাইবে না । পরে গুরু-দেবকে দক্ষিণা দিবে । গুরুসন্তোষমাত্রেন সর্বসিদ্ধির্ভবেদ-

ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ ন্যূনাধিক্যপ্রশান্তয়ে । অথবা সর্বসংপূর্ণে হোমাদিক-মথাচরেৎ । তথা হোমাদ্যশক্তৌ চ—যদ্যদ্যন্ত ভবেত্তদ্যং তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ । যদি পূজাশক্ত্যেচ্ছন্দ্রব্যভাবেন শূন্যরি । কেবলং জপমাত্রেন পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে । এবং যঃ কুরুতে দেবি পুরশ্চরণকং প্রিয়ে । সর্বপা-প-নির্নিশ্চুক্তো দেবীসায়ুজ্যমাশ্রুয়াৎ । ততশ্চ গুরবে দক্ষিণান্দয়ান্তোজনা-চ্ছাদনাদিভিঃ । গুরুসন্তোষমাত্রেন সর্বসিদ্ধির্ভবেদ্রবম্ । গুরোরভাবে

ক্রমঃ । গুরু সম্ভবতঃ হইলেই সমস্ত কৰ্ম সিদ্ধ হয় । গুরুর
অভাবে গুরুপুত্র এবং তদভাবে গুরুপত্নীকে এবং তদভাবে
ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান পূর্বক কুমারীগণকে যথাসাধ্য
পূজা করিয়া ভোজন করাইবে । এই প্রকারে পুরশ্চরণ সমাপ্ত
হইলে, স্বয়ং বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজন করিবে । পুরশ্চরণ
করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি হইলে, দেবতা প্রসন্ন হন ও সমস্ত মনোরথ
পূর্ণ হয় । বীরাতস্ত্রে লেখা আছে যে, যে সমস্ত নিয়ম
বলা হইল, সে সমস্তই পুরুষের পক্ষে জানিবে, স্ত্রীলোকের
পক্ষে নয় । স্ত্রীলোক আশ, ধ্যান পূজাদি না করিতে
পারিলেও কেবল জপ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে ।—নিয়মঃ
পুরুষে জ্যেষ্ঠো ন যোষিৎস্ব কথঞ্চন । ন স্ত্রীসো যোষিতা-
মত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনং । কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ
সিদ্ধ্যন্তি যোষিতাঃ ।

স্থাননির্ণয় ।—পুরশ্চরণ করিতে হইলে, প্রথমে স্থান
নির্ণয় করিয়া পুরশ্চরণ করিবে । কোন্ কোন্ স্থান
পুরশ্চরণ কার্য্যে পবিত্র, তাহা বলা যাইতেছে—পুণ্যক্ষেত্র
নদীতীর, পর্বতের গুহা, ও পর্বতের উপর, তীর্থস্থান,

তৎপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ । তয়োৰভাবে দেবেশি ব্রাহ্মণেভ্যো
নিবেদয়েৎ । সম্যক্‌নিষ্ককমস্তস্ত পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ । সৰ্ব্বে মন্ত্রাস্তসিদ্ধান্তি
তৎপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরি ।—সুবাসিনীঃ কুমারীক ভূষণৈরপি ভূষয়েৎ ।
মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্ধ্যং ভূজীত বন্ধুভিঃ সহ । এবং সিদ্ধমত্বং স্ত্রী সাধয়েৎ
সকলেন্দ্রিয়তাম্ ।

স্থাননির্ণয় উচ্যতে ।—পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্বতমন্তকং । তীর্থ-
প্রদেশাঃ সিদ্ধানাং সঙ্গমঃ পাবনং মহৎ । উদ্যানানি বিবিজানি বিশ্বমূলং

নদীসঙ্গমস্থান, উদ্যান, বিলমূল, তুলসীকানন, গোষ্ঠস্থান, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বখ ও আমলকী বৃক্ষের মূল, গোশালা, জলমধ্য, দেবালয়, সমুদ্রতীর এবং নিজগৃহ । সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ, গো, ইহাদের সম্মিথানে জপ প্রশস্ত । অথবা যে কোন স্থলে মন্ত্রের আনন্দ হয়, সেই সেই স্থানে বসিয়া পুরশ্চরণ করিবে । নিজ গৃহে বসিয়া জপ করিলে, শতগুণ ফল হয়, তড়াগে সহস্রগুণ, গোষ্ঠে ও নদীতীরে লক্ষগুণ, দেবালয়ে ও পর্ব্বতাগ্রে কোটিগুণ, শিবালয়ে ও গুরু সম্মিথানে জপ করিলে, অনন্ত ফল হয় ।

স্নেচ্ছের বসতি স্থানে ও যেখানে যুগ সর্পাদির ভয় আছে, সেই সমস্ত স্থানে পুরশ্চরণাদি করিবে না ।

পুণ্যক্ষেত্র, দেবালয়, বিলমূল, বন, উদ্যান, পর্ব্বত, সমুদ্র, নদীতীর, পুণ্যারণ্য, এই সমস্ত স্থান ব্যতীত অন্য

তটং গিরেঃ । তুলসীকাননং গোষ্ঠাং বৃষশূন্য শিবালয়ম্ । অশ্বখামলকী মূলং গোশালাজলমধ্যতঃ । দেবভাস্কর্য্যং কূলং সমুদ্রস্ত নিজালয়ম্ । সাধনো প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মজ্জিগাম । সত্যভাগেওরোরিন্দোদাপিত্ত চ জলচ চ । বিপ্রাণাঞ্চ গবাঃকব সন্নিধৌ শত্রে জপঃ । অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রশাদতি । গৃহে শতগুণং বিদ্যাগোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ । কোটি দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিবসান্নিধৌ । নদীতীরে লক্ষগুণং নগাগ্রে কোটি সন্নিহিতং । শিবালয়ে কোটিশতমনন্তং গুরুসান্নিধৌ । স্নেচ্ছভৃষ্টমৃগবাল-শঙ্কাতঞ্চ বিবর্জিতে । একান্তপাবনে নিন্দারহিতে ভক্তিসংযুতে । স্বদেশে ধার্ম্মিণে দেশে শুভিক্ষে নিকৃপদ্রবে । রম্যোত্তমস্থানে নিবসেস্তাপসঃ প্রিয়ে গুরুণাং সন্নিধানে চ চিষ্টেকাগ্রস্থলে তথা । এবামন্যতমং স্থানমাস্রিত জপমাচরেৎ । যত্র থামে জপেন্নাশ্রী তত্র কৃষ্ণং বিচিন্তয়েৎ । পর্ব্বতে সিদ্ধ ভীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে । যদি কুর্ধ্যাদি পুরশ্চর্য্যং তত্র কৃষ্ণং ন চিন্তয়েৎ

স্থানে বসিয়া পুরশ্চরণ করিলে, কূর্মচক্র অঙ্কিত করিয়া জপ করিতে হয় ।

পুরশ্চরণ কাল—বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাস পুরশ্চরণ কার্য্যে প্রশস্ত । পুরশ্চরণকর্তার চন্দ্রতারা শুদ্ধ দেখিয়া শুক্রপক্ষে যে কোন দিন শুভ থাকে ঐ দিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিবে । হরিশয়নে পুরশ্চরণ করিবে না । চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ-কালে এবং মহাতীর্থে কালাকাল বিচার করিতে হয় না । পুরশ্চরণ আরম্ভ হইলে যদি মৃত্যুশৌচ কিম্বা জাতকশৌচ হয়, তাহাতে পুরশ্চরণ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে না ।

ভক্ষ্যাদিনিয়ম—পুরশ্চরণ-কর্তা ভক্ষ্যভক্ষ্য অবশ্য বিবেচনা করিবে, কারণ ভক্ষ্যদোষে সিদ্ধির হানি হইয়া থাকে । পুরশ্চরণকালে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ভোজন করা যাইতে পারে, তাহা এ স্থলে কথিত হইতেছে । হৈমন্তিক ধান্য, উড়ী-ধান্য, মুগ, তিল, কান কলাই, কাকীদানা, বেতোশাক, হিংচা, সৈন্ধব, ঘৃত, গব্যচূর্ণ, দধি, ইক্ষুচিনি, তিল, শ্বেতমুগ,

পুরশ্চরণকালঃ চন্দ্রতারারূপে চ শুক্রপক্ষে শুভেহনি । আরভেত পুরশ্চরণ্যং হরৌ স্পৃশ্তে ন চাচরেন্ । গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধায়েৎ । চার্ত্তিকশ্বিনবৈশাখমাঘেহথ মার্গশীর্ষকে । ফাল্গুনে শ্রাবণে দীক্ষা পুরশ্চরণ্য প্রশস্ততে । অন্ত্যস্তি অন্ত্যোদয়ে দীক্ষাপুরশ্চরণয়োনিষেধমাত্ । পুরশ্চরণ-কালে তু যদি স্ম্যাত্মত্মকং ।--তথাপি কৃতমঙ্করো তত্র নৈব পরিতাজেৎ ॥

পুরশ্চরণে ভক্ষ্যাদিনিয়মঃ । পুরশ্চরণকৃত্যতী ভক্ষ্যভক্ষ্যং বিভাবয়েৎ । অথবা ভোজনান্দোষাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজাযতে । শস্তানঞ্চ সমগ্রীয়ামস্ । সন্ধিসমীহয়া । তস্মান্নিত্যং প্রায়শ্চেন শস্তানানী ভবেন্নরঃ ।--দধি ক্ষীরং ঘৃতং বাঃ ঐক্ষৎ ওড়বর্জিতং । শিলান্শৈব সিতান্দনাঃ কন্দঃ কেম্ববর্জিতং ।

কেম্বক ভিন্ন মূল, নারিকেল, কদলী, নোনাকল, আত্র, আম-
লকী, কাঁঠাল, হরীতকী, তিস্তিড়ী, নারঙ্গা ও কমলালেবু,
পিপুল, জীরক, লকুচ (নোয়াইল) নালিকা ও কুহুস্ত শাক
এই সকল দ্রব্যকে মুনিগণ হবিষ্যাম্ব বলেন ।

অভক্ষ্যদ্রব্য—মধু, লবণ, তৈল, তাম্বুল, ক্ষারদ্রব্য, মৎস্য
মাংসাদি, মাষকলাই, মসুর, রসুন, চনকাদি, বাসি ও কাঁট-
দূষিত অন্ন, অনিবেদিত অন্ন ভোজন, এবং যে সমস্ত দ্রব্য
দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়, কাংশপাত্রে ভোজন, এবং
দিবসে ভোজন, এই সকল যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে ।
পুরশ্চরণকালে পরাম্ভ ভোজন করিবে না । জিহ্বা দন্ধা
পরামেন করৌ দন্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ । পরজীযু মনোদন্ধঃ
কথং সিদ্ধির্কিরাননে । কারণ পরাম্ভে জিহ্বা, প্রতিগ্রহে হস্ত,
পরজীতে মন দন্ধ হয়, অতএব কিরূপে সিদ্ধি হইতে পারে ।

নারিকেলফলকৈব কদলী লবণী তথা । আমমামলককৈব পনসঞ্চ হরীতকী ।
ব্রতান্ত্রে প্রশস্তঞ্চ হবিষ্যঃ মন্ত্রে বৃধেঃ । ব্রতান্তর ইতি । হৈমন্তিকঃ
সিহাস্মিন্নং ধান্যং মুলাস্তিলং যবাঃ । কলায়কঙ্কনীবারা বাস্তূকং হিল-
মেচিকা । ষষ্ঠিকাকোলশাকঞ্চ মূলকং কেনুকেতরং । লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে
গব্যে চ দধিসর্পিষী । পয়োহনুচ্ছৃতসারঞ্চ পনসামহরীতকী । পিপ্পলী জীরক-
কৈব নাগরঞ্চকতিস্তিড়ী । কদলী লবণী ধাত্রী ফলান্তঙ্ভট্টমক্ষবঃ । অতৈল-
পকং মুনয়ো হবিষ্যাম্ব প্রচক্ষতে ।

অথবর্জ্যানি ।—বিবর্জ্যৈশ্বৰ্য্যক্ষারং লবণং তৈলমেব চ । তাম্বুলং কাংশ-
পাত্রঞ্চ দিব্যভোজনমেব চ । ক্ষারঞ্চ লবণং মাংসং গৃজনং কাংশভোজনং ।
মাষাঢ়কী মন্থরাংশ্চ কোদ্রবাংশ্চণকানপি । অন্নং পথ্যুযিতকৈব নিম্নেহং

ভিকালক বস্তুতে নিজের স্বত্ব জন্মায়, অতএব ইহা পরাম নয় ।

মৈথুন ও তদালাপ, ঋতুকাল ভিন্ন স্ত্রীকে স্পর্শ, গীত-বাদ্যাদি শ্রবণ, নৃত্যদর্শ, তৈলমর্দন, গন্ধদ্রব্যাদি গাত্রে লেপন, পুষ্পধারণ, উষ্ণজলে স্নান, অসত্যভাষণ, মনের কুটিলতা, এবং ইষ্টদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার অর্চনা এই সমস্ত করিবে না । পুরশ্চরণ-সময় একাকী নির্ভয়াস্ত্রংকরণে শুচি-বস্ত্র পরিধান করিয়া কুশ-শয্যাতে শয়ন করিবে । প্রতি-দিন শয্যা ধোত করিবে ।

যে দেবতার মন্ত্র যত সংখ্যা জপ করিলে ইহার পুরশ্চরণ হয় ও যে যে দ্রব্য দ্বারা হোম করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে । *

প্রথমোক্ত পুরশ্চরণ করিতে অশক্ত হইলে, অন্যপ্রকার পুরশ্চরণ করিবে ।

কীটদূষিতঃ । মৈথুনং তৎকথ্যলাপং তদগোষ্ঠীং পরিবর্জয়েৎ । ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্ত্রিয়ং নাতিসংস্পৃশেৎ । কোটীলাং ক্ষৌরমভাঙ্গমনিবেদিতভোজনং । অসঙ্কলিতকুতাঞ্চ বর্জয়েন্মর্দনাদিকং । শযীত কুশশয্যায়াং শুচিবস্ত্রধরঃ সদা । প্রত্যহং কালয়েৎ শয্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেৎ । অসত্যভাষণং বাচং কোটীলাংপরিবর্জয়েৎ । বর্জয়েদগীত-বাদ্যাদি-শ্রবণং নৃত্যদর্শনং । অভাঙ্গং গন্ধলেপঞ্চ পুষ্পধারণমেব চ । তাজ্জৈহৃষণাদকে স্নানমন্যদেব প্রপূজনং ॥

* দেবতার নাম । জপসংখ্যা । যে দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে
তাহার নাম ।

ভুবনেশ্বরী (হ্রী মন্ত্র) ৩০ লক্ষ

অশ্বখ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বট
বৃক্ষের সমিধ এবং তিল, শ্বেতসর্বপ,

অন্যপ্রকার পুরশ্চরণ।—উভয় পক্ষের অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী, ইহার কোন এক তিথিতে উদয়াস্ত জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়।

শরৎকালের চতুর্থী হইতে নবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে দেবীর পূজা করিয়া অন্ধকারালায়ে একাকী বসিয়া এক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। অষ্টমী ও নবমীতে উপবাসী থাকিতে হইবে।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী হইতে কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন একসহস্র জপ করিবে।

দেবীপক্ষের পূর্ব্ব কৃষ্ণচতুর্দশী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ ছয় সহস্র জপ করিবে এবং মহাষ্টমী ও মহানবমীর রাত্রিতে উপবাসী থাকিয়া দেবীর পূজা করত দশমীতে মৎস্য-মাংসাদি দ্বারা পারণ করিতে হইবে।

ভুবনেশ্বরী		পায়স, দ্রুত, ত্রিসাছ অর্গাৎ দ্রুত, মধু ও শর্করাসংযুক্ত।
(ঐ হ্রী, শ্রী মন্ত্র)	১০ লক্ষ	দ্রুত, মধু ও শর্করাসংযুক্ত পায়স।
ঐ (ঐ হ্রী ঐ)	১০ লক্ষ	দ্রুত মধু ও শর্করাসংযুক্ত লক্ষ পলাশ পুষ্প।
ঐ (আঁ হ্রী ক্রোঁ)	১০ লক্ষ	দধি, মধু, ও দ্রুতযুক্ত অশ্বপা বস্ত্র-ডুমুর বা পাকুড়ের সমিধ।
অন্নপর্ণা	১৬ সহস্র	দ্রুতযুক্ত অন্ন।
দুর্গা	৮ লক্ষ	মধুমিশ্রিত তিল বা ডগ্ধ।
মহিষমর্দিনী	৮ লক্ষ	তিল।
ঈশ্বরী	৫ লক্ষ	দ্রুত।
বাগীশ্বরী	১০ লক্ষ	ডগ্ধ, তিল ও মধুযুক্ত শ্বেতপত্র।

চতুর্দশী হইতে পূনর্ব্বার চতুর্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক-সহস্র জপ করিবে ।

যে কোন দিন সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগত জপ করিলে, পুরশ্চরণ হয় ।

ঐ সমস্ত পুরশ্চরণে হোমাদি করিতে হয় না, কেবল জপমাত্রে মন্ত্ৰসিদ্ধ হয় ।

ঋতু পুরশ্চরণ ।—বসন্ত ঋতুতে পূর্বাহ্নে, গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নে, বর্ষাতে অপরাহ্নে, শরতে সায়ংকালে, হেমন্তে অর্দ্ধরাত্রে এবং শিশিরে শেষরাত্রে জপ করিবে । অর্থাৎ চৈত্র, বৈশাখমাসে সূর্য্যোদয় হইতে দশ দণ্ড কাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন জপ করিবে । এইরূপ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে পূর্বাহ্নের পর দশ দণ্ড, শ্রাবণ ভাদ্রে মধ্যাহ্নের পর দশ দণ্ড, আশ্বিন,

লক্ষ্মী	১২ লক্ষ	দ্রুত, মধু ৩ শর্করায়ুক্ত ১২ সহস্র পণা বা তিল ।
মঙ্গা	৮ লক্ষ	দুগ্ধমিশ্রিত মজ্জাডুমর বট অথবা, অশ্বপের সূক্ষ্ম ।
বিষ্ণু	১৬ লক্ষ	দ্রুত মধু ৬ শর্করায়ুক্ত পণা ।
শ্রীরাম	৪ লক্ষ	বিষপুষ্প ।
শ্রীকৃষ্ণ	১০ লক্ষ	দ্রুত, মধু ৬ শর্করায়ুক্ত রক্তপণা ।
বালগোপাল	৪ লক্ষ	ঐ ঐ ঐ ঐ অথবা বিধফল ।
গণেশ	৪ লক্ষ	মোদক, চিপটক, খৈ, ছাতু ইক্ষু-পর্ক, নারিকেল, তিল ও সুপক্ক কদলী ।
শিব	১৬ লক্ষ	দ্রুতমন্ত্রিত পায়সাত ।

কার্তিকে অপরাহ্নের পর দশ দণ্ড, অগ্রহায়ণ পৌর্ণমী অর্ধরাত্রে দশ দণ্ড এবং মাঘ কাল্যানে শেষ দশ দণ্ড রাত্রে মন্ত্র জপ করিবে । এইরূপ এক বৎসর কাল মন্ত্র জপ করিলে, ঋতু পুরশ্চরণ হয় । অথবা বড় ঋতুর যে কোন একটি ঋতুতে পূর্বোক্ত বিধানে জপ করিলে, ঋতু পুরশ্চরণ হয় ।

বার পুরশ্চরণ ।—রবিবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত দ্বাদশ সহস্র জপ করিলে বারপুরশ্চরণ হয় ।

নৃসিংহ	৮ লক্ষ	স্বত ।
কালি	১ লক্ষ	ঐ
জগদ্ধাত্রী	১২ লক্ষ	ঐ
তারি	১ লক্ষ	স্বতন্ত্র বিদ্য বা মিছরী ।

সঙ্কল্প ।—ঋতু পুরশ্চরণাদি করিতে হইলে, যে যে রূপ সঙ্কল্প করিতে হয়, তাহা লিখিতেছি ।

বারপুরশ্চরণ সঙ্কল্প ।—বিষ্ণুরোম তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারভা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশম্মা অমুকদেবতায় অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামঃ রবিবারাদিসর্গ বারেবু অমুক দেবতায় অমুকমন্ত্রস্ত বারসংখ্যাসহস্রজপরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে । পরে শেষ দিনে কিম্বা তৎপরদিনে নিম্নোক্ত রূপ সঙ্কল্প করিয়া হোমাদি করিবে—

অদ্যেত্যাদি অমুক দেবতায় অমুক মন্ত্রস্ত রবিবারদ্যধিকরণ বারসংখ্যাসহস্র জপ তদ্রশাংশ হোম, তদ্রশাংশ তর্পণ তদ্রশাংশাভিষেক তদ্রশাংশ ব্রাহ্মণভোজন কর্ম্মান্তহং করিষ্যে । অনন্তর হোমাদি করিয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা দিবে । ইহাতে ও সঙ্কল্প করিতে হইবে যথা—অদ্যেত্যাদি কৃতিত-দ্রবিবারাদ্যধিকরণ বারসংখ্যাসহস্র জপ তদ্রশাংশ হোম তদ্রশাংশ তর্পণ তদ্রশাংশাভিষেক তদ্রশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজনরূপ পুরশ্চরণ কর্ম্মণঃ সাক্তার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং অমুক গোত্রায় শ্রী অমুক দেবশম্মণে গুরুর গুরবে ভূত্মমহং সম্প্রদদে । এইরূপ দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে ।

তিথি পুরশ্চরণ ।—কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত এবং শুক্লা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথি সংখ্যা ক্রমে তত সহস্র জপ করিবে । অর্থাৎ প্রতিপদে এক সহস্র, দ্বিতীয়াতে দুই সহস্র ইত্যাদি ক্রমে জপ সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে ।

মাস পুরশ্চরণ ।--বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে নিয়ম পূর্বক প্রত্যহ এক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে ।

তিথি পুৰশ্চরণ সঙ্কল্পে ঐরূপ সমস্তই বলিবে কেবল বারস্থানে তিথি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে ।

ঋতু পুৰশ্চরণ ।-অদোতাদি অনুকগোত্রঃ শ্রীঅনুকদেবশাস্ত্রা অনুকদেবতায়া অনুকমন্ত্র সিদ্ধিকামঃ সযোদযঃ সমারভা বসস্তান্তং যাবৎ অনুকদেবতায়া অনুকমন্ত্রস্তা জপকপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে ।

ষড়্ঋতুর কোন একটি ঋতুতে পুরশ্চরণ করিতে হইলে, ঐ ঋতুর নামোল্লেখ করিবে যথা-গ্রীষ্ম-ঋতুবা পকজপকপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে । আর আর সমস্তই ঐরূপ উল্লেখ করিবে । এই পুরশ্চরণে জপ সমাপ্ত হইলে, পূজা করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে । যথা-অদোতাদি অনুকদেবতায়া অনুকমন্ত্রস্তা বসস্ত-ঋতুবা পকজপকপপুরশ্চরণকস্ম্যং সাস্ততার্থং দক্ষিণামিদংমিত্যাदि ।

মাসপুৰশ্চরণ । অদোতাদি বৈশাখে কার্তিকে মাঘে বা মাসি অনুকে বাশিষ্টে ভাস্করে অনুকে পক্ষে অনুকতিথাবারমাভা অনুকগোত্রঃ শ্রীঅনুকদেবশাস্ত্রা অনুকদেবতায়া অনুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো অনুকসংক্রান্ত্যামারভা মেঘভূলামকরস্ত রবিং যাবৎ প্রত্যহমনুকদেবতায়া অনুকমন্ত্রসহস্রসংখ্যকজপমেবাদানন্তর তদ্রশাংশহোমতদ্রশাংশতর্পণতদ্রশাংশাভিষেকতদ্রশাংশত্রা ক্ষণভোজনরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে । এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একমাস হবিষ্যার ভোজন করিয়া থাকিবে । তৎপবে সৌর জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ বা ফাল্গুনের প্রথম দিনে হোমাদি করিয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা দিবে । যথা--অদোতাদি অনুকে মাসি অনুকরাশিষ্টে ভাস্করে অনুকপক্ষে অনুকতিথো অনুকগোত্রঃ শ্রীঅনুক-

রাশি পুরশ্চরণ ।—মেঘ, বুধ, শিথুন, কর্কট, রশ্চিক, ধনু ও কুন্তে দশ সহস্র, কন্যায় দ্বাদশ সহস্র, কুন্ত ও মীনে বিংশতি সহস্র, তুলাতে এক সহস্র এবং মকরে চল্লিশ সহস্র মন্ত্র প্রত্যহ জপ করিতে হইবে । নিয়ম পূর্বক দিবসে হবিষ্যন্ন ভোজন করিয়া রাত্রে শয্যাতে বসিয়া জপ করিবে ।

নক্ষত্র পুরশ্চরণ ।—অশ্বিনীতে এক সহস্র, ভরণী ও কৃতিকায় দ্বিসহস্র, রোহিণীতে এক সহস্র, মৃগশীর্ষায় পঞ্চ সহস্র, আর্দ্রায় ছয় সহস্র, পুনর্বসুতে এক সহস্র, পুষ্যায় সপ্ত সহস্র, অশ্লেষায় ছয় সহস্র, মঘায় দশ সহস্র, পূর্ব-ফল্গুনীতে একাদশ সহস্র, উত্তরফল্গুনীতে দ্বাদশ সহস্র, হস্তায় ত্রয়োদশ সহস্র, চিত্রা ও স্বাতিতে দ্বিসহস্র, বিশাখায় চারি সহস্র, অনুরাধায় কোন সংখ্যা নাই, সর্বদা জপ করিবে, জ্যেষ্ঠায় দ্বিসহস্র, মূল্যায় পঞ্চসহস্র, জ্যৈষ্ঠা, ধনিষ্ঠা ও শত-ভিষায় দ্বিসহস্র, এবং রেবতীতে চারিসহস্র জপ করিবে । এইরূপ নক্ষত্র পুরশ্চরণ করিতে হইলে, নিয়ম পূর্বক দিবসে হবিষ্যন্ন ভোজন করিয়া রাত্রে শয্যাতে বসিয়া জপ করিতে হয় ।

ব্যবাদিকরণে এবং বিষ্ণুস্তাদি যোগে এক সহস্র করিয়া জপ করিলে পুরশ্চরণ হয় ।

দেবতায় অমুকমন্ত্র ইয়ং সংখ্যাক জপতদশাংশং হোমতদশাংশং তপণতদশাংশং ভিনৈক তদশাংশং ব্রাহ্মণ ভোজনরূপ পুরশ্চরণকর্মাণং সাক্ষতঃ পুং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বহির্দৈবতং অমুকগোত্রায় ত্রীঅমুকদেবশাস্ত্রে গুরুবে তুভ্যমহং সম্পাদদে । এইরূপে গুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়া সাক্ষিত্ব এবং বণ করিবে ।

সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিলে, গায়ত্রী পুরশ্চরণ হয় ।

ঐ সমস্ত পুরশ্চরণে জপ সমাপ্ত হইলে, জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করিবে । কোন দিবস হোমাদি করিতে হয়, তাহা সঙ্কল্প প্রকরণ দেখ ।

বীর পুরশ্চরণ ।—ব্রাহ্মণ এক লক্ষ, ক্ষত্রিয় দ্বিলক্ষ, বৈশ্য তিন লক্ষ, এবং শূদ্র চারিলক্ষ জপ করিলে, পুরশ্চরণ হইয়া থাকে । ইহাতে হোমাদি করিতে হয় । নিয়ম পূর্বক দিবসে হবিষ্যন্ন ভোজন করিয়া রাত্রে শয্যাতে বসিয়া জপ করিবে ।

গ্রহণপুরশ্চরণ ।*—চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ সময় উপবাস পূর্বক সমুদ্র কিম্বা নদীর জলে স্নান করিয়া উহার নাভি প্রমাণ জলে অবস্থিত হইয়া গ্রাস হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিলে, পুরশ্চরণ হয় । নদীতে যদি কুন্তীরাতির ভয় থাকে, স্নান করিয়া পবিত্র স্থানে বসিয়া জপ করিবে । যে স্থানে নদী নাই, পবিত্র জলে স্নান করিয়া জপ করিবে ।

চন্দ্র সূর্য্যোপরাগে চ জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ । মন্ত্রস্ত পরমেশানি ন চ হোমাদিকঞ্চয়েৎ । কৃতে হোমাদিকে

* গ্রহণপুরশ্চরণে এইরূপ সঙ্কল্প করিতে হইবে, যথা;—ও অদ্যোত্যাদি রাতিগ্রাস্তে দিবাকরে নিশাকরে বা অনুকগোত্রঃ শ্রীঅনুকদেবশর্মা অনুকদেব-তথ্য অনুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদিমুক্তিপদ্যন্ত অনুকমন্ত্রজপরূপপুরশ্চরণ-মহং করিষ্যে ।

ভদ্রে তজ্জপং বিফলং ভবেৎ । অতএব গ্রহণপুৰুষচরণে
হোমাদি করিবে না ।

তান্ত্রিক মতে শিবশক্তির সঙ্গম সময়কে গ্রহণ বলে ।
গ্রহণ ত্রিবিধ যথা ;—অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ । শক্তির
ললাটস্থ নেত্রে অগ্নি, বামনেত্রে চন্দ্র ও দক্ষিণ নেত্রে সূর্য্য
সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন । মহাদেব ঐ সঙ্গম সময় শক্তির
বামনেত্রে চুম্বন করিলে চন্দ্রগ্রহণ, দক্ষিণ নেত্রে চুম্বন
করিলে সূর্য্যগ্রহণ, এবং ললাটস্থ নেত্রে চুম্বন করিলে অগ্নি-
গ্রহণ হইয়া থাকে । অগ্নিগ্রহণ মনুষ্যলোকে দৃষ্টি-
গোচর হয় না । বহু যেমন শিববীর্য্য, সেই মত রাহু
সাক্ষাৎ শিব । ঐ সময় সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় হইয়া থাকে, অত-
এব গ্রহণ দর্শন মাত্র জপ করা কর্তব্য এবং ইহাতে নিশ্চয়ই
সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় ।

অনেক প্রকার পুরুষচরণ কথিত হইল, ইহার যে কোন
একটি পুরুষচরণ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হয় ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে পঞ্চদশ পটল ।

গ্রহণেওর্কস্ চেন্দ্রোর্কস্ শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ । নদীয়াং সমুদ্রগামিণী-
নাভিমানোদকে স্থিতঃ । স্পর্শাদিমুক্তিপথাস্তং জপেন্নম্নম্নমনন্তধীঃ । যদি
নদীদি দধিতা নদী ভবতী তদা যৎকর্তব্যং তদাহ । অপি শুক্লোদকে
স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাতিতঃ । গ্রানাদিমুক্তি পথাস্তং জপেন্নম্ন মনন্তধীঃ ।
নদাভাবে ।- যদা পুণ্যোদকে স্নাত্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ । গ্রহণাদিবিমো-
ক্ষাস্তং জপেন্নম্নম্ন সমাতিতঃ ॥

দেবতার বীজ মন্ত্র ।

ভুবনেশ্বরীমন্ত্রাঃ । হ্রীং ॥ ১ ॥ ঐ হ্রীং শ্রীং ॥ ২ ॥ ঐ হ্রীং
 ঐ ॥ ৩ ॥ আং হ্রীং ক্রোং ॥ ৪ ॥ অন্নপূর্ণামন্ত্রাঃ । হ্রীং নমো
 ভগবতি মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ নমো ভগবতি
 মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ২ ॥ দুর্গামন্ত্রাঃ । ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ
 নমঃ ॥ মহিষমর্দিনীমন্ত্রাঃ । মহিষমর্দিনি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ
 মহিষমর্দিনি স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং মহিষমর্দিনি স্বাহা ॥ ৩ ॥ শ্রীং
 মহিষমর্দিনি স্বাহা ॥ ৪ ॥ জয়দুর্গামন্ত্রাঃ । ওঁ দুর্গে দুর্গে
 রক্ষণি স্বাহা ॥ ১ ॥ সরস্বতীমন্ত্রাঃ । বদ বদ বাঁধাদিনি স্বাহা
 ॥ ১ ॥ লক্ষ্মীমন্ত্রাঃ । শ্রীং ॥ ১ ॥ ঐ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ॥ ২ ॥
 গণেশমন্ত্রাঃ । গং ॥ ১ ॥ সূর্য্যমন্ত্রাঃ । ওঁ রুগিঃ সূর্য্য আদিত্য
 ॥ ১ ॥ হ্রীং সঃ ॥ ২ ॥ হংসঃ ॥ ৩ ॥ বিষ্ণুমন্ত্রাঃ । ওঁ নমোঃ
 নারায়ণায় ॥ ১ ॥ শ্রীরামমন্ত্রাঃ । রাং রামায় নমঃ ॥ ১ ॥
 ক্লীং রামায় নমঃ ॥ ২ ॥ হ্রীং রামায় নমঃ ॥ ৩ ॥ ঐং রামায় নমঃ
 ॥ ৪ ॥ শ্রীং রামায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ রামায় নমঃ ॥ ৬ ॥ রাম
 ॥ ৭ ॥ ওঁ রাম ॥ ৮ ॥ হ্রীং রাম ॥ ৯ ॥ শ্রীং রাম ॥ ১০ ॥ ক্লীং
 রাম ॥ ১১ ॥ ঐং রাম ॥ ১২ ॥ রাং রাম ॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ ।
 গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ১ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজন-
 বল্লভায় স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা
 ॥ ৩ ॥ ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ ক্লীং
 ॥ ৫ ॥ ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ ॥ ৬ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায়
 স্বাহা ॥ ৭ ॥ বালগোপালমন্ত্রাঃ । কৃঃ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ ॥ ২ ॥ ক্লীং
 কৃষ্ণ ॥ ৩ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায়
 নমঃ ॥ ৬ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ৭ ॥ গোপালায় স্বাহা ॥ ৮ ॥

ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১০ ॥ ক্লীং
 কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১১ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং
 ॥ ১২ ॥ দধিভক্ষণায় স্বাহা ॥ ১৩ ॥ স্ত্রুপসম্নাত্মনে নমঃ ॥ ১৪ ॥
 ক্লীং শ্রৌং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ ॥ ১৫ ॥ বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা
 ॥ ১৬ ॥ ক্লীং ক্লীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ১৭ ॥ বালবপুষে ক্লীং
 কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৮ ॥ বাসুদেবমন্ত্রাঃ । ওঁ নমো ভগবতে
 বাসুদেবায় ॥ ১ ॥ শিবমন্ত্রাঃ ॥—হৌং ॥ ১ ॥ হ্রীং ওঁ নমঃ
 শিবায় হ্রীং ॥ ২ ॥ ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥ শ্যামা-
 মন্ত্রাঃ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে
 ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ১ ॥ ক্রীং ॥ ২ ॥
 ক্রীং ক্রীং ক্রীং ॥ ৩ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং
 দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ॥ ৪ ॥
 ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং
 ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ৫ ॥ হ্রীং হ্রীং হুং হুং
 ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং
 হ্রীং হ্রীং ॥ ৬ ॥ ক্রীং ক্রীং হুং ॥ ৭ ॥ ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা
 ॥ ৮ ॥ ক্রীং হুং হ্রীং ॥ ৯ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা ॥ ১০ ॥
 তারামন্ত্রাঃ । হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ॥ ১ ॥ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্
 স্বাহা ॥ ২ ॥ শ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ॥ ৩ ॥ ঐং হ্রীং স্ত্রীং হুং
 ফট্ ॥ ৪ ॥ হ্রীং স্ত্রীং শ্রীং হুং ফট্ ॥ ৫ ॥ জগদ্ধাত্রীদুর্গামন্ত্রাঃ
 দুং ॥ ১ ॥ হুং দুং স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং দুং ফট্ ॥ ৩ ॥ স্ত্রীং দুং
 স্বাহা ॥ ৪ ॥ শ্রীং দুং ফট্ ॥ ৫ ॥ ঐং দুং ফট্ ॥ ৬ ॥ ওঁ দুং
 ফট্ ॥ ৭ ॥ ক্লীং দুং ফট্ ॥ ৮ ॥ নৃসিংহ । ক্ষৌং ॥ ১ ॥ জয় জয়
 শ্রীনৃসিংহঃ ॥ ২ ॥ ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে ষোড়শ পটল ।

প্রাতঃ কৃত্য ।

রজনীর শেষে যখন অরুণোদয় হইবে তখন প্রাতোত্ত্থান করিয়া নারায়ণকে স্মরণ পূর্বক তৎসাময়িক মঙ্গলজনক বাঙ্ক্য সকল যাহা মহাদেব কহিয়াছেন, তাহা কীর্তন করিবে । যথা ;—ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপূরাস্তকারী ভানুঃ শনী ভূমিস্ততো বৃশ্চ । গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহু কেতুঃ কুর্কস্ত সর্বৈ মম স্প্রভাতঃ ॥ প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গা-
করদ্বয়ং । আপদস্তস্ত নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ বিষ্ণুর ষোড়শ নাম ।—ও ঔষধে চিত্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দনং । শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং । যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং । নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়মঙ্গলং । দুঃস্বপ্নেষু চ গোবিন্দং সংকটে মধুসূদনং । কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনং । গমনে বাগনঞ্চৈব সর্বকার্য্যেষু মাধবং । এতানি ষোড়শ নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ । সর্বপাপবিনিমূক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

তৎপরে রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে গুরুর ধ্যান করিবে । যথা ;—শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেত-
বর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং স্ববাসস্থিতহরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং ॥ অর্থাৎ মস্তকোপরি সহস্রদলপদো আসীন আছেন, তাহার শ্বেতবর্ণ, দুই হস্ত, এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয়, গলদেশে শ্বেত মাল্য, শরীরে শ্বেত চন্দনের অনুলেপন, স্বীয় প্রভায় দীপ্তি-
মান, স্ববাসস্থিত রক্তবর্ণ শক্তির সহিত বিদ্যমান আছেন ।

পরে গুরুকে মানসোপচারে পূজা, ঐ মন্ত্র মনে মনে জপ এবং প্রণাম করিয়া গুরুকে নমস্কারের মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনর্বার নমস্কার করিবে।—

অথগুণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং । তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ । অজ্ঞানতিমিরাস্কন্ড জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া । চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ অর্থাৎ 'সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আকার, যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, যিনি ব্রহ্মপদ দর্শন করান, সেই গুরুকে নমস্কার করি । অজ্ঞান অন্ধকারে, অন্ধজনের চক্ষু, যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা, উন্মীলিত করেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি ।

পরে ইন্দ্ৰদেবতাকে ধ্যান করিবে, এবং উদয়কালীন সূর্য্যের ণায় দীপ্তিমতী, তাঁহার দেহপ্রভায় নিজ শরীর পরিব্যাপ্ত এইরূপ চিন্তা করত, পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া ইন্দ্ৰদেবতার মন্ত্র জপ ও নমস্কার করিবে ।

তৎপরে পাঠ করিবে, যথা ;—লোকেশ চৈতন্যময়াধি-
দেব ত্রীকান্ত বিষ্ণোর্ভবদাজ্জয়েব । প্রাতঃ সমুথ্য তব
প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে । জানামি ধর্ম্মং ন চ মে
প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ । ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি
স্থিতেন যথা নিযুক্তো'স্মি তথা করোমি । অহং দেবো ন
চান্যো'স্মি ব্রহ্মৈবা'স্মি ন শোকভাক্ । সচ্চিদানন্দরূপো'হহং

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং স্মৃৎস্বাং মূলধারনিবাসিনীং । তামিষ্টদেবতারূপাং
সাক্ষিক্রিবলযাষিতাং । কোটিদৌদামিনীভাসাং স্রবভুলিপিবেষ্টিতাং । তামুখাং

নিত্যমুক্তস্বভাবান্ ॥ পরে, নমঃ প্রিয়দত্তায়ৈ ভূম্যৈ নমঃ, বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করত ভূমিতে অগ্রে বামপাদ ফেলিয়া, বহির্দেশে গমন করিবে ।

প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যোদেবীং ভক্তিতোহর্চয়েৎ ।
নিষ্ফলা তস্ম পূজা স্মাচ্ছোচহীনা যথা ক্রিয়া ॥ প্রাতঃকৃত্য না করিয়া যদি কেহ দেবতার অর্চনা করে, তাহা হইলে সেই অর্চনা শোচবিহীন ব্যক্তির ক্রিয়ার আয় বিফল হয়, অতএব প্রাতঃকৃত্য অবশ্য কর্তব্য ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে সপ্তদশ পটল ।

বিন্মূত্রোৎসর্গ, শৌচ ও দন্তধাবন ।

পূর্বোক্ত প্রকারে সমস্ত কৰ্ম্ম সমাপন পূর্বক গাত্রো-
স্থানান্তর প্রথমে মুখ প্রক্ষালন করিয়া বিষ্ঠা মুত্র পরিত্যাগ
করিবে । শীতল-উচ্ছ্বাসবর্জিত মৌনী ও সমাহিত হইয়া

মহাদেবীং প্রাণমস্ত্রেণ সাধকঃ । উদ্যদ্দিনকরদ্যোতাং যাবচ্ছাসং দৃঢ়াসনঃ ।
অশেষাশুভশাস্ত্যর্থং সমাহিতমনাঃ শিবং । তৎপ্রভাবপটলং ব্যাপ্তং শরীর-
মপি চিস্তয়েৎ ॥

অথ বিন্মূত্রোৎসর্গঃ । বিষ্ণুধর্ম্মোস্তরে । নিদ্রাং জহাদ্গৃহী রাম নিত্য-
মেবারুণোদয়ে । বেগোৎসর্গং ততঃ কৃত্বা দন্তধাবনপূর্বকং । অঙ্গিয়াঃ । উখায়
পশ্চিমে রাत्रে তত আচম্য চোদকং । অন্তর্দ্বায় তৃণৈর্ভূমিং শিরঃ প্রাবৃত্য
বাসসা । বাচং নিয়ম্য যত্নেন শীবনোচ্ছ্বাসবর্জিতঃ । কূর্ধ্যান্মূত্রপূরীষে ভু
ক্তৌ দেশে সমাহিতঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণং । ততঃ কল্যঃ সমুখায় কূর্ধ্যান্মৈত্রং
নরেশ্বর । নৈঋত্যাষিষ্যবিক্ষেপমভীত্যাভ্যধিকং ভূবঃ । ইষুপ্রক্ষেপযোগ্য-
দেশাশুভিঃ । তদ্দেশপরিমাণমাহ পিতামহঃ । মধ্যমেন ভূ চাপেন প্রাক্ষিপেত

বাসস্থান হইতে সান্নিধ্যত হস্তের বাহিরে শুচিদেশে ভূমির উপর তৃণ বিছাইয়া বস্ত্রাবৃত মস্তকে মূত্র মল ত্যাগ করিবে । সূর্য্য, জল, গো, ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে সম্মুখবর্তী করিয়া ও পাছুকা পায়ে দিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না । পথিমধ্যে যে মনুষ্য মূত্রাদি ত্যাগ করে, তাহার আয়ুক্ষয় হয় । দিবসে উত্তরাভিমুখে, রাত্ৰিতে পশ্চিমাভিমুখে এবং সন্ধ্যার সময় দক্ষিণাভিমুখে বসিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে । মল মূত্র ত্যাগ কালে গৃহী যজ্ঞোপবীতকে পৃষ্ঠদেশে হারের আয় কক্ষিৎ লম্বিত করিয়া রাখিবে, কিন্তু একবস্ত্রধারী দক্ষিণ-কর্ণে ধারণ করিবে ।

• শৌচ ।—বিচক্ষণ ব্যক্তির যথাবিধানে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া প্রথমে য়্তিকিশৌচ তৎপরে জলশৌচ করিবে । প্রথমতঃ লিঙ্গে একবার, গুহে তিনবার য়্তিকা লেপন করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিবে । পরে বামহস্তে দশবার

শরত্ৰয়ঃ । হস্তানাম্ শতে সান্নিধ্যং কৃৎবা বিচক্ষণঃ ॥ প্রতাদিত্যং প্রতিজলং প্রতিগাঞ্চ প্রতিদ্বিজং । মেহন্তি যে চ পথিষু তে ভবন্তি গতায়ুযঃ ॥ আপ-
স্তম্বঃ । ন চ সোপানংকো মূত্রপুরীষে কুৰ্য্যাদিত ॥ পুরীষমূত্রোৎসর্গঞ্চ
দিবা কুৰ্য্যাচ্ছদমুখঃ । পশ্চিমাভিমুখো রাত্রে সন্ধ্যায়াঃ দক্ষিণামুখঃ ॥ যমঃ ।
কৃৎবা যজ্ঞোপবীতস্ত পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতং । বিন্মুত্রে চ গৃহী কুৰ্য্যাদ্ যদ্বা কর্ণে
সমাহিতঃ ॥

কৃৎবা তু লোষ্ট্রশৌচঞ্চ জলশৌচং ততঃপরং । একা লিঙ্গে শুদে তিস্তস্তথা
বামকরে দশ । উভয়োঃ সপ্ত দাতব্য্যঃ পাদৌ যঠেন শুদ্ধ্যতি । কৃৎবা শৌচ-
মিদং বিপ্রো মুখং প্রক্ষালয়েৎ স্রবীঃ । আদৌ বোড়শগণ্ডৈষধ্মুখশুদ্ধিঃ
বিধায় চ । দস্তকাঠেন দস্তঞ্চ তৎপশ্চাৎ পরিমার্জয়েৎ ॥ একাং লিঙ্গে
মৃদং দদ্যাচ্চামহস্তে চতুষ্ঠয়ং । উভয়োহস্তয়োর্ধে তু মূত্রশৌচং প্রকীর্তিতং ।

এবং উভয় হস্তে সাতবার ও পদদ্বয়ে ছয়বার মৃত্তিকা দিয়া জলদ্বারা ধৌত করিবে। মৃত্তিকা শৌচ করিয়া মুখপ্রক্ষালন করিবে। প্রথমে ষোল গণ্ডুষ জলদ্বারা মুখশুদ্ধি করিয়া দস্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে।

মলত্যাগের পর যেমন শৌচ করিতে হয়, তদ্রূপ মূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচ করিবে। মূত্রশৌচে লিঙ্গে একবার, বামহস্তে চারিবার, এবং উভয় হস্তে ও পদদ্বয়ে দুইবার মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিবে। পরে দুইবার আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্বক শুদ্ধ হইবে। যে স্থানে শৌচ করিবে, সেই স্থান জলদ্বারা শোধন করিবে, নচেৎ দেহশুদ্ধি হইবে না। জলপাত্র হস্তে করিয়া মূত্র ত্যাগ করিবে না, করিলে পাত্রস্থিত জল মূত্রতুল্য হয়। মৈথুনের পর শুচি হইতে হইলে, মূত্রশৌচের দ্বিগুণ ব্যবস্থা। এবং মৈথুনের পর মূত্রত্যাগ করিলে, মূত্রশৌচের চতুগুণ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

দিবসে যে প্রকার শৌচ ব্যবস্থা আছে, রাত্রে তাহার অর্দ্ধেক করিবে। আতুরে তদর্দ্ধ এবং পথিমধ্যে তাহার অর্দ্ধেক করিলেই শুদ্ধি হইতে পারিবে। অনুপবীত ব্রাহ্মণ

পাদয়োর্ধে গৃহীত্বা চ স্প্রক্ষালিতপাণিমান্। দ্বিরাচম্য ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা
বিষ্ণুং সনাতনং। যস্মিন্ স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদ্বিশোধয়েৎ। ন
শুদ্ধিস্ত ভবেত্তস্ত মৃত্তিকায়ো ন শোধয়েৎ। করগৃহীতপাত্রেণ কৃৎবা মূত্র-
পূরীষকে। মূত্রতুল্যস্ত পানীয়ং পীত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ। মূত্রশৌচঞ্চ দ্বিগুণং
মৈথুনানন্তরং যদি। মৈথুনানন্তরে শৌচং মূত্রশৌচং চতুগুণং। যথোদিতঃ
দিবশৌচমর্দ্ধং রাত্রৌ বিধীয়তে। আতুরে তু তদর্দ্ধং শ্রাবদর্দ্ধস্ত পথি

ও শূদ্রে এবং জ্রীলোক, যে পরিমাণ যুক্তিকা লেপন করিলে দুর্গন্ধ যায়, সেই পরিমাণ যুক্তিকা লেপন করিয়া ধৌত করিবে। মলমূত্র ত্যাগ করিয়া শুচি হইতে অভিলাষ করিলে, যথোক্ত বিধানের ন্যূনাধিক করা কর্তব্য নহে। নিয়মের অতিক্রম করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

শ্রাদ্ধদিবসে, জন্মদিনে, বিবাহে, অজীর্ণসম্ভবে ত্রত ও উপবাস দিবসে কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে না। দন্তকাষ্ঠ অভাবে এবং ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ দিনে দ্বাদশ গণ্ডুষ জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলেই মুখশুদ্ধি হইবে। অনামিকা ও অঙ্গুলি ব্যতীত অন্য অঙ্গুলী দ্বারা এবং মধ্যাহ্নস্নানকালে কখন দন্তধাবন করিবে না। দন্তধাবন শেষ হইলে, পুনরায় ষোল গণ্ডুষ জলদ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। দেবতা সকল শুচি ব্যক্তিকে রক্ষা করেন। পিতৃগণ শুচি ব্যক্তির অনুগমন করেন। রাক্ষস ও দুষ্টাচারিগণ শুচি ব্যক্তি হইতে ভীত হয়। শৌচবিহীন ব্যক্তির স্নান, দান, তপস্যা, ত্যাগ,

স্বতঃ। নো যাবহুপনীয়েত দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাঙ্গনা। গন্ধলেপক্ষয়করং তেবাং শৌচং প্রকীৰ্ত্তিতং। ন্যূনাধিকং ন কর্তব্যং শৌচং শুদ্ধিমতীঙ্গতা। প্রায়শ্চিত্তং প্রযুক্তোত বিহিতাতিক্রমে কৃতে।

শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব বিবাহে অজীর্ণসম্ভবে। ত্রতে চৈবোপবাসে চ বর্জয়ে-
দন্তধাবনং। অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনে তথা। অপাং দ্বাদশ-
গণ্ডুষৈর্মুখশুদ্ধির্বিধীয়তে। তাত্ত্বা অনামিকাঙ্গুলৌ বর্জয়েদন্তধাবনং। মধ্যাহ্নে
স্নানকালে তু যঃ কুর্যাদন্তধাবনং। নিরাশাস্তস্ত গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ
সহ। পুনঃ ষোড়শগণ্ডুষৈর্মুখশুদ্ধিং সমাচরেৎ। শুচিং দেবা হি রক্ষন্তি
পিতরঃ শুচিমন্নিয়ুঃ। শুচেবিত্যতি রক্ষাসি যে চাত্তে দুষ্টাচারিণঃ। স্নানং

মন্ত্রজপ, কৰ্ম, বিধি, নিয়ম, মঙ্গলাচার সমস্তই নিষ্ফল হয় ।
অতএব যত্নপূর্বক যথাবিধানে শুচি থাকা কর্তব্য ।

তৎপরে পবিত্র বসন ও উত্তরীয় ধারণপূর্বক পাদ-
প্রক্ষালন করিবে । পাদপ্রক্ষালন—দৈবকার্য্যে পূর্ব কিম্বা
উত্তরমুখ, পিতৃকার্য্যে দক্ষিণমুখ, এবং অন্যান্য কার্য্যে পশ্চিম
মুখ হইয়া পদদ্বয় ধৌত করিবে । প্রথমে বামপাদ ধৌত,
পরে দক্ষিণপাদ ধৌত করিবে । এইরূপ পাদ ধৌত করিয়া
ব্রাহ্মণ গায়ত্রী দ্বারা এবং শূদ্র এই মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিবে,
মন্ত্র যথা;—ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ । বিষ্ণোর্নাম
সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং । গচ্ছন্ত সকলা দেবা ব্রহ্ম-
বিষ্ণুমহেশ্বরাঃ । তিষ্ঠন্তুব্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখায়ুক্তং করো-
ম্যহং ॥ পরে প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে । প্রাতঃসন্ধ্যা করিবার
পূর্বে সংক্ষেপে প্রাতঃস্নান করা কর্তব্য । যিনি রোগাদি
জন্ম অশক্ত হইবেন, তিনি অশিরস্ক স্নান কিম্বা আর্দ্রবস্ত্র

দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম্মবিধিক্রিয়া । মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচব্রষ্টস্ত
নিফলাঃ ।

কুড়া শৌচং শুচিক্রিপ্ৰো ধূত্বা ধৌতে চ বাসসী । প্রক্ষাল্য পাদমাচম্য
প্রাতঃসন্ধ্যাং সমাচরেৎ । প্রথমং প্রোঙ্কুঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ শনৈঃ ।
উদম্বুখে বা দৈবতো পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ । সব্যং পাদং প্রক্ষাল্য দক্ষিণং
প্রক্ষালয়তীতিপারস্করঃ । কুড়াথ শৌচং প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ মুচ্ছতৈঃ ।
নিবন্ধশিখা আসীনো দ্বিজ আচমনকরেৎ । গায়ত্র্যা তু শিখাং বন্ধ্বা নৈঋত্যাং
ব্রহ্ময়জুতঃ । ঝুটিকাঞ্চ ততো বন্ধ্বা ততঃ কৰ্ম্ম সমাচরেৎ । প্রাতঃস্নানং
ততঃ কুড়া সংক্ষেপেণ যথোদিতং । সন্ধ্যাঞ্চাপি তথা কুর্ধ্যাৎ নিত্যনৈমিত্তিকে
তথা । আতুরাণাস্ত । অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ চ কন্দিপাং ।

দ্বারা দেহমার্জ্জন করিবেন । স্নানের বিশেষ বিবরণ, স্নান প্রকরণ দেখ ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে অষ্টাদশ পটল ।

সঙ্ক্যাবিধান ।*

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিব তত্ত্বায় স্বাহা, বলিয়া তিনবার আচমনণ করিবে । পরে ৬ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু । অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধুকাবেরী তোমরা সকলে এই জলে অধিষ্ঠান কর, ইহা বলিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে । পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়

আর্দ্রণ বাসসা বাপি মার্জ্জনঃ দৈহিকং বিহুঃ । তদশক্তাবার্ক্যবাসসা গাত্র মার্জ্জনঃ কুর্ধ্যাৎ । তদনন্তরং সঙ্ক্যাং কুর্ধ্যাৎ ।

* দিবারাত্রির সন্ধি সঙ্ক্যাধারের মুখ্যকাল ॥ প্রাতঃসঙ্ক্যার কাল প্রথঃ দুই দণ্ড । মধ্যাহ্নসঙ্ক্যার কাল অষ্টম মুহূর্ত্ত এবং সায়াংসঙ্ক্যার কাল সূর্য অর্দ্ধান্ত হইতে দুই দণ্ডকাল ॥ প্রাতঃসঙ্ক্যা অতি প্রত্যাষে অর্থাৎ নক্ষত্র থাকিতে আরম্ভ করিবে ॥ সায়াংসঙ্ক্যা সূর্য অর্দ্ধান্ত হইলে আরম্ভ করিবে এবং মধ্যাহ্নকালে মধ্যাহ্নসঙ্ক্যা করিবে ॥ পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রাতঃসঙ্ক্যা উত্তরমুখ হইয়া মধ্যাহ্নসঙ্ক্যা এবং বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া সায়াংসঙ্ক্যা করিবে ॥

† আচমন ।—উত্তর অথবা পূর্ব্বমুখে বসিয়া জাহ্নব মধ্যে করদ্বয় করিয় দ্বিজ ব্রাহ্মতীর্থ এবং জ্বী-শূত্র দেবতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে ॥ বৃদ্ধাজুলী মূলে ব্রাহ্মতীর্থ সমস্ত অঙ্গুলী অগ্রে দেবতীর্থ কনিষ্ঠাজুলী মূলে প্রজাপতি তীর্থ তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাজুলীর মধ্যে পিতৃতীর্থ ॥ ফেণা বুব্দরহিত আচমনোথ জপ

ঐ জল হইতে তিনবার জলবিন্দু কুশ অথবা অঙ্গুলী দ্বারা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, সাতবার নিজ মস্তকে দিবে । পরে ষড়ঙ্গাঙ্গাস ও করঙ্গাঙ্গাস করিয়া, বামহস্তে কিছু জল লইয়া, দক্ষিণহস্ত দ্বারা, তাহা আচ্ছাদন করিয়া, হং যং বং লং রং মন্ত্ৰ অর্থাৎ ঈশান, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও বহ্নি এই পাঁচ দেবতার বীজমন্ত্ৰ তিনবার জপ করিয়া মূলমন্ত্ৰ উচ্চারণ করত, বামহস্ত স্থিত ঐ জল হইতে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনির মধ্য দিয়া গলিত জলবিন্দু তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা, সাতবার মস্তকে ছিটা দিবে, এবং অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে আনিয়া, তেজোরূপ ধ্যান করত, ঐ জল বাম নাসাদ্বারা আকর্ষণ করিয়া দেহস্থ পাপ সকল ধৌত পূর্বক সেই জলকে, পাপ পুরুষ রূপ (ইহার আকার অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, রক্তবর্ণ শ্মশ্রু ও রক্তবর্ণ নয়ন, খড়্গচর্মাধারী ও ক্রোধনস্বভাব, ইহার অবস্থান অধোমুখে বাম কুক্ষিতে ।) চিন্তা করিবে । পরে দক্ষিণ নাসাদ্বারা রেচন করত কল্লিত বজ্রশিলার উপর ফট্ মন্ত্রে পাপ পুরুষ রূপ সেই জল ফেলিয়া দিবে । তাহার পর হস্ত ধৌত করিয়া পুনর্বার আচমন পূর্বক ওঁ ষ্ণি ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্যায় নমঃ এই মন্ত্রে সূর্যকে জল দ্বারা অর্ঘ্য দিবে । পরে ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া, গায়ত্রী

ব্রাহ্মণের জদগত কত্রিয়ের কঠগত বৈশ্যের ভানুগত এবং দ্বী-শূত্রের ওষ্ঠ-প্রান্তগত হইলে আচমন সিদ্ধ হইবে । গোকর্ণের ত্রায় হস্ত করিয়া ইহার দ্বারা দ্বিজ জল গ্রহণ পূর্বক অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাকে মোচন করিয়া তিনবার জলপান করিবে । এমন পরিমাণ জল লইবে, বাহাতে একটীকলাই মগ্ন হয় । এইরূপ

দ্বারা দেবতার উদ্দেশে তিন বার জল দান পুরঃসর দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। এই রূপ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনবার সন্ধ্যা করিবে। যদি কেহ অশক্ত হয়, সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবে, অর্থাৎ দেবতাকে ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্র জপ করিবে।

* গায়ত্রীর ধ্যান। প্রাতঃসন্ধ্যায়। উদ্যাদিত্যসঙ্কশাং পুস্তকাককরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ত্র্যাক্ষীং ধ্যায়েত্তারকিতেহম্বরে। (উদয়কালীন সূর্যের আয় বর্ণ, পুস্তক ও জপ মালা ধারণ পূর্বক কৃষ্ণবর্ণ চর্খ পরিধান করিয়া আছেন) মধ্যাহ্নে শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রলসংকরাং। গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্যাসনকৃতাশ্রয়াং ॥ (শ্যামবর্ণা চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ পূর্বক সূর্য্যমণ্ডলের উপর বিরাজ করিতেছেন)। সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং ব্রহ্মাসনকৃতাশ্রয়াং।

জল তিনবার পান করিবে। যে পাত্রের জলে পদ ধৌত করিবে, সেই পাত্রের অবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিবে না। যদি কখন আবশ্যক হয় তবে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল ফেলিয়া আচমন করিবে। কাঁশা লৌহ রাং লীশ, ও পিত্তল পাত্রে আচমন করিবে না।

* যাহা গান করিলে গায়কের উদ্ধার হয়, তাহাকে গায়ত্রী কহে মহাপাতকযুক্তোহপি প্রজপেদশধা যদি। সত্যং সত্যং মহাদেবি যুক্তোভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ গায়ত্রী দশবার জপ করিলে, মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিও মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে। পৃথক পৃথক দেবতার পৃথক পৃথক গায়ত্রী। তাত্ত্বিক গায়ত্রীতে ঈশ-শূক্তের অধিকার আছে। অন্নদাকর্মে। মোচনী সর্বপাপানাঃ শোষণী সকলাপদাং। দারিদ্র্যদমনী নিত্যং সুখমোক্ষপ্রদায়িনী। দ্বয়জপ

ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং । সূর্য্য-
মণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যাসেৎ ॥ (তিনি গায়ত্রীরূপা
শ্বেতবর্ণা শ্বেতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে ব্রহ্মের
উপরি বিরাজ করিতেছেন । তিনি বরদা, ত্রিনেত্রা এবং
হস্তে বর পাশ শূল ও নরকপাল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন)
এইরূপ তিন সঙ্ক্যাতে পৃথক পৃথক ধ্যান করিবে । তৎপরে
যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে । সঙ্ক্যা না করিলে দীক্ষার
ফল লাভ হয় না । অতএব সঙ্ক্যা অবশ্য করিবে । যথা
সময়ে সঙ্ক্যা না করিলে সঙ্ক্যা পতিত হয়, সঙ্ক্যা পতিত
হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পুনরায় সঙ্ক্যা করিবে ॥

দেবতার গায়ত্রী ।

বিষ্ণু । ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্বাহে কামদেবায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।

নারায়ণ । নারায়ণায় বিদ্বাহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো
বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।

গায়ত্র্যাঃ পাপং দিনকৃতং হরেৎ । দশধা প্রজপাসৃণাং দিব্যাত্তৌঘমেব চ ॥
শতধা চ জপাচ্চৈবং পাপং মাসার্দ্ধং তং পরং । সহস্রধা জপাচ্চৈবং কলুষং বৎস-
সার্দ্ধং । লক্ষজন্মকৃতং পাপং শতলক্ষে বিনশ্যতি ॥ সর্বপাপধ্বংসিনী
ও সকলবিপদবিনাশিনী এবং স্ত্রুত ও মুক্তিদায়িনী গায়ত্রী দেবীকে একবার
মাত্র জপ করিলে, একদিনের পাপক্ষয় হয়, দশবার জপ করিলে, এক দিবা
রাত্রির, শতবার জপে একমাসের, সহস্র বার জপে একবৎসরের, লক্ষবার জপে
এক জন্মের, দশলক্ষ জপে তিন জন্মের এবং শতলক্ষজপে সকল জন্মের পাপ
ধ্বংস হয় ॥ প্রাতঃকালে সপক্ষণাকার উত্তানকরণ, মধ্যাহ্নে তিষ্যাকরণ ও
মায়াহ্নে অধোমুখকরণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে ।

গোপাল । কৃষ্ণায় বিদ্যাহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো
বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।

রাম । দাশরথায় বিদ্যাহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো
রামঃ প্রচোদয়াৎ ।

নৃসিংহ । বজ্রনথায় বিদ্যাহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো
নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ ।

শিব । তৎপুরুষায় বিদ্যাহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো
রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ।

গণেশ । তৎপুরুষায় বিদ্যাহে বক্তৃতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো
দন্তী প্রচোদয়াৎ ।

সূর্য । আদিত্যায় বিদ্যাহে মার্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্যঃ
প্রচোদয়াৎ ।

শক্তি । সৰ্বসংলোহিন্যৈ বিদ্যাহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি
তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ।

দুর্গা । মহাদেব্যৈ বিদ্যাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী
প্রচোদয়াৎ ।

জয়দুর্গা । নারায়ণ্যৈ বিদ্যাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো
গৌরী প্রচোদয়াৎ ।

লক্ষ্মী । মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্যাহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ
শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ ।

সরস্বতী । বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্যাহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো
দেবী প্রচোদয়াৎ ।

কালী । কালিকায়ৈ বিদ্যাহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি
তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ ।

তার। তারায়ৈ বিদ্যাহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্মো দেবী
প্রচোদয়াৎ ।

জগদ্ধাত্রী । দুর্গায়ৈ বিদ্যাহে চিৎস্বরূপায়ৈ ধীমহি তন্মো
দেবী প্রচোদয়াৎ ।

ভুবনেশ্বরী । নারায়ণ্যৈ বিদ্যাহে ভুবনেশ্বর্যৈ ধীমহি
তন্মো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

মহিষমর্দিনী । মহিষমর্দিন্যৈ বিদ্যাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি
তন্মো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

অম্বপূর্ণা । ভগবতৈ্যৈ বিদ্যাহে মহেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্মো-
হম্বপূর্ণৈ প্রচোদয়াৎ ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয়কল্পে ঊনবিংশ পটল ।

গায়ত্রীর অর্থ—আমরা (যে দেবতার গায়ত্রী সেই দেবতা) তাহাকে
অবগত হইবার জন্ত তাঁহার ধ্যান করি, সেই দেবতা আমাদেরকে তাহাতেই
বিনিযুক্ত করুন ॥

স্নান প্রকরণ ।

স্নান না করিয়া জপ পূজাদি করিবে না । স্নান ব্যতীত
দেহের ও মনের নির্মলতা অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি হয় না । স্নান
সপ্ত প্রকার যথা,—মাস্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য,
বারুণ ও মানস স্নান । আপোহিক্তা ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা

পুষ্করিণী বা দিঘিতে স্নান করিতে হইলে, উহা হইতে পাঁচটি মূৎপিণ্ড
উত্তোলন পূর্বক নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিবে । তাহা না করিয়া স্নান
করিলে, স্নান বৃথা হয় এবং যাহার জলাশয় তাহার পাপে লিপ্ত হইতে হয় ॥

স্নানকে স্নাত্ত স্নান কহে, পবিত্রে মৃত্তিকা দ্বারা দেহ মার্জ্জন বা তিলক ধারণ রূপ স্নান ভৌমস্নান, ভস্ম দ্বারা স্নান, আগ্নেয়, গোরজ দ্বারা স্নান, বায়ব্য, আতব বর্ষণ দ্বারা স্নান, দিক্য, মন্ত্রশূন্য অবগাহন স্নান, বারুণ, বিষ্ণুচিন্তন মানস স্নান। শরীর অশক্ত হইলে অশিরস্ক স্নান কিম্বা আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা দেহ মার্জ্জন অথবা ঐ সম্ভাব্য স্নানের যে কোন প্রকার স্নান করিয়া শুচি হইবে। শক্ত অর্থাৎ আরোগী ব্যক্তি নদ্যাদি গমনপূর্বক প্রথমে মল নিরাকরণ জন্য স্নান করিয়া নাভি প্রমাণ জলে অবস্থিতি কারয়া আবাঁহয়ানি স্থাং দেবি স্নানার্থমিহ হৃন্দরি। এহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সর্বতীর্থসমন্বিতা, বলিয়া সঙ্কল্প পূর্বক স্নান করিবে। যথা,—বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রেঃ শ্রীঅমুকদেবশাস্ত্রা অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নান-মংহং করিষ্যে। তৎপরে ষড়ঙ্গচ্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া, গঙ্গে চ যমুনে চৈব, ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাঁহন করিয়া বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া জল অমৃতীকরণ এবং কবচমুদ্রায় অবগুণ্ঠন করিবে। পরে ফট্ বলিয়া সংরক্ষণ পূর্বক দশ-বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে সূর্যাভিমুখে বার অঞ্জলি জল ফেলিয়া ইষ্টদেবের চরণনিঃসৃত জল মধ্যে তিনবার

নদ্যাদিতে স্নান করিতে যাইলে নদী বলিয়া প্রয়োগ করিবে না। গঙ্গাদি নাম উল্লেখ করিবে ॥ নদীলক্ষণঃ। ধনুঃসহস্রাণ্যার্তৌ চ গতির্ধাসাঃ ন বিদাতে। ন তা নদীশব্দবহা গর্ত্তাস্তাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ। অষ্টকোশ যাহার গতি নয়, তাহাকে নদী বলা যায় না। উহার গর্ত্ত নামে অভিহিত। গঙ্গাতে স্নান করিতে হইলে গঙ্গাদেবীর ধ্যান ও পূজা করা কর্তব্য। ধ্যান

নিমগ্ন হইয়া দেবতার ধ্যান করত যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে । পরে কলসমুদ্রায়, তিনবার আপন মস্তকে অভিষেক করিবে । অভিষেকমন্ত্র যথা,—মূলমন্ত্রের অন্তে, নমঃ বলিয়া, অমুকদেবতামহমভিষিক্যামি । তৎপরে তর্পণ,—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ, ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ, পিতৃংস্তর্পয়ামি নমঃ, গুরুং, পরমগুরুং, পরাপরগুরুং, পরমেষ্টীগুরুং, প্রত্যেকের পর তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া উল্লেখ করিবে । পরে ইষ্ট দেবের তর্পণ করিবে । যথা,—মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অমুকদেবতাং কিস্বা দেবীং তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে । পরে সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া গায়ত্রীর জপ ও ধ্যান করিবে, তৎপরে সূর্য্যমণ্ডলে, দেবতার রূপ ভাবনা করত মূলমন্ত্র জপ করিয়া সংহারমুদ্রায়, নিজ হৃদয়ে দেবতাকে স্থাপন করত তীর্থ নমস্কার করিয়া গমন করিবে ।

তিলকধারণ,—স্নাত্বা স্নাত্বা মহাপূতঃ কুর্য্যাত্তু তিলকং বুধঃ । বাহ্যোর্মূলে ললাটে চ কণ্ঠদেশে চ বক্ষসি । স্নানং দানং তপো হোমং দৈবঞ্চ পিতৃকৰ্ম্মস্ব । তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি ললাটে তিলকং বিনা ।

—শুদ্ধফটিকসঙ্কাশাং গুরুশ্বরবিভূষিতাং । সদা বোড়শবর্ষীয়াং ব্রহ্মাদি-পরিষেবিতাং ॥ ধ্যান করিয়া হ্রীং গঙ্গায়ৈ হ্রীং এই মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করত জলধারা পূজা করিবে । তাহা হইলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয় ॥ যা গঙ্গা মহতী মায়া কুণ্ডলী পরকুণ্ডলী । সা গঙ্গা পরমেশানি ব্রহ্মাণ্ডং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি । নানা নদনদীরূপা সর্ব্বং ব্যাপ্য হি তিষ্ঠতি ॥ গঙ্গাদেবী নানা নদনদীরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন । যত্র ক্ষেত্রে নদী দেবী আয়ামে যোজনাত্ প্রস্থে । সা গঙ্গা চ কলাপাঙ্গি কিঞ্চিন্নাস্তত্র সংশয়ঃ । ন হি গঙ্গাসমং পুণ্যং মম জ্ঞানে

জ্ঞানের পর বাহুদয় মূলে, ললাটে, কণ্ঠে এবং বক্ষঃস্থলে তিলক ধারণ করিবে। তিলক ধারণ না করিয়া দৈব ও পিতৃকার্যাদি করিলে কোন ফলোদয় হয় না। জলে অবস্থিত হইয়া দৈবকার্য্য করিলে জল দ্বারা তিলক করিবে। যুক্তিকা ও চন্দনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্র ও শূদ্র বর্ত্তুলাকার তিলক করিবেন।

তর্পণ—মাস্তিক্যভাবাদ্যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ স্তুতঃ। পিবন্তি দেহনিস্রাবং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ। নিস্রাবং রুধিরম্।

• যে তর্পণ না করে; পিতৃগণ তাহার রুধির পান করেন। জলে তর্পণ করিতে হইলে, জল হইতে প্রাদেশ প্রমাণ জল উদ্ধৃত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে এবং স্থলে উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করিতে হইলে, পাত্র হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া পবিত্র পাত্রান্তরে নিক্ষেপ করিবে। ভূমিতে ক্ষেপণ করিতে হইলে কুশরহিত স্থানে ত্যাগ করিবে না। স্থলে তর্পণ করিতে হইলে, প্রাগগ্রকুশে দেবগণের ও দক্ষিণাগ্রকুশে পিতৃগণের তর্পণ করিবে ॥

হি বিদ্যাতে ॥ যে নদীর বিস্তার এক যোজন তাহাকেই গঙ্গা বলা যায়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গঙ্গার ভূল্য পুণ্যক্ষেত্র আর নাই ॥ যোগিনী তন্ত্রে—মাহাত্ম্যং কিনু বক্ষ্যামি গঙ্গায়াশ্চ সুরেশ্বরী। যন্নামস্মরণাদেব পাপিনো মুক্তিভাগিনঃ। গঙ্গা গঙ্গেতি যো ক্রয়াৎ পাপিনামপি পাতকী। তেষাঞ্চ পাতকং হিহা স গচ্ছেদৈকবীং পুরীং। হে সুরেশ্বরী, গঙ্গার মাহাত্ম্য, আর কি বলিব? যাহার নাম স্মরণমাত্র পাপিগণ মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তি গঙ্গা গঙ্গা মুখে বলে, সে মহাপাতকী হইলোও তাহার পাপ

তাত্ত্বিক তর্পণের পর দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, মনুষ্য
যক্ষ নাগ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির তর্পণ করিবে। যথা—ওঁ ব্রহ্মা
তৃপ্যতাং । ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং । ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং । ওঁ
প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং । (পূর্বাভিমুখ হইয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি
জল দিবে।

ওঁ দেবান্যক্ষান্তথানাগা গন্ধর্ব্বান্সরসোহসুরাঃ । ক্রূরাঃ
সর্পাঃ স্পর্শাশ্চ তরবোজ্জন্তুগাঃ খগাঃ । বিদ্যাধরা জলা-
ধারাণ্ডথৈবাক্ষগান্ধিনঃ নিরাহারাশ্চ বে জীবাঃ পাপে-
ধর্ম্মে রতাশ্চ বে । তেবাংমাপ্যায়ন্যৈতল্লীয়েতে সলিলং
ময়া ॥ (পূর্বাভিমুখ হইয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে।)

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ । কপিলশ্চা-
সুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা । সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়াস্ত
মদন্তেনাস্মিন্দা সদা । (সামবেদী পান্চমাভিমুখ ও যজুর্বেদী উত্তরাভিমুখ
হইয়া উত্তরাভিমুখ বস্ত্র মালাবৎ করিয়া বিপরীত ক্রমে দুই অঞ্জলি জল দিবে) ।

ওঁ নরীচিস্তৃপ্যতাং । ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং । ওঁ পুলস্ত্য-
স্তৃপ্যতাং । ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং । ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং । ওঁ
প্রচেতাস্তৃপ্যতাং । ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং । ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং ।

সকল ঋষি হইয়া সে বৈকুণ্ঠে গমন করে। যত্র দেশে বহেদগঙ্গা স
দেশঃ পুণ্যভাজনঃ । পুণ্যক্ষেত্রং সমুদ্ভিষ্টং পবিত্রং যোজনদ্বয়ং ॥ তত্র যৎ
ক্রিয়তে কৰ্ম্ম গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ । গঙ্গায়াং যৎ কৃতং দেবী উদক্ষয়-
ফলং লভেৎ ॥ যে দেশে গঙ্গা প্রবহমানা সে দেশ পুণ্যশালী এবং
গঙ্গাতীর হইতে দুই যোজন পর্য্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যক্ষেত্র মধ্যে পরি-
গণিত । গঙ্গাতে পুণ্যকৰ্ম্ম করিলে যেমন অক্ষয়ফল লাভ হয়, ঐ যোজন-
দ্বয় মধ্যে কৰ্ম্ম করিলে তজ্জপ ফল হয় ।

ওঁ নারদস্তুপ্যতাং ॥ (পূর্বাভিমুখ উত্তরীয় বামদিকে রাখিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে) ।

ওঁ অগ্নিস্বভাঃ পিতরস্তুপ্যস্তামেতং সতিলগঙ্গোদকং
তুর্প্যস্ব । ইত্যাদি ক্রমে সৌম্যাঃ—হবিস্বস্তঃ—উশ্বপাঃ—
সুকালিনঃ—বহিষদঃ—আজ্যপাঃ । (দক্ষিণাভিমুখ হইয়া বিপরীত
উত্তরীয় করিয়া প্রত্যেককে একাঞ্জলি জল দিবে)

দক্ষিণাভিমুখে যমতর্পণ ।—নমো যমায় ধর্ম্মরাজায়
স্বত্যবে চান্তিকায় চ । বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায়
চ । ওড়ুস্বরায় দধায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে । বৃকোদরায়
চিত্রায় চিত্রগুণ্ডায় বৈ নমঃ । (তিন অঞ্জলি জল দিবে)

দক্ষিণাভিমুখে পিতৃতর্পণ ।—(কৃতাজলি হইয়া) নমঃ আগচ্ছন্ত
মে পিতর ইমং গৃহুস্ত্বপোহঞ্জলিং । বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র
পিতঃ অমুক তুপ্যস্বৈতং সতিলগঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ ।
(এই মন্ত্রে যজুর্বেদী তর্পণ করিবে,) বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা
অমুকদেবশর্ম্মা তুপ্যতামেতং সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ
স্বধা (এই মন্ত্রে সামবেদী তর্পণ করিবেন) । (সামান্ত জলে সতিলোদকং
বলিবে) এবং পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ ও মাতা-
মহাদি ত্রয় মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহী,

চতুর্দশী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্কদিনে তৈল
অক্ষণ করিবে না ।

পুষ্যে বা জন্মনক্ষত্রে বাতীপাতে চ বৈরতো । অমাবস্তাং নদীশ্রানং
দহতাজন্মদুষ্কৃতং ॥ পুষ্যানক্ষত্রে জন্মনক্ষত্রে বাতীপাতযোগে, বৈরতিযোগে,
অমাবস্তাতে নদীশ্রান করিলে জন্মাবধি কৃতপাপ নষ্ট হয় ॥ নদীতড়াগ-

(প্রত্যেকে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।) এবং পরে মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী (প্রত্যেকে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।)

ভীষ্ম তর্পণ।—বৈয়াত্ৰপদ্যাগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ষণে । (এক অঞ্জলি জল দিবে।)

প্রার্থনা মন্ত্ৰ।—ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতে-
ন্দ্রিয়ঃ । আভিরুদ্রিরবাপ্নোতু পুত্রপাত্নোচিতাং ক্রিয়াং ॥

ওঁ অগ্নিদন্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদন্ধাঃ কুলে মম । ভূমৌ
দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং । (এক অঞ্জলি জল দিবে।)

ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেহন্তজন্মনি বান্ধবাঃ । তে ।
তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চান্মভোয়কাজ্জিহ্বাঃ । (এক অঞ্জলি জল দিবে।)

আত্মক্ষভুবনান্নোকা দেবর্ষিমুনিমানবাঃ তৃপ্যন্তু পিতরঃ
সর্বৈ মাতৃমাতামহাদয়ঃ । অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবা-
সিনাং । ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং ॥ (তিন অঞ্জলি জল দিবে।)

সন্তুতং বাপীকূপহৃদোত্ত্বং । গঙ্গাদকং ভবেৎ সর্বং শঙ্খেনৈব সমুদ্বৃতং ।
দক্ষিণাবর্জশঙ্খেন পাত্রেহপোর্ডায়রে স্থিতং । উদকং যঃ প্রতীচ্ছত শিরসা
হৃষ্টমানসঃ । তস্মৈ জন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্বতি ।

নদী, তড়াগ, বাপী, কূপ, হৃদ ইহাদের জল তাত্র ও শঙ্খ পাত্রস্থ করিলে
গঙ্গাজল তুল্য হয় এবং এই জল মস্তকে দিলে তৎক্ষণাৎ পাপ সকল নষ্ট
হয় । ক্ষেত্রস্থমুক্তং বাপি শীতমুষ্ণমথাপি বা । গাঙ্গং পরঃ পুনাত্যাশু
পাপমামরণান্তিকং ॥ ক্ষেত্রস্থ কিম্বা উকৃত শীতল বা উষ্ণ গঙ্গাজল দ্বারা
মান করিলে আমরণান্তকৃত পাপ নষ্ট হয় ॥

যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত তর্পণ করিতে না পারিবেন, তিনি ঐ সংক্ষেপ তর্পণ করিবেন;—আত্রক্ষান্ত্তপৰ্য্যন্তং সতিলগঙ্গোদকং জগৎ তৃপ্যতু । (এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে) ।

‘তৎপরে জল হইতে উঠিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন জলে তর্পণ করিবে । যথা—নমো, যে চান্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃত্যুঃ । তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥

তর্পণের পর প্রণাম—নমঃ, পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ । পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ পিতৃচরণেভ্যো নমঃ ।

‘মন্দিরং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞ ইত্যাহ হরিরেব চ ।’ বিনা পাদৌ চ প্রক্ষাল্য স্নাত্বা বিশতি মন্দিরং । তস্য স্নানাদিকং নষ্টং জপহোমঞ্চ পঞ্চমং । পরিধায় স্নিগ্ধবস্ত্রং গৃহঞ্চ প্রবিশেদগৃহী । রুষ্ঠা লক্ষ্মী গৃহাদ্যাতি শাপং দত্ত্বা সূদারুণং ।

যোগিনীতন্ত্রে ।—গঙ্গায়াং তর্পণং দেবি পুণ্যবান্ যঃ সমাচরেৎ ।। মহা-তৃপ্তির্ভবেৎ সত্যং পিতৃণাঞ্চ শতাব্দিকী । ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ তথৈব সমুদাহৃতং ॥ গঙ্গাতে তর্পণ করিলে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ মহাতৃপ্তি-লাভ করেন ॥ তিলদর্ভৈশ্চ সংযুক্তং স্রবয়া যৎ প্রদীয়তে । তৎ সর্বমমৃতীভ্য পিতৃনামুপতিষ্ঠতে । কুশ সংযুক্ত তিল জল পিতৃলোককে প্রদান করিলে উহা অমৃত হইয়া পিতৃগণকে উপস্থান করে ; রবিশুক্লদিনে চৈব দ্বাদশ্যঃ শ্রাদ্ধবাসরে । সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্ধ্যান্তিলতর্পণং । রবিবার শুক্রবার দ্বাদশী শ্রাদ্ধদিন সপ্তমী এবং জন্মদিনে তিলতর্পণ করিবে না । নিষিদ্ধ-দিনমাসাদ্য যঃ কুর্ধ্যান্তিলতর্পণং । রুধিরং তন্ত্বেবেত্তোয়ং দাতা চ নরকং ব্রজেৎ । নিষিদ্ধ দিনে যে তিলতর্পণ করে ঐ জল রুধিরতুল্য হয় এবং তর্পণকারীও নরকে গমন করে । তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেত-

উপবিষ্টাশনে ব্রহ্মনাচম্য সাধকঃ শুচিঃ । পূজাং কুর্যাত্তু
তন্ত্রোক্তং ভক্তিবুক্তো হি সংযতঃ । পাদ প্রক্ষালন না
করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে না । কারণ, তাহা হইলে লক্ষ্মী
কুপিতা হইয়া শাপ প্রদান পূর্বক তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া
যান । এবং তাহার স্নান জপ পূজাদি সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল
হয় । পাদপ্রক্ষালনের পর পবিত্র বসন ও যজ্ঞোপবীতের
ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিয়া আসনে উপবেশন পূর্বক যথোক্ত
বিধানে পূজা করিবে ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে বিংশতি পটল ।

পক্ষকে । নিষিদ্ধেহপি দিনে কুর্য্যাত্তর্পণং তিলমিশ্রিতং । তীর্থস্থানে ও
বিশেষ তিথিতে গঙ্গাতে প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধদিনেও তিলতর্পণ করিতে পারা
যায় । বিশেষতস্ত জাহ্নব্যাং সর্বদা তর্পয়েৎ পিতৃন্ । এতত্তু নিষিদ্ধদিনে
তিলতর্পণবিধায়কং । বিশেষ, গঙ্গাতে তিলতর্পণ করিবে, ইহাতে কোন
কাল বিচার করিতে হইবে না । নিম্পীড়য়তি যঃ পূর্বং স্নানবস্ত্রস্ত তর্পণাৎ
নিরাশাঃ পিতরন্তস্য যান্তি দেবৈর্মহর্ষিভিঃ । তর্পণ না করিয়া যে স্নানবস্ত্র
নিম্পীড়ন করে, তাহার পিতৃগণ দেবতা ও ঋষিগণ সহিত নিরাশ হইয়া গমন
করেন ।

সাধারণ পূজা ।

আচমন করিয়া পূর্ব মুখে, কিম্বা উত্তর মুখে, আসনে
উপবেশন করিবে, পরে আপনার বামেতে, ভূমির উপর,
ত্রিকোণ মণ্ডল, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, ঐ
মণ্ডলোপরি ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ বলিয়া, গন্ধ পুষ্প অথবা

অক্ষত দ্বারা, পূজা করিবে, ফট্ মন্ত্রে কোশা ধোত করিয়া মণ্ডলোপরি রাখিবে । নমঃ বলিয়া জল দ্বারা কোশা পূরণ করত, তদগ্রে আতপ, তণ্ডুল, দুর্বা ও গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে । পরে গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ মন্ত্রে জলের উপর গন্ধ পুষ্প দিবে, এবং ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া, ওঁ মন্ত্রে ঐ জলের উপর দশবার জপ করিবে । তৎপরে ফট্ মন্ত্রে কোশার জল দ্বারা দ্বারদেশে ছিটাইয়া দিবে, এবং ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ বাস্তু-পুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে । শক্ত হইলে প্রত্যেক দ্বারদেবতার নামোচ্চারণ করিয়া পূজা করিবে । যথা—উর্দ্ধোদুশ্বরে ওঁ বিদ্যায় নমঃ ওঁ মহালক্ষ্ম্যে নমঃ ওঁ সরস্বতীয়ে নমঃ । দক্ষিণশাখায়াং ওঁ বিদ্যায় নমঃ । বামশাখায়াং ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ । উভয়পার্শ্বে ওঁ গঙ্গাক্ষ্যে নমঃ ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ । দেহল্যাং ওঁ অস্ত্রায় নমঃ এইরূপে ক্রমে চতুর্দ্বারে দ্বারদেবতাগণের পূজা করিবে । ইতি সামান্য অর্ঘ্যস্থাপন ।

তৎপরে দিব্য দৃষ্টিতে উর্দ্ধে অবলোকন পূর্বক দিব্য বিদ্ব সকল দূর করত জলধারা দ্বারা স্বদেহ বেষ্টন পূর্বক ভূমিতে বামপার্শ্ব (গোড়ালি) আঘাত দ্বারা ভূমি সম্বন্ধীয় বিদ্ব সকল দূর করিবে । পরে ফট্ মন্ত্র সাতবার তণ্ডুলোপরি জপ করত নারাচ মুদ্রায় তণ্ডুল গ্রহণ পূর্বক ওঁ অপ-সপস্তু তে ভূতা, যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ । যে ভূতা বিদ্ব-কর্তারস্তে নশাস্তু শিবাঙ্জয়া । এই মন্ত্র বলিয়া তণ্ডুল পূজার স্থানে ছড়াইয়া দিবে । ইতি বিদ্যোৎসারণ ।

ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ বলিয়া আসন পূজা করিয়া আসন ধারণ পূর্বক বলিবে—(১) আসনমন্ত্ৰস্ত্র মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কূৰ্ঘো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ পৃথিৱী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং ॥ তৎপরে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর-গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমোষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ দক্ষিণে গণেশায় নমঃ, এইরূপ বলিয়া নমস্কার করিবে । ইতি আসন-শুদ্ধি ।

একটা পুষ্প লইয়া দুই হস্তে ঘর্ষণ করিয়া ফট্ মন্ত্ৰে ভূমিতে নিক্ষেপ করত, মন্তুকোপরি দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা, বাম করতলে, ক্রমশ উর্দ্ধে উর্দ্ধে তিনটা শব্দ করিয়া, তুড়ি দ্বারা দশদিগ্ বন্ধন করিবে । ইতি করশুদ্ধি তালত্রয় ও দিগবন্ধন ।

রং মন্ত্ৰে জলধারা দ্বারা, নিজ দেহ বেষ্টন করত, বহ্নি রূপ চিন্তা করিয়া, ভূতশুদ্ধি করিবে । যথা—উতান করতলদ্বয়, স্থায়ী ক্রোড়দেশে রাখিয়া, সোহং মন্ত্ৰে জীবা-ত্মাকে, কুলকুণ্ডলিনীর সহিত যুক্ত করত পরমশিবে সংযো-জিত করিয়া, তাহাতে পৃথিব্যাदि ২৪ তত্ত্ব (২) বিলীন ভাবনা

(১) আসন মন্ত্ৰের মেরুপৃষ্ঠঋষি সূতল ছন্দ কূৰ্ঘ দেবতা আসনোপবেশনে প্রয়োগ করিবে । হে পৃথিবী তুমি সমস্ত লোককে ধারণ করিয়াছ । এবং তোমাকে বিষ্ণু ধারণ করিয়াছেন । সেই রূপ তুমি আমাকে ধারণ কর এবং আসন পবিত্র কর ।

(২) পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মক্ষ, রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ,

করিবে ; পরে যং এই ধূত্ৰবর্ণ বায়ু বীজ, বাম নাসায় চিন্তা করত, (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, দক্ষিণ নাসা ধারণ পূর্বক) বাম হস্তে ১৬ বার, ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, বাম নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া, উভয় নাসা (অঙ্গুষ্ঠ, কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা ধারণ পূর্বক) ৬৪ বার জপ দ্বারা বায়ুরোধ করিয়া, পাপময় দেহ শুদ্ধ করত, ঐ বীজ (কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা, বাম নাসাপুট বন্ধ করিয়া) ৩২ বার জপ করিতে করিতে, দক্ষিণ নাসায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবে । রং রক্তবর্ণ বহ্নি বীজ দক্ষিণ নাসাতে চিন্তা করত, (কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসা ধারণ পূর্বক) বাম হস্তে ১৬ বার, ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, দক্ষিণ নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া উভয় নাসা ধারণ করত, ৬৪ বার জপ দ্বারা বায়ুরোধ পূর্বক পাপময় দেহ দ্বন্দ্ব করত, ঐ বীজ (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করিয়া) ৩২ বার জপ করিতে করিতে, বাম নাসায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবে । ঠং শুরবর্ণ চন্দ্র বীজ বাম নাসায় চিন্তা করত, ১৬ বার ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, বাম নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া ললাটেদেশে চন্দ্রকে লইয়া, উভয় নাসিকা ধারণ পূর্বক, বং বরুণ বীজ ৬৪ বার জপ দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রের অমৃত বারিতে মাতৃকাময় সমস্ত দেহ রচনা করিয়া, লং পীতবর্ণ পৃথিবী বীজ ৩২ বার জপ দ্বারা, দেহকে স্ফুট চিন্তা করত,

নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, হৃৎ, শ্রোত্র, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ।

দক্ষিণ নামায় বায়ু পরিত্যাগ করিবে । ইতি ভূত-
শুদ্ধি । (১)

পরে স্থীয় হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আং মোহং এই মন্ত্রে
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে ।

মাতৃকান্যাস । (২) অশ্ব মাতৃকামন্ত্রশ্চ ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী-
চ্ছন্দো, মাতৃকা সরস্বতীদেবতা, হলৌবীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো
মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ । শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ,
মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বতৌ
দেবতায়ৈ নমঃ, গুহে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ,
পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ । ইতি মাতৃকান্যাসের
ঋষ্যাদিন্যাস ।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ইং চং
ছং জং ঝং ঞং ঙং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । উং টং ঠং ডং ঢং
ণং ঙং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । এং তং থং দং ধং নং ঐং অনা-
মিকাভ্যাং হুঁ । ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং
বৌষট্ । অং বং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং কর-
তলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ । ইতি করন্যাস ।

(১) শরীয় আকার ও পৃথিব্যাদি ভূত সকল যে কার্য্য দ্বারা শুদ্ধ হইয়া
ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হয় । সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি যথা—স্থীয় হৃদকমলে
জীবাত্মাকে এবং মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীকে চিত্তা করিয়া স্রষ্টা ব্রহ্ম
পরমাত্মার সহিত যোগ করিবে ।

(২) এই মাতৃকার ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রীচ্ছন্দ, দেবী মাতৃকা সরস্বতী দেবতা,
হ্রস্ববর্ণ বীজ, স্রস্ববর্ণ সকল শক্তি এবং বিনিয়োগ মাতৃকান্যাসে কীৰ্ত্তন
করিবে ।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ । ইং চং ছং
জং ঝং ঞং ঙং শিরসে স্বাহা । উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং
শিখায়ৈ বষট্ । এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ ।
ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । অং যং
রং লং বং শং ষং সং হং লং ঙ্গং অং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং
অস্ত্রায় ফট্ । ইতি অঙ্কশাস । মাতৃকান্যাস সমাপ্ত ।

অন্তর্মাতৃকান্যাস ।*—অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঙং
নমঃ, উং নমঃ, উং নমঃ, ঋং নমঃ, ঌং নমঃ, ৐ং নমঃ,
এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অং নমঃ ।

* মাতৃকাবর্ণ । মনুষ্য শরীরে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিমূলে, লিঙ্গমূলে, মূলা-
ধারে ও ক্রমধ্যে এই কয়েক স্থানে ছয়টি পদ্য আছে । ঐ সমস্ত পদ্যেতে
মাতৃকাবর্ণ আছে । যথা—কণ্ঠস্থিত আঙ্গাধ্য বোড়শদল পদ্যে অ, আ
ইত্যাদি ১৬টি স্বরবর্ণ আছে । হৃদয়স্থিত অনাহত নামক দ্বাদশদল পদ্যে
ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত ১২টি বর্ণ, নাভিমূলে মণিপূর নামক দশদল পদ্যে ড
হইতে ফ পর্য্যন্ত, লিঙ্গমূলে সাদিষ্ঠান নামক ষড়দল পদ্যে ব হইতে ল পর্য্যন্ত
মূলাধারে আধার নামক চতুর্দল পদ্যে ব হইতে স পর্য্যন্ত এবং ক্রমধ্যে বিশুদ্ধ
নামক দ্বিদল পদ্যে হ ঙ্গ এই দুই বর্ণ আছে । এই পদ্য সমুদয়কে
বৈজ্ঞানিক দিব্য মার্গ কহে । ইহা দ্বারা পরমানন্দ ভোগ করা যায় ।
ঐ সমস্ত পদ্য কিপ্রকারে সন্নিবেশিত আছে ও তদ্বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়
তাহা কথিত হইতেছে ।

মনুষ্য শরীরে সার্ব্ব ত্রিকোটি নাড়ী আছে । তন্মধ্যে তিনটি নাড়ী
প্রধান । তাহাদের নাম, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা । এই
নাড়ীত্রয় মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । বামদিকে চন্দ্রাধিষ্ঠিতা
শুক্লবর্ণা শক্তিরূপা ও অমৃতময়ী ইড়ানাড়ী । দক্ষিণ দিকে সূর্যাধিষ্ঠিতা
দাড়িমকুসুমবর্ণা পুরুষরূপা ও বিষময়ী পিঙ্গলানাড়ী । মধ্যো অগ্ন্যাধিষ্ঠিতা
সর্কতেজময়ী ও বহুরূপিণী সুষুমানাড়ী । ইহারা সকলে মূলাধার হইতে

কং নমঃ খং নমঃ গং নমঃ ঘং নমঃ ঙং নমঃ চং নমঃ ছং
নমঃ জং নমঃ বাং নমঃ ঞং নমঃ টং নমঃ ঠং নমঃ । ডং নমঃ

ব্রহ্মরন্ধ্র পর্বাত ব্যাপ্ত রহিয়াছে । সুব্রহ্মানাড়ীর মধ্যে বজ্রা
নাড়ী, তন্মধ্যে অমৃতপ্রাবিনী ও সর্বদেবময়ী চিত্রানাড়ী এবং চিত্রা
নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী । ইহা লুতাতন্তুর স্থায় অতি সূক্ষ্মা ও বিছান্মালায়
স্থায় উজ্জ্বলা । এই নাড়ীতে মূলধার পদ্মাদি সহস্রদল পদ্মাস্তর্গত পদ্ম সমুদয়
বিদ্যমান আছে ।

মূলধার অর্থাৎ মেটের নিম্নে ও গুহের উপরিভাগে আধার নামক
রক্তবর্ণ চতুর্দল পদ্ম আছে । ইহার চতুর্দলে ব শব্দ এই চারটি মাতৃকা-
বর্ণ রহিয়াছে । এই বর্ণ চতুর্থে উজ্জল ও সুরবর্ণ সদৃশ । এই পদ্মমধ্যে
উদ্ভীষ্ট অষ্টশূলদ্বারা বেষ্টিত চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথ্বী চক্র ও পৃথ্বী বীজ বং
আছে । তাহার ক্রোড়ে বসিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন । এই গানে রক্ত-
বর্ণা চতুর্ভুজা ডাকিনী-দেবী আছেন । এই পদ্মমধ্যে একটা ত্রিকোণ যন্ত্র
আছে, ইহার তিন দিকে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি । ইহাতে
কন্দর্প নামক বায়ু বিদ্যমান থাকিয়া সর্কশরীরে ভ্রমণ করিতেছে । উক্ত
ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে লিঙ্গরূপী স্রষ্টা অধোমুখে অবস্থান করিতেছেন ।
যাহার দেহকান্তি উদয়কালীন শারদেন্দু সদৃশ উজ্জল । ঐ স্রষ্টালিঙ্গের
উর্দ্ধদেশে কোটি বিদ্যুতের স্থায় দীপ্তিমতী ও মুণালতন্তু সদৃশ অতি সূক্ষ্মা
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন । যিনি সার্বত্রিকতায় বেঠেনে স্রষ্টালিঙ্গকে বেঠেন
করিয়া ব্রহ্মদেবকে আচ্ছাদন পূর্বক নিদ্রা যাইতেছেন । সাধক এই
কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে হংসঃ এই মন্ত্রে প্রবোধিত করিয়া শ্বাস সংযমন
পূর্বক একাগ্র মনে ধ্যান করিবে ।

লিঙ্গমূলে সাদৃষ্টান নামক অরুণবর্ণ ষড়দল পদ্ম আছে । ইহার ষড়-
দলে তড়িতের স্থায় উজ্জ্বল বভ্রময়র এই ছয়টি মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে ।

পদ্মমধ্যে শুক্লবর্ণ বরুণচক্র, তন্মধ্যে বরুণবীজ বং আছে । ঐ বং বীজের
ক্রোড়ে চতুর্ভুজধারী নারায়ণ ও নীলপদ্মসদৃশকান্তিবিশিষ্ট রাক্ষসী দেবী

ঢং নমঃ গং নমঃ তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ
পং নমঃ ফং নমঃ । বং নমঃ ভং নমঃ মং নমঃ যং নমঃ রং নমঃ

আছেন। এই পদ্যকে ভাবনা করিলে, মোহ অন্ধকার নষ্ট হইয়া থাকে।

নাভিমূলে মণিপূর নামক নীলবর্ণ দশদল পদ্ম আছে। ইহার দশ দলে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশটি মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে। এই পদ্মমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ দীপ্যমান বহুবীজ রং স্বস্তিকাখ্য ত্রিবৃত্ত দ্বারা বিভূষিত আছে। তাহার ক্রোড়ে রুদ্ররূপী মহাকাল ও শ্রামবর্ণ চতুর্ভুজা লাকিনী শক্তি আছেন। এই পদ্মস্থিত দেবতাগণকে ধ্যান করিলে সাধক জ্ঞানানন্দ লাভ করেন। হৃদয়ে অনাহত নামক উদয়কালীন সূর্য্যের ত্রায় প্রভাশালী দ্বাদশদল পদ্ম আছে। ইহার দ্বাদশদলে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে। এই পদ্মমধ্যে ধূম্রবর্ণ যটুকোণ বায়ুমণ্ডল তন্মধ্যে ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ যং এবং ঐ বীজমধ্যে ঈশাননামক শিব, কাকিনী নাম্নী যোগিনী ও কোটীবিদ্যাৎসব ত্রিনয়নী ত্রিকোণশক্তি আছেন। ঐ শক্তিমধ্যে অযুত সূর্য্যসম প্রভাসম্পন্ন শঙ্করত্মক বাণলিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন। এই পদ্মমধ্যে আর একটি গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম আছে। তাহাতে প্রদীপকলিকাকার জীবাত্মা আছেন। সাধক ইহাকে স্থায়ী ইষ্টদেবময় ভাবনা করিবেন।

কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্র নামক রক্তবর্ণ ষোড়শদল পদ্ম আছে। ইহার ষোড়শদলে অ আ প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে। এই পদ্মমধ্যে সুরবর্ণ আকাশের নভোমণ্ডল তন্মধ্যে আকাশবীজ হং যাহার ক্রোড়েতে অর্দ্ধনারীশ্বর সদাশিব ও পীতবর্ণা শাকিনী চতুর্ভুজা শক্তি আছেন। এই স্থানে নির্বাণমুক্তির দ্বারস্বরূপ বিশুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল আছে। এই স্থানে জীবের হংসমাত্র জগকে বিশুদ্ধ করে। অর্থাৎ হং বর্ণটি পুরুষ ও সং বর্ণটি প্রকৃতিস্বরূপ। হংসের নাম অজপা। জীব সর্বদা ইহার জপ করিতেছেন। জীব প্রকৃতি, পুরুষ সংযুক্ত হইয়া এক ভাব প্রাপ্ত হইলে হংস সোহং রূপে পরিণত হয়।

লং নমঃ । বং নমঃ শং নমঃ ষং নমঃ সং নমঃ । হং নমঃ ক্ষং নমঃ ।
ইতি অন্তর্ন্যাত্কাণ্যাস । (অন্তর্ন্যাত্কাণ্যাস মনে মনে করিবে ।)

পরে সোহং হইতে স ও হ লোপ হইলে ওঁ থাকে । এই চৈতন্যরূপ ওঁ কারকে আত্মা হইতে অভেদ জ্ঞান করিবে ।

ব্রহ্মের মধ্যে চল্লিকান্তি তুল্য দ্বিদল আঞ্জাখ্য নামক চক্র আছে । ইহার দুইটা দলে হ ক্ষ এই দুইটা মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে । এই পদ্যমধ্যে মনঃ ও শক্তিরূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আছে । ঐ যন্ত্রমধ্যে ঐশ্বর্যাকৃতি বিদ্যাম্বলার আয় প্রকাশমান ইতরাখ্য শিবলিঙ্গ আছেন । এই চক্রে শুক্লবর্ণা ষড়মুখী হাকিনী শক্তি আছেন, যাহার ভূজচতুর্থে পুস্তক কপাল ডমরু বাদ্য ও জপ-মালা । এই স্থানে মন লীন হইলে সাধক পরম যোগী হয়েন ।

ব্রহ্মরন্ধ্রে পূর্ণেন্দ্রদৃশবর্ণা সহস্রদল পদ্ম আছে । ইহার কেশর সমস্ত মধ্যাহ্নস্ব্যাকিরণ সদৃশ উজ্জ্বল । এই পদ্মের সহস্রদলে মাতৃকাবর্ণ সমস্ত রহিয়াছে । এই স্থানে পরমশিব অবস্থান করিতেছেন । ইহাকেই লোকে পরমাত্মা কহিয়া থাকে । এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন । নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপিত করিয়া ঐ পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয় ।

ঐ সমুদায় পদ্ম অধোমুখে মুদ্রিত আছে ; কিন্তু ধ্যানকালীন উর্দ্ধমুখস্থ ভাবনা করিতে হইবে । ঐ সময় কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে চৈতন্য করিতে পারিলে পদ্ম সকল উর্দ্ধমুখে ঐশ্ফুটিত হইয়া থাকে ।

প্রথমতঃ পুরক দ্বারা মূলাধারে মন সংস্থাপিত পূর্বক ঐ আধার পদ্মকে সকলো ~~কার্য্য~~ কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিবে । পরে সমস্ত চক্র ও চক্রস্থ দেবতা ভেদ পূর্বক সহস্রদলপদ্মমধ্যে কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে আনয়ন করিয়া পরমশিবের সহিত একীভূত চিন্তা করিবে । অনন্তর স্বয়ং পথ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে পুনর্বার মূলাধারে আনয়ন করিবে । এই প্রকার প্রতিদিন ভাবনা করিলে জরামরণ প্রভৃতি দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনিত্য ও স্থায়রূপ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইতে হয় না ।

বাহ্যমাতৃকান্ধাস ।—ধ্যান ।* পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত-
 মুখদোঃপদ্মধ্য বক্ষঃস্থলাং । ভাস্বমৌলিনিবদ্ধচন্দ্র সকলা-
 মাপীনতুঙ্গস্তনীং । মুদ্রামক্ষণ্ডগং সুধাত্যকলসং বিদ্যাঞ্চ
 হস্তাস্থজৈর্বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ।
 অং নমঃ ললাটে । আং নমঃ মুখে । ইং নমঃ দক্ষিণনেত্রে ।
 ঈং নমঃ বামনেত্রে । উং নমঃ দক্ষিণকর্ণে । উং নমঃ
 বামকর্ণে । ঋং নমঃ দক্ষিণনাসায়াং । ঋং নমঃ বামনাসায়াং ।
 ৯ং নমঃ দক্ষিণগণ্ডে । ৯ং নমঃ বামগণ্ডে । এং নমঃ ওষ্ঠে ।
 ঐং নমঃ অধরে । ওঁ নমঃ উর্দ্ধদন্তে । ঔং নমঃ অধোদন্তে ।
 অং নমঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে । অং নমঃ মুখে । কং নমঃ দক্ষিণ-
 বাহুমূলে । খং নমঃ কুর্পরে । গং নমঃ মণিবন্ধে । ঘং
 নমঃ অঙ্গুলিমূলে । ঙং নমঃ অঙ্গুল্যাগ্রে । চং নমঃ ছং নমঃ
 জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ বামবাহুমূলসন্ধ্যাগ্রেকেষু । টং
 নমঃ ঠং নমঃ ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ দক্ষিণপাদমূলসন্ধ্যা-
 গ্রেকেষু । তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ বাম-
 পাদমূলসন্ধ্যাগ্রেকেষু । পং নমঃ দক্ষিণপাশ্বে । ফং নমঃ
 বামপাশ্বে । বং নমঃ পৃষ্ঠে । ভং নমঃ নাভৌ । মং নমঃ
 উদরে । যং নমঃ হৃদি । রং নমঃ দক্ষিণবাহুমূলে । লং
 নমঃ ককুদি । বং নমঃ বামবাহুমূলে । শং নমঃ শিরসে ।

* মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদী পঞ্চাশদ্বর্ণময়, কপালে উজ্জল চন্দ্র,
 হুই স্তন অতি স্থূল ও উচ্চ, চারি হস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণকলস এবং
 বিদ্যা আছে, এই প্রকার গুরুবর্ণ প্রভাযুক্ত ত্রিনয়না বাগ্‌দেবতাকে
 আশ্রয় করি ।

ককরে । যং নমঃ হৃদাদিবামকরে । সং নমঃ হৃদাদি-
দক্ষিণপাদে । হং নমঃ হৃদাদিবামপাদে । লং নমঃ
হৃদাভ্যুদরে । ঙং নমঃ হৃদাদিগুথে ॥ ইতি বাহ্যমাতৃকান্তাস ।
বাহ্যমাতৃকান্যাস পুষ্পদ্বারা কিম্বা অঙ্কুঠ ও অনামিকা দ্বারা তন্ত্ৰস্থান স্পর্শ
করিয়া ন্যাস করিবে ।)

প্রাণায়াম । মূলমন্ত্র কিম্বা ওঁ ১৬ বার জপ দ্বারা বামনাসায়,
বায়ু আকর্ষণ করিয়া, ৬৪ বার জপ দ্বারা উভয় নাসা ধারণ পূর্বক
কুস্তক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা, দক্ষিণ নাসায় বায়ু ত্যাগ
করিবে । পুনর্ব্বার ১৬ বার জপ দ্বারা দক্ষিণ নাসায় বায়ু
পূরণ ও ৬৪ বার জপ দ্বারা কুস্তক করিয়া ৩২ বার জপ
দ্বারা বামনাসায়, বায়ু ত্যাগ করিবে এবং পুনর্ব্বার ১৬
বার জপ দ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ ৬৪ বার জপ দ্বারা
কুস্তক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ু ত্যাগ
করিবে । অশক্তে ৪ বার জপ দ্বারা পূরণ, ১৬ বার জপ
দ্বারা কুস্তক ও ৮ বার জপ দ্বারা রেচন করিবে । কিম্বা ১
বার জপ দ্বারা পূরণ ৪ বার জপ দ্বারা কুস্তক ও ২ বার জপ
দ্বারা রেচন করিবে । ইতি প্রাণায়াম । *

* অস্ত্র নিত্যত্বমাহ স এব প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রপূজনে ন হি যোগ্যত ।—
হৃদাবন্তে চ যত্নেন প্রাণায়ামং সমাচরেৎ । কন্মস্বপি সমস্তেষু শুভলপ্যশুভেষু চ ।
প্রাণায়ামে মন্ত্র জপ ও পূজাদি কার্যে অধিকার নাই । শুভাশুভ
মন্ত্র কর্ণের আদি ও অন্তে প্রাণায়াম করিবে । যিনি নিয়মপূর্ব্বক প্রাণায়াম
মভ্যাস করেন তাঁহার শরীরে কোন ব্যাধি জন্মায় না এবং তিনি সিদ্ধিলাভ
করিতে পারেন । অনিয়মে প্রাণায়াম করিলে বহুবিধ রোগ হইয়া থাকে ।
প্রাণায়ামের রেচনকালে অল্পে অল্পে বায়ু রেচন করিবে পূরণকালে অল্পে
অল্পে বায়ু পূরণ করিবে এবং কুস্তককালে ও অল্পে অল্পে কুস্তক করিবে ।

(১) পীঠশ্রাস ।—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ । ওঁ প্রকৃত্যে নমঃ । ওঁ কুর্মায় নমঃ । ওঁ অনন্তায় নমঃ । ওঁ পৃথিব্যে নমঃ । ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ । ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ । ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ । ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ । ওঁ মণিবেদিকার্যে নমঃ । ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ । (ইতি হৃদি) দক্ষিণস্কন্ধে ওঁ ধর্মায় নমঃ । বামস্কন্ধে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ । বামোরে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ । দক্ষিণোরে ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ । মুখে ওঁ অধর্মায় নমঃ । বামপার্শ্বে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ । নাভৌ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ । দক্ষিণপার্শ্বে ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ । (পুনরায় হৃদয় স্পর্শ করিয়া) ওঁ অনন্তায় নমঃ । ওঁ পদ্মায় নমঃ । অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্ননে নমঃ । উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্ননে নমঃ । মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্ননে নমঃ । সং সত্বায় নমঃ । রং রজসে নমঃ । তং তমসে নমঃ । আং অন্তরা-

(১) আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং শ্রাসং কবোতি যঃ । দেবতাভাব-
মাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজাযতে । যো শ্রাসকবচ্ছন্দো মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে ।
দৃষ্ট্বা বিদ্বাঃ পলাযন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা বথা গজাঃ । অকুত্বা শ্রাসজ্বালং যো
মুচ্যতং প্রজপেদ্বহুং । সর্ববিষ্টৈঃ সবাধাঃ শ্রাদ্ধান্তৈঃ ॥ ১ ॥

যিনি আগমোক্ত বিধানে নিত্য শ্রাস কবেন তিনি দেবতাভাব প্রাপ্ত
ও মন্ত্রসিদ্ধ হইবেন । যিনি শ্রাসাদি কবিয়া মন্ত্র জপ কবেন তাহাব দর্শনমাত্র
সিংহকে দেখিয়া যে কপ হস্তী পলায়ন করে সেইকপ সমস্ত বিদ্ব পলায়ন
করে । শ্রাসাদি না কবিয়া মন্ত্র জপ কবিলে মুগশিশুকে যে প্রকাব ব্যাধি
আক্রমণ করে সেই প্রকাব তাহাকে সমস্ত বিদ্ব ব্যথিত হইতে হয় ।

অগ্নে নমঃ । পং পরমাত্মনে নমঃ । হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ।
ইতি পীঠস্থাস । (*) অঙ্গুলির নিম্ন বাহুমাতৃকান্যাসের ন্যায়)

পীঠশক্তিস্থাস ।—সকল দেবতার এক প্রকার নয় ।
যে দেবতার যে পীঠশক্তি (১) তাহাদের নাগোল্লেক্ষ
করিয়া হৃদয়পদ্মের পূর্বাদি কেশরে ও মধ্যে স্থাস করিতে
হইবে । একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি যথা—(হুর্গা-

(*) অনুক্তবাদত্র পীঠস্থাসমাতৃকান্যাসৌ ন লিখিতৌ । অন্তোক্তানা-
চরেৎ সম্যক্ নাত্তৎ সঞ্চারয়েদ্বধুঃ ॥

তারামন্ত্র পীঠস্থাস ও মাতৃকান্যাস নাই অতএব তারা মন্ত্রে যে সকল
স্থাস উক্ত হয় নাই তাহা করিবে না ।

পীঠশক্তিস্থাস মন্ত্র । (১)

ভুবনেশ্বরী ও অন্নপূর্ণা । ওঁ জয়ায়ে নমঃ এবং বিজ-
য়ায়ে, আজতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ, বিলাসিত্যৈ দোষ্ট্র্যৈ, অঘোরায়ে,
মঙ্গলায়ে, কর্ণিকায়াং হ্রীং সর্বশক্তি কমলাসনায় নমঃ ।

মহিষমর্দিনী, জয়হুর্গা, ও জগদ্ধাত্রী । হুর্গামজ্জোক্ত
পীঠশক্তিস্থাস করিয়া (যাহা পূর্বে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান হইয়াছে) । তদু-
পর ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রাযুধায় মহাসিংহায় হ্রীং ফট্ নমঃ, বলিয়া স্থাস করিবে ।

কানি । ওঁ ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিত্যৈ, কামদায়িত্যৈ,
রতৈ, ~~কামদায়িত্যৈ~~ অনলায়ে, মধ্যে চ মনোমুগ্ধৈ তদুপরি হেসীঃ সদাশিব
মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ ।

তারা । ওঁ লৈশ্ব্য নমঃ এবং সরস্বত্যা, রতৈ, প্রীত্যা, কীর্ত্ত্যৈ,
শান্ত্যৈ, ভূতৈ, পুতৈ, মধ্যে হেসীঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ ।

বাগীশ্বরী । ওঁ মেধায়ৈ নমঃ এবং প্রজ্ঞায়ৈ, প্রভায়ৈ, বিদ্যায়ৈ,
শ্রিত্যৈ, স্বত্যা, স্মৃত্যৈ, বৃত্ত্যৈ, বিদ্যোৎসর্গ্যৈ, মধ্যে বর্ণপদ্মাসনায় নমঃ ।

দেবীর) আং প্রভাতৈ নমঃ। ঈং মায়াতৈ নমঃ। ঐং জয়্যাতৈ নমঃ। ঐং সূক্ষ্মাতৈ নমঃ। ঐং বিমল্যাতৈ নমঃ। ওঁ নন্দিতৈ নমঃ। ঐং সুপ্রভাতৈ নমঃ। অং বিজয়্যাতৈ নমঃ। অং সর্বশক্তিদাতৈ নমঃ। তত্পরি ওঁ বজ্রমধনং-
দ্রোণধার মহাসিংহার হুঁফট্ নমঃ।

ঋষিভাস।—মহাদেব হইতে যে ঋষি মন্ত্র গ্রহণ করত
তপশ্চা করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রের আদি
গুরু, তাঁহাকে মন্তকে ভাস করিবে। মন্ত্র সকলকে আচ্ছা-
দন করিয়া রাখাতে ইহার নাম ছন্দ। ছন্দ সকল অক্ষর

লক্ষ্মী। ওঁ বিভূতৈ নমঃ এবং উন্নতৈ, কাষ্টৈ, স্টৈ, কীষ্টৈ, সন্নতৈ, বুষ্টৈ, উৎকৃষ্টৈ, ঋষ্টৈ। ততঃ শ্রীকমলাসনায় নমঃ।

গণেশ। ওঁ তীত্রাঠৈ নমঃ আলিষ্টৈ, নন্দাঠৈ, ভোগদাঠৈ, কামরূপিঠৈ, উগ্রাঠৈ, তেজোবঠৈ, সত্যাঠৈ, বিদ্যনাশিষ্টৈ, তত্পরি সর্বশক্তি কমলাসনায় নমঃ।

সূর্য্য। ওঁ বাণ্দিষ্ঠাঠৈ নমঃ, বীংস্বাঠৈ, কংজবাঠৈ, বেংভদ্রাঠৈ, বেংবিভূতৈ, রোংবিমলাঠৈ, বোং অমোঘাঠৈ, বংবিদ্যুতাঠৈ, রং সর্বতো-
মুঠৈ নমঃ। তত্পরি ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঙ্কায় সৌরায যোগপীঠায় নমঃ।

শিব। ওঁ বামাঠৈ নমঃ, জ্যেষ্ঠাঠৈ, রৌদ্র্যে, কাঠৈ, কলবিকরিঠৈ, বলবিকরিঠৈ, বলপ্রমথিঠৈ, মধ্যে ওঁ মনোমুঠৈ ব... নমো
ভগবতে সকল গুণাঙ্কশক্তি যুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাঙ্কনে নমঃ।

বিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও নৃসিংহ।
ওঁ বিমলাঠৈ নমঃ, উৎকর্ষিঠৈ, জ্ঞানাঠৈ, ক্রিয়্যঠৈ, যোগাঠৈ, প্রহেবা,
সত্য্যঠৈ, ঈশানাঠৈ, অমুগ্রহাঠৈ। তত্পরি ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণু
সর্বভূতান্নে বাসুদেবার সর্বাঙ্কসংযোগ যোগপদপীঠাঙ্কনে নমঃ।

পদ্যময়িত, এজন্য মুখে তাহার স্তাস করিবে। সমস্ত
প্রাণীকে সকল কার্যে যিনি প্রেরণ করেন, তিনি দেবতা,
এজন্য হৃদয়ে তাহার স্তাস করিবে। প্রত্যেক দেবতার
প্রায় পৃথক পৃথক ঋষ্যাদিন্যাসমন্ত্র আছে (২)। কিরূপ

(১) ঋষ্যাদিন্যাসমন্ত্র।

শিরসি শক্ত্রে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীছন্দসে নমঃ, যদি ভুবনেশ্বৰ্য্যে
দেবতায়ৈ নমঃ। শিবসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্কজীছন্দসে নমঃ, যদি
অন্নপূর্ণা দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে
নমঃ, যদি দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী
ছন্দসে নমঃ, যদি মহিস্মদ্ভিত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে
নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, যদি জগদ্ধাত্তৈ দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি
ভৈরব ঋষয়ে নমঃ, মুখে উষিক্ ছন্দসে নমঃ, যদি দক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।
শিরসি অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ, মুখে বৃহতী ছন্দসে নমঃ, যদি (১) স্রীমদেকজটায়ৈ
দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি কল্প ঋষয়ে নমঃ, মুখে বিবাত্ ছন্দসে নমঃ, যদি
বাগীশ্বৰ্য্যে দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি ভৃগু ঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবুদগায়ত্রী
ছন্দসে নমঃ, যদি শ্রীয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। শিবসি গণক ঋষয়ে নমঃ, মুখে
নিবুদগায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, যদি গণেশায় দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি দেবভাগ
ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, যদি আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ।
শিরসি সাধ্যনারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে দেবী গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, যদি
স্রীবিষ্ণবে দেবতায়ৈ নমঃ। শিবসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্কজী
ছন্দসে নমঃ, যদি বামদেবায় দেবতায়ৈ নমঃ। শিবসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে
গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, যদি স্রীরামায় দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি বশিষ্ঠ ঋষয়ে
নমঃ, মুখে বিবাত্ ছন্দসে নমঃ, যদি স্রীরামায় দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি
নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে বিবাত্ ছন্দসে নমঃ, যদি স্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ।
শিবসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, যদি স্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ

ন্যাস করিতে হইবে, একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি ;
যথা—(দুর্গা মন্ত্ৰের) শিরসি নারদ-ঋষয়ে নমঃ, মুখে
গায়ত্রীছন্দসে নমঃ, হৃদি দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ । ইতি
ঋষ্যাদিন্যাস ।

অঙ্গন্যাস । - ছয় অঙ্গে ন্যাস করিতে হয় । ছয় অঙ্গ
যথা—হৃদয়, মস্তক, শিখা, দুই কবচ, দুই নেত্র, এবং করতল
ও করপৃষ্ঠ । ন্যাস অঙ্গুলী দ্বারা করিতে হয় । যে যে
অঙ্গুলী যে যে স্থান স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিতে হয়,
তাহা বলিতেছি—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন
অঙ্গুলী দ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা শিরে,
অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখাস্থানে, সকল অঙ্গুলী দ্বারা কবচদ্বয়ে, তর্জ্জনী
মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা
করতলে ন্যাস করিবে । করতলে ন্যাস এইরূপ করিবে—
তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় করপৃষ্ঠ দিয়া ঘুরাইয়া করতলে
ধ্বনি করিবে । ব্রহ্মযাগলে আছে, যে দেবতার নামের
আদ্য অক্ষরে দীর্ঘস্বরাদি (১, ী, ু, ঠৈ, ৌ, ঃ,) যোগ করিয়া
ক্রমশঃ হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্ কবচায়
হুঁ, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, (যেখানে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিতে
হইবে, নেত্রে ন্যাস করিবে না) ও স্ব- এইরূপ

নমঃ । শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি (২) ত্রিকৃষ্ণায়
দেবতায় নমঃ । শিবসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে অমৃতপু ছন্দসে নমঃ,
হৃদি নৃসিংহায় দেবতায় নমঃ ।

স্বরাদি যোগ করিয়া সকল দেবতার ষড়ঙ্গশ্রাসের শ্রাস করিয়াসও করা যাইতে পারে। কিরূপ করশ্রাস করিতে হইবে, একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি; যথা—দাঁঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া তর্জনী দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া শ্রাস করিবে। দাঁঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, দুঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্, দৈঃ অনামিকাভ্যাং হুঁ, দৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ (এই চারি অঙ্গুলীতে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শ্রাস করিবে) দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ (করতলে কিরূপ শ্রাস করিতে হয়, অঙ্গশ্রাসে দেখান হইয়াছে।) ইতি করশ্রাস।

ব্যাপকশ্রাস—মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বসর হস্তদ্বয় দ্বারা মন্তক হাতে চরণ পর্যন্ত ও চরণ হাতে মন্তক পর্যন্ত তিনবার বা সপ্তবার বায়ু বিতাড়িত ও আকর্ষণ কবিবে। ইতি ব্যাপকশ্রাস।

দেবতার ধ্যান।—একটি গন্ধপুষ্প লইয়া কূর্ম্মমূদ্রা ধারণ পূর্বক, ঐ কূর্ম্মমূদ্রাযুক্ত হস্ত, হৃদয়ে স্থাপন কবিয়া, দেবতার ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া, নিজ মন্তকে, ঐ পুষ্প রাখিয়া, বক্ষস্থলে প্রার্থনামূদ্রায়, দুই হস্ত স্থাপন পূর্বক, মানসোপচারে পূজা করিবে॥

মানসপূজা (১)। হৃৎপদ্মকে আসনস্বরূপ প্রদান

(১) হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রাষট্চাতুর্ভুজৈঃ । পাদাং

মনস্তর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ । তেনাগ্রতেনাচমন্যেৎ স্রানীয়েৎ তেন চ স্তব্ধ
আকাশতঃ বজ্রং স্রাৎ গতাং স্যাৎ গদ্রতস্তবদ । চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং
প্রাণান প্রকল্পয়েৎ । তেজস্ত্বং চ দীপার্ঘং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাস্থিঃ
অনাহংধ্বনির্দণ্ডা বায়ুতং চ চামরং । মহশ্রাবঃ ভবেৎ ছত্রং শঙ্কতঙ্ক
গী নকম । নৃত্যমিচ্ছিতকম্পাণি চাকুলং মনসস্তথা । কামক্লেশৌ ছাগবাস্তে
বলি দশ্য কপকপেৎ । সমগ্ণা অপরমেতন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেচ্ছিয়া ॥

করিবে। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা দেবতার পদদ্বয়ে পাদ্য দিবে। মনকে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করিবে। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা আচমনীয় ও স্নানীয় জল দিবে। গন্ধস্বরূপে গন্ধতত্ত্ব, চিত্তকে পুষ্পস্বরূপে, পঞ্চপ্রাণ ধূপস্বরূপে, তেজ-
স্তত্ত্ব দীপ, হৃদয়স্থ অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টা, বায়ুতত্ত্বকে চামর, মনের চঞ্চলতাকে নৃত্যস্বরূপে দিবে এবং কাম-
ক্রোধ বলিদানস্বরূপ প্রদান করিবে। তৎপরে মনে মনে
জপ ও প্রণাম করিবে। ইতি ধ্যান ও মানসপূজা।

বিশেষার্থ্যস্থাপন। স্বীয় বামে সামান্যাত্ম্যের জল দ্বারা
একটি ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তছুপরি ত্রিপদী রাখিয়া
ফট্ মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র ধৌত করত ত্রিপদীর উপর
বসাইবে। পরে নমঃ বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রের অত্রভাগে অর্ঘ্য
সাজাইয়া রাখিবে এবং মূলমন্ত্র ও বিলোমমাতৃকায় (ক্ষং
লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং
ধং তং গং চং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং
অং অং ঔং ওং ঐং এং ঙ্গং ঞং ঝং ঞং উং উং ঈং ইং আং অং।)
অর্ঘ্যপাত্র জল দ্বারা পূরণ করিবে, পরে মং বহ্নিমণ্ডলায়
দশকলাত্ননে নমঃ বলিয়া ত্রিপদীতে, অং সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশ-
কলাত্ননে নমঃ বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-
কলাত্ননে নমঃ বলিয়া জলে, গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে।
পরে ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন
করিয়া ওঁ অমুক দেবতা ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ বলিয়া স্বহৃদয়ে
দেবতার আবাহন করিবে। হুঁ মন্ত্রে তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা অব-
গুণ্ঠন, বষট্ মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন, বৌষট্ মন্ত্রে অর্ঘ্য-

পাত্রেস্থ জল দর্শন এবং অঙ্গ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে মংস্রমুদ্রায় অর্ঘ্যপাত্র একবার আচ্ছাদন, দশবার মূল মন্ত্র জলের উপর জপ, বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, এবং ফট্ মন্ত্রে সংরক্ষণ করিবে। পরে অর্ঘ্যজল হইতে কিছু জল কোশাতে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল মূলমন্ত্রে আপনার শরীরে ও পূজাদ্রব্য সকলে তিনবার ছিটাই দিবে। ইতি বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন।

গুরুপঙ্ক্তি পূজা।—(বায়ব্যাঙ্গীশপর্য্যন্ত) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পবমেষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ।

পীঠপূজা।—(পীঠমধ্যে) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ। ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ ক্ষীরমুদ্রায় নমঃ। ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ। ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ। ওঁ কল্পরক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (অগ্নিকোণে) ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। (নৈঋতে) ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। (বায়বাং) ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। (দিশানে) ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। (পূর্বাঙ্গি চতুর্দিকে) ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ সূর্য্যমণ্ডলায় বা কলাত্ননে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্ননে নমঃ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্ননে নমঃ। সং সত্যায় নমঃ। রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। আং আত্মনে নমঃ। অং অস্ত্রায় নমঃ। পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

পীঠশক্তি পূজা।—কেশরমধ্যে পূর্বাদিক্রমে তত্তৎ কল্লোক্ত পীঠশক্তির পূজা করিবে ।

পরে পুনর্বার পূর্বের ন্যায় ধ্যান করত দেবতার মস্তকে করস্থিত পুষ্প প্রদান করিয়া আবাহন করিবে । ইতি ধ্যান ।

আবাহন । ওঁ অমুক দেবতা ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ ওঁ দেবেশি তত্ত্বিত্ত্বলভে পরিবার-সমন্বিতে যাবত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং স্থস্থিরা ভব । এই বলিয়া আবাহন করিয়া হুঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, দেবতার অঙ্গ মন্ত্রে দেবতার-অঙ্গে ষড়ঙ্গমুদ্রা প্রদর্শন, বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ, পরমীকরণমুদ্রায় পরমীকৃত্য এবং ভূতিনী ও যোনি মুদ্রা দেখাইবে । * ইতি আবাহন ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা । দেবতার হৃদয়ে হস্ত দিয়া গেলিহা মুদ্রায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । যথা,—অস্মৈ প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মস্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরো ঋষয়ঃ ঋগ্যজুঃসামানি চন্দ্রাংদি

* (যে যে মুদ্রায় আবাহন কবিতে হইবে মুদ্রা প্রকরণ দেখ ।) মুদ্রা অর্থ মুদ-ত্বর্ঘ, বা-দান কবে, অর্থাৎ পজাব কালে হহার অক্ষুষ্ঠানে দেবগণের ———— করবে । আবাহনী মুদ্রা—অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঈশ্বরকে আবাহন করিয়া কবিয়া দাখত হইত। ঐয । স্থাপন মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে আত্মাতে স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা কবিয়া আত্মাদিত হওয়া যায় । সন্নিধানী মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে সন্নিহিত করিয়া মনেতে প্রীতি জন্মায় । সন্নিবোধিনী মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া আনন্দিত হওয়া যায় । যোড় মুদ্রা দেবতাকে বলিবে, এই আসনে উপবেশন করুন এবং আমার পূজা গ্রহণ করুন ।

চৈতন্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিরোগঃ । আং হ্রী
ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অমুকদেবতায়
প্রাণা ইহ প্রাণাঃ । পুনর্ব্বার আমিত্যাদি (আ হইতে ৩
পর্য্যন্ত বলিবে) অমুকদেবতায় জীব ইহ স্থিতঃ । আমি
ত্যাদি অমুকদেবতায়ঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি । আমিত্যাদি অমুক-
দেবতায় বায়ানশ্চক্ষুঃশ্রোত্রশ্চাণপ্রাণ ইহাগত্য স্তথং চিরং
তিষ্ঠন্তু স্বাহা । দেবতার পূজা যখন জলে কিম্বা যন্ত্রপুষ্পে
করিবে, তখন আবাহনাদি করিবে না । ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠা ।

দেবতার পূজা । * এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ

*) * দেবতার পূজা চতুঃষষ্টি উপচারে, অষ্টাদশোপচারে, ষোড়শোপচারে
দশোপচারে এবং পঞ্চোপচারে হইতে পারে ।

পূজার উপচারাди ।

চতুঃষষ্টিরূপচারৌ যথা ।—আগ্ন্যায়োপবাসঃ ১ স্নানোপবাসঃ ২
মজ্জনশালাপ্রবেশনং ৩ মজ্জনমণ্ডপে মণিপীঠোপবেশনং ৪ দিব্যানীলয়ং ৫
উষর্জনং ৬ উষ্ণোদকস্নানং ৭ কনককলসস্থিতসংঘতির্থাভিষেকং ৮ ধৌতবস্ত্র
পরিমার্জনং ৯ অরুণবস্ত্রপরিধানং ১০ অরুণবস্ত্র উত্তরীয়ং ১১ আলমপমণ্ডপ
প্রবেশনং ১২ আলমপমণ্ডপীঠোপবেশনং ১৩ চন্দনাগুরুকুম্ভমুগমদকপূর
কস্তুরীবোচনাদিবাগন্ধসর্ব্বঙ্গাভূষণনং ১৪ কেশভাবস্ত্র কালীগুণ্ডমল্লিকা
মালতীজাতীচম্পকাশোকশতপত্রপূগকুহবীপুয়াগবল্লাবগুণীসকর্ভুকুম্ভমাল
ভূষণং ১৫ ভূষণমণ্ডপপ্রবেশনং ১৬ ভূষণমণ্ডপীঠোপবেশনং ১৭ নন্দিনীকটিক
চন্দ্রসকলং ১৮ দীপস্তম্ভস্নানং ১৯ ত্রিলোকরত্নং ২০ কালীকটিক ২১ কণ
যুগলং ২২ নাসাতবণং ২৩ অধরবাবকং ২৪ গ্রন্থনভূষণং ২৫ কনকচিত্রপদব
মহাপদকং ২৬ মুক্তাবলীং ২৭ কনকাবলীং ২৮ দেহচন্দকং ২৯ কেশরুধ
চতুঃ ৩০ বলরাবলীং ৩১ উদ্রিকাবলীং ৩২ কাকৌদামকটিকং ৩৩ শোভাথ
ভরণং ৩৪ পাদিকটকং ৩৫ রত্ননুপুরং ৩৬ পাশাঙ্গুরীয়কং ৩৭ এককর পাশং ৩৮
অস্ত্রকরে অঙ্কুশং ৩৯ ইতরকরেয পুণ্ড্রকটাপং ৪০ অপরকরে পুষ্পবাণী ৪১

কুস্ত ।—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে বন্ধ করিয়া দুই হস্ত এক মুষ্টিতে বন্ধন করিবে । ঐ মুষ্টির অভ্যন্তরে অবকাশ রাখিবে ।

প্রার্থন ।—সমস্ত অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত করিয়া হস্তদ্বয় আপন হৃদয়ে স্থাপন করিবে ।

দুর্গা ।—দুই হস্ত মুষ্টি বন্ধ করিয়া বাম মুষ্টি উপর দক্ষিণ মুষ্টি স্থাপন পূর্বক মস্তকোপরি রাখিবে ।

লিঙ্গ ।—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত কবত বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে বন্ধ করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি সকল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি-দ্বারা বন্ধ করিবে ।

ষড়ঙ্গ যুদ্রা ।—অর্থাৎ দেবতাব অঙ্গে ষড়ঙ্গত্বাস, উহা অঙ্গুলি নিয়ম অঙ্গন্যাসে দেখান হইয়াছে । ইহাকে সঙ্গী-করণ যুদ্রাও কহে ।

যোনী ।—মধ্যমাদ্বয় কুটিলাকৃতি করিয়া তর্জ্বনী উপরি-ভাগে স্থাপন করিবে এবং কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করিয়া সমুদয় অঙ্গুলী একত্র সংযুক্ত করত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা অঙ্গুলী সকলকে পাড়িত করিবে ।

ভূতিনী ।—যোনি যুদ্রা বন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় কুটিল করিয়া ঐ মধ্যমাদ্বয়ের উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সন্নিবেশিত করিবে ।

লেলীহা ।—তর্জ্বনী মধ্যমা ও অনামিকা সমভাবে অধো-মুখ করিয়া অনামিকাতে অঙ্গুষ্ঠ নিক্ষেপ করত কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিবে ।

চক্র—হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা

অঙ্গুলীদ্বয় প্রসারিত ও বক্রভাবে উভয় অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিবে ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয়কল্পে ত্রয়োবিংশ পটল ।

ভোজন ।

পূজা সমাপনানন্তর দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে এবং স্বগণ স্বপচগণ ও পশুপক্ষী ইত্যাদি গণকে বলি প্রদান করিবে । ইহার নাম বৈশ্বদেব বলি । পূর্বাঙ্কে ও সায়াং-কালে এই বলি প্রদান পূর্বক অতিথিকে ভোজন করাইয়া গৃহস্থ ভোজন করিবে । কারণ অতিথিকে প্রদান না করিয়া যে স্বয়ং ভোজন করে সে কেবল পাপভোজন করে ও পরকালে পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয় । অতিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় ঐ অতিথি আপনার সমস্ত পাপ গৃহস্থকে দিয়া সেই গৃহস্থের যে কিছু পুণ্য থাকে তাহা লইয়া গমন করে । অতিথিকে যথাসম্ভব আহার প্রদান অবশ্য করিবে । যদি কোন অতিথি উপস্থিত না হয়, একটা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে । অপ্রোক্ষিত অসংস্কৃত পর্যুষিত এবং কুৎসিত অন্ন অর্থাৎ কেশ কীটাদিযুক্ত অন্ন, রজস্বলা স্পৃষ্ট অন্ন, জননাসৌচ্য, যুতাসৌচ্য, পশুপক্ষী স্পৃষ্ট ইত্যাদি অন্ন ভোজন করিবে না । হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন পূর্বক শুচিবস্ত্র পরিধান করত পূর্বাস্থ কিস্মা পিতা মাতা বর্তমান না থাকিলে দক্ষিণাস্থ হইয়া ও ভোজন করিবে । আহারীয় দ্রব্য ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া

আহার করিবে, কারণ অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাভূত ও জলমুক্ত
 তুল্য জানিবে । ভোজনকালে অন্ন ভিন্ন অন্য বিষয়ে
 মনঃসংযোগ করিবে না, এবং যে পর্য্যন্ত ভোজন সমাপ্ত না
 হয়, অন্নের গুণাগুণ বর্ণন করিবে না । সুপ্রোক্ষিত রস্তু
 বলিয়া গায়ত্রী দ্বারা অন্ন মন্ত্রপূত পূর্ব্বক প্রথমে পঞ্চগ্রাস
 মৌনী হইয়া প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে প্রদান করত আহার
 করিবে । আহার তিন প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ।
 সাত্ত্বিক প্রিয় আহার—আয়ুঃ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি-
 বিবৰ্দ্ধক । তাহারা রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্য্যকারী ও
 দেহের হিতকারী । রাজস আহার—অতিশয় কটু, অন্ন,
 লবণ, উষ্ণ, অতি ভীক্ষু, অতি বিদাহী, দুঃখ, শোক ও রোগ-
 কারী । তামস আহার—শৈত্য, নীরস, দুৰ্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত,
 উচ্ছিষ্ট দ্রব্য এবং মদ্য মাংসাদি । প্রথমে তিক্ত কটু
 লবণায় ভোজন করিবে, পরে মধুর রসে আহার সমাপণ
 করিবে । প্রথমে ও শেষে তরল দ্রব্য মধ্যে কঠিন দ্রব্য
 ভোজন করিবে । প্রথম প্রহরের পর তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বে
 দিবসে আহার করিবে । রাত্রিতে দেড় প্রহরের মধ্যে
 আহার করিবে । এক পংক্তিতে আহার করিতে বসিলে
 জলাদি দ্বারা পৃথক পংক্তি করিবে, কারণ তাহা না করিলে
 যদি পংক্তি মধ্যে কেহ পত্র ত্যাগ করে তাহা হইলে
 সকলেরই পত্র ত্যাগ করিতে হয় । শেষ অন্ন ভোজন
 করিবে না । দিবসে দুইবার ভোজন নিষিদ্ধ । তবে ফল
 মূল্যাদি ভোজন করা যায় । ব্রাহ্মণ চতুরশ্র, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণ,
 বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্রাকার এবং শূদ্র বর্ত্তলাকার মণ্ডল ভোজন

পাত্রে নিক্ষেপ না করিয়া ভোজন করিলে অন্ন যক্ষাদিতে হরণ করে । ভর্গ্যকাংস্য ও পিত্তলের পাত্রে, পদ্মপাত্রে ও বস্ত্রে ভোজন নিষেধ । ঘৃত ভোজন মধ্যাহ্নে করিলে রাত্রে অন্নের সহিত আর ঘৃত ভোজন করিবে না । পানীয় পাত্র দক্ষিণ দিকে রাখিবে । জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, শক্তু, শাক, এই সমস্ত দ্রব্য ভোজনের শেষভাগ রাখিবে না । কিন্না উহাদের অবশিষ্ট অপরকে দিবে না । লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, ছত্রাক, এবং বিষ্ঠাজাত দ্রব্য আহার করিবে না । গো, মহিষী এবং ছাগী ইহাদের দুগ্ধ প্রসবের দশদিন পরে শুদ্ধ হইলে পান করিবে । বৃথা মাংস অর্থাৎ বিধি পূর্বক দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান না করিয়া মাংস ভোজন করিবে না, করিলে পরকালে পশুযোগি প্রাপ্ত হয় । কার্তিকের শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত মৎস্য মাংস কদাচ আহার করিবে না । এই পঞ্চদিবসকে বকপঞ্চক বলে, বকও এই পাঁচ দিন মৎস্য ভক্ষণ করে না । প্রতিপদে কুম্ভাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে শ্রীফল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে অলাবু, দশমীতে বলম্বী, একাদশীতে শিন, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বার্তাকু, চতুর্দশীতে মাষকলাই এবং অমাবস্তা ও পূর্ণিমাতে মাংস ভোজন করা নিষেধ । প্রথমে বাহ্য পঞ্চ বায়ুকে ভূমিতে বলি প্রদান করিয়া অমৃতোপস্তরগমসি স্বাহা মন্ত্রে গণ্ডূষ করিবে । পরে পঞ্চ অন্তর বায়ুকে ঘৃতে দ্বারা আহুতি দিবে । ভোজনের পর ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা মন্ত্রে গণ্ডুষের জল অর্দেক

পান করত অর্ধেক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া আচমন করিবে। পরে মুখ হস্ত পদাদি প্রক্ষালনানন্তর পূর্ব অথবা উত্তর মুখে আসনে উপবেশন পূর্বক ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া আহাৰ জীর্ণহেতু এই মন্ত্র পাঠ করত উদরে হস্ত বুলাইবে যন্ত্র যথা—বিষ্ণুরতা তথৈবানং পরিনামশচ বৈ যথা । সত্যেন তেন বৈ ভুক্তং জীৰ্য্যত্বমমিদং তথা । তৎপরে পুনৰ্বার আচমন করিয়া তাম্বুল ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করত ভক্ষণ করিবে। ভোজনের পর শাস্ত্রালোচনা এবং লোকযাত্রা নির্বাহ করিবে। তদনন্তর সায়াংসন্ধ্যা বন্দনা করিয়া দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যে ভোজন করিয়া শয়ন করিবে। সূর্য্যাস্তের পর অতিথি আসিলে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া শয্যাঙ্ক প্রদান করিবে নচেৎ অতিথি দিবসে বিমুখ হইলে যে পাপ হয় তাহার আটগুণ পাপ অধিক হইবে।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয়কল্পে চতুর্বিংশ পটল ।

শয়ন বিধি ।

আহারান্তে হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ পূর্বক শয্যাতে শয়ন করিবে। সূর্য্যাস্তের পর শয্যা পাতন ও সূর্য্যোদয়ের পূর্বে শয্যা উত্তোলন করিবে। শিরোদেশে মাজল্য এবং জলপূর্ণ কলশ রাখিবে। পূর্ব অথবা দক্ষিণ শিরা হইয়া শয়ন করিবে। প্রবাসে পশ্চিম শিরা হইয়াও শয়ন করিতে পারে, উত্তর শিরা হইয়া কোন স্থানেই শয়ন করিবে না। রাত্রির মধ্যে দুই প্রহর কাল শয়ন করিবে।

পত্নীগমন বিধি । সন্ধ্যাকালে নারীগমন করিলে নপুংসক পুত্র জন্মে এবং শেষরাত্রে স্ত্রীসন্তোগ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় । ঋতুমতী স্ত্রীকে ত্রিরাত্র ত্যাগ করিবে । চতুর্দশী, অষ্টমী, পূর্ণদশী ও পূর্ণকালে এবং শ্রাদ্ধ দিবসে নারী সন্তোগ পরিত্যাগ করিবে । ঋতুস্নাতা ভার্য্যা নিকটে থাকিতে যে ব্যক্তি গমন না করে, সে ঘোর নরকে পতিত হয় । ঋতুকাল ঘোড়শ দিবস পর্য্যন্ত, এই সময় স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম হইলে যুগ্মদিবসে পুত্র ও অযুগ্মদিবসে কন্যা জন্মায়, ইহার বিশেষ বিবরণ সৃষ্টিপ্রকরণে দেওয়া হইয়াছে, একারণ এ স্থলে আর বিবৃত করা হইল না । পুরুষ ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিলে স্নান এবং ঋতু ভিন্ন কালে গমন করিলে মূত্রাদি শৌচবৎ শৌচ করিবে । পতিতা, রজস্বলা, অকামা, কুপিতা, নষ্টা ও ক্ষুধার্ত্তা স্ত্রীতে গমন করিবে না । পুরুষ সকাম ও সানুরাগ হইয়া নিজ পত্নীতে গমন করিবে । ক্ষুদিত কিস্বা চিন্তামিত হইয়া স্ত্রীসন্তোগ করা নিষেধ । দেবতার স্থানে, বৃক্ষতলে, উঠানে, তীর্থে, মাঠে, শ্মশানে, উপবনে, জলমধ্যে এবং ভূতলে স্ত্রীসংসর্গ করিবে না । পরস্ত্রী কদাচ গমন কিস্বা কামভাবে দর্শন ও স্পর্শন করিবে না । ইহাতে ইহলোকে আয়ুঃক্ষয় ও পরলোকে নরকগামী হইতে হয় । এই সমস্ত বিধি যাহা কথিত হইল, উহা সকলেরই প্রতিপালন করা কর্তব্য, না করিলে মহাপাতক হয় ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয়কল্পে পঞ্চবিংশ পটল ।

হোম প্রকরণ ।

হোমকার্যে তুস অঙ্গারাদি রহিত মনোরম্য পরিষ্কার স্থানে বালুকারাশী দ্বারা এক অঙ্গুল উচ্চ চতুর্দিকে এক হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল অর্থাৎ স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া উহার এক প্রথমে এই প্রকারে সংস্কার করিতে হইবে । যথা—

মূলমস্ত্রে 'স্থণ্ডিল অবলোকন, ফট্ মস্ত্রে তাড়না, মূলমস্ত্রে প্রোক্ষণ, হুঁ মস্ত্রে অভ্যুক্ষণ এবং মূলমন্ত্র ও দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া স্থণ্ডিলায় নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে । পরে স্থণ্ডিলে প্রাদেশ প্রমাণ তিনটী পূর্বাগ্র ও তিনটী উত্তরাগ্র রেখা টানিতে হইবে, পূর্বাগ্র তিনটী রেখাতে দক্ষিণাদি ক্রমে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ ওঁ দীশানায় নমঃ ওঁ পুরন্দরায় নমঃ এবং উত্তরাগ্র তিনটী রেখাতে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ ওঁ ইন্দবে নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে । তাহার পর দেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হইবে । তৎপরে ঐ স্থণ্ডিল মধ্যে একটী ষট্‌কোণ মণ্ডল করিবে ষট্‌কোণ মণ্ডলের বাহিরে একটী বৃত্ত ও বৃত্তের বাহিরে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল এবং ত্রিকোণ মণ্ডলের বাহিরে একটী অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া তাহার বাহিরে চতুর্দার যুক্ত চতুরস্ত্র রচনা করিবে । ঐ লিখিত যন্ত্র মধ্যে মূলমস্ত্রে তিনবার পুষ্প দিবে । পরে ওঁ মস্ত্রে হোমের দ্রব্যাদি প্রোক্ষণ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা বহির যোগপীঠ অর্চনা করিবে যথা—অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকোপরি । ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ ওঁ প্রকৃত্যে নমঃ ওঁ কুর্মায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যে নমঃ ওঁ ক্ষীর

সমুদ্রায় নমঃ ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ ওঁ
কল্পবৃক্ষায় নমঃ ওঁ মণিবোদিকায়ৈ নমঃ ওঁ রত্নসিংহাসনায়
নমঃ । যজ্ঞের অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ ওঁ
জ্ঞানায় নমঃ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ । পূর্ব্বাদি
চতুর্দিকে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ ওঁ অবৈরাগ্যায়
নমঃ ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ । মধ্যে ওঁ অনন্তায় নমঃ-ওঁ পদ্মায়
নমঃ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে ১ নমঃ উং সৌম-
মণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে ২ নমঃ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ-
কলাত্মনে ৩ নমঃ । কেশরে পূর্ব্বাদি মধ্যে ওঁ পীতায়ৈ নমঃ
ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ওঁ ধূত্রায়ৈ নমঃ ওঁ তীত্রায়ৈ
নমঃ ওঁ স্ফুলিগায়ৈ নমঃ ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ ওঁ জ্বালিগায়ৈ নমঃ ।
তৎপরে রং বহ্যাসনায় ৪ নমঃ বলিয়া বহ্নির আসন পূজা
করিয়া ঋতুস্নাতা নীলনলিনী নয়না বাগীশ্বর সংযুক্তা বাগী-
শ্বরীকে ধ্যান করিবে । ধ্যান যথা—বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং

(১) সূর্য্যের দ্বাদশকলার নাম—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জালিনী,
রুচি, সূধূম্রা, ভোগদা, বিম্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা ।

(২) চন্দ্রের ষোড়শ কলার নাম—অমৃত্য, মানদ্য, পূজা, তুষ্টি, পুষ্টি,
রতি, ধৃতি, শশিনী, চল্লিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, জী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও
পূর্ণায়তা ।

(৩) বহ্নির দশকলার নাম—ধূম্র, অর্চ্চিঃ, জালিনী, সূক্ষ্মা, জালিনী,
বিফুলিঙ্গিনী, সূজী, সুরূপা, কপিলা, ও ইব্যাকব্যবহা ।

(৪) এইরূপ বহ্নির আসন কল্পনা করিয়া বহ্নির মূর্ত্তি চিত্তা করিবে । যথা—
বালার্কারণসংকাশঃ সপ্তজিহ্বঃ দ্বিমস্তকম্ অজার্কটঃ শক্তিধরঃ জটামুক্ত-
মণ্ডিতম্ । অর্থাৎ বালসূর্য্যের স্তায় অরুণবর্ণ সপ্তজিহ্বা, দুই মস্তক, ছাগের
উপর অধিরূড় হস্তে শক্তি এবং জটা ও মুকুটে ভূষিত ।

নীলেন্দ্রীবর লোচনাং বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং । এইরূপ ধ্যান করিয়া ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর্যো নমঃ বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে । অনন্তর প্রশস্ত ৫ অগ্নি আনয়ন করিয়া মূলমন্ত্রে অগ্নি অবলোকন, অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া কৃতাজ্জলি পুটে অগ্নির আবাহন পূর্বক ওঁ বহুর্যোগ পীঠায় নমঃ বলিয়া বহুপিঠের পূজা করিয়া পীঠের পূর্বাদি চতুর্দিকে ওঁ বামায়ৈ নমঃ ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ ওঁ রৌদ্র্যে নমঃ ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুক দেবতা স্থণ্ডিলায় নমঃ এইরূপে পূজা করিয়া ঋতুমতী বাগীশ্বরী দেবীর ধ্যান পূর্বক রং বলিয়া অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া মূলমন্ত্র পাঠানন্তর হুঁ ফট্ ক্রব্যাদেভাঃ স্বাহা মন্ত্রে রাক্ষসগণের দেয় অংশ দক্ষিণে পরিত্যাগ করিবে । তৎপরে ফট্ মন্ত্রে অগ্নিকে সংরক্ষণ হুঁ মন্ত্রে অবগুষ্ঠন এবং ধেনু মুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা অগ্নি ধারণ পূর্বক স্থণ্ডিলের উপরে তিনবার ভ্রামিত করিয়া অগ্নিকে শিববীর্ঘ্য স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্বক আপনার অভিমুখে যোনিযন্ত্রের ১ উপর অগ্নি ক্ষেপণ

(৫) যে রূপ অগ্নি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা আছে তাহা বর্তমান কালে ঐ রূপ অগ্নি পাওয়া সম্ভব নয় । প্রশস্ত অগ্নি বলিলে স্বর্ঘ্যকাস্তাদি মণি সম্ভূত কিম্বা বেদজ্ঞ সচ্চরিত্র ও সংকুলজাত সাধিক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে অগ্নি আনয়ন করিবে । অথবা পাবাণসম্ভূত অরনিজাত কিম্বা অরণ্যস্থিত অগ্নি আনিবে । ইহার অভাবে ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে অগ্নি আনিবে ।

(১) স্থণ্ডিল মধ্যে যে ত্রিকোণ রেখা অঙ্কিত আছে ।

করিবে। অনন্তর ত্রীং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ বলিয়া বহ্নিমূর্তির ২ পূজা করিবে এবং রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ বলিয়া বহ্নির চৈতন্য সংযোগ করিবে। পরে এই সমস্ত মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা। পরে করষোড়ে অগ্নির বন্দনা করিবে যথা—ওঁ অগ্নিঃ প্রজ্জ্বলিতং ১ বন্দে জাতবেদং হতাশনং স্তবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং। ঐ সমস্ত বলিয়া অগ্ন্যুপস্থান ২ করত অগ্নে ত্বং অমুক দেবতানামাসি ৩ এইরূপ দেবতার নামোচ্চারণ পূর্বক বহ্নিনামকরণ করিয়া ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহা বহ লোহিতাক সর্বকর্মাণি শাধয় স্বাহা বলিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে ওঁ অগ্নেহিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো ৪ নমঃ বলিয়া অগ্নির সপ্তজিহ্বার পূজা করিবে। তৎপরে ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ান্ন নমঃ ওঁ সহস্রার্চিষে শিরসে স্বাহা ওঁ সহস্রার্চিষে শিখায়ৈ

(২) বহ্নির অষ্টমূর্তি—জাতবেদঃ, সপ্তজিহ্বা, ইব্যাবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজঃ বিশ্বমুখ, ও দেবমুখ।

(১) প্রজ্জ্বলিত, স্তবর্ণসদৃশ, নিম্নল, প্রদীপ্ত ও সর্বতোমুখ, জাতবেদ হতাশনকে বন্দনা করি।

(২) উপাসনা করিয়া কুশদ্বারা স্তম্ভল আচ্ছাদন করিবে।

(৩) যে দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে সেই দেবতার নাম করিবে।

(৪) কালী, কপালী, মনোজবা, স্ত্রলোহিতা, স্ত্রধূম্রা, স্কুলিঙ্গিনী, বিশ্ব-নিরুপিণী, এই ৭টী তামসিকজিহ্বা। হিরণ্য, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, স্পৃশতা, অতিরক্তা, ও বহুরূপা ৭টী সাত্ত্বিক জিহ্বা। পদ্মরাগ, স্তবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, রোহিতা, শ্বেতা, ধূমিত্ত ও করালিকা ৭টী রাজসিক জিহ্বা।

বষট্, ওঁ সহস্রার্চিষে কবচায় হুঁ, ওঁ সহস্রার্চিষে নেত্র-
ত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ সহস্রার্চিষে করতল পৃষ্ঠাভ্যাং কট্ ।
এইরূপে বহ্নিষড়ঙ্গ পূজা করত ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে
ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ বলিয়া অগ্নির অষ্টমূর্ত্তির পূজা
করিবে । তদ্বাহ্যে ওঁ ব্রহ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, তদ্বহিঃ
ওঁ পদাদ্যষ্টনিধিভ্যো ৫ নমঃ, তদ্বাহ্যে ওঁ ইন্দ্রাদি লোক-
পালেভ্যো নমঃ, তদ্বাহ্যে ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ । এইরূপে
অষ্টশক্তি, অষ্টনিধি, ইন্দ্রাদি দিকপালগণের এবং তাঁহাদের
বজ্রাদি অস্ত্রগণের পূজা করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্রদ্বয়
স্বতমধ্যে ১ নিক্ষেপ করিবে । স্বতের বামে ঈড়া, দক্ষিণে
পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্নার চিন্তা করিয়া দক্ষিণ ভাগ

(৫) অষ্টনিধি ।—পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল, ধর্ম ।

(১) ঋব নামক যজ্ঞীয় পাত্রস্থিত স্বত । হোম করিতে হইলে ঋব ও
ঋক প্রস্তুত করিতে হয় । শিংশপ, শ্রীপর্বা কিস্বা ক্ষীরীক্বেব দ্বাবা ঋব ও
ঋক প্রস্তুত করিবে । ঋকের পরিমাণ এক হস্ত হইবে । কনিষ্ঠ অঙ্গুলী পৰিমিত
স্বত নির্গমনের জন্য উহার মুখে মার্গ করিবে । ঋকের ষট্ ত্রিংশৎ ভাগের
চতুর্বিংশতি ভাগে ঋব হইবে । এবং উহা এ প্রকার গতিব করা চাই
যাহাতে ৮০ রতি পরিমাণ আজ্য থাকিতে পারে । ঐ প্রকার ঋক ও ঋবেব
অভাবে নিচ্ছিন্ন পলাশ পত্র কিস্বা অশ্বখপত্র দ্বাবা ঋক ও ঋব করিয়া লইবে ।

আজ্যস্থলী শোধন ।—আজ্যস্থলী আপনাব সম্মুখে আনিয়া ফট্ মন্ত্রে
কোষাঙ্ঘ্রিত জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবে । পরে উহাতে আজ্য নিক্ষেপ
করিয়া ঐ আজ্য সংস্কার করিয়া লইবে । তদনন্তর অগ্নির বায়ুকোণে
অঙ্গার উদ্ধৃত করিয়া সেই অঙ্গারের উপর নমঃ বলিয়া আজ্যস্থলি রাখিবে ।
তাহার পর দুইটী কুশ জালিয়া আজ্য মধ্যে নিক্ষেপ করত উহার দ্বারা
স্বত লইয়া নমঃ মন্ত্রে ঐ কুশদ্বয় অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিবে । ৩৭পবে

হইতে স্নাত লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা বলিয়া অগ্নির দক্ষিণ
নেত্রে, বামভাগ হইতে স্নাত লইয়া ওঁ সোমায় স্বাহা বলিয়া
অগ্নির বামনেত্রে এবং মধ্যভাগ হইতে স্নাত লইয়া ওঁ
অগ্নিসোমাত্যাং স্বাহা বলিয়া অগ্নির ললাটস্থনেত্রে আছতি
প্রদান করিবে । পরে নমঃ বলিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণভাগ
হইতে স্নাত লইয়া ওঁ অগ্নয়ে ঐষ্টিকৃতে * স্বাহা মন্ত্রে
অগ্নির মুখে হোম করিবে । তৎপরে মহাব্যাহতি হোম
যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুব স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা এই তিন
ব্যাহতি দ্বারা হোম করিয়া ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ
লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা বলিয়া তিনবার আছতি
প্রদান করিবে । অন্তর অগ্নিতে ইষ্ট দেবতাকে আবাহন
করিয়া পীঠ দেবতার সহিত তাঁহার পূজা করত তাঁহার
মুখে স্নাতদ্বারা মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার আছতি দিবে ।
পরে বহিদেবতা ও আত্মার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্র
দ্বারা একাদশ আছতি প্রদান পূর্ব্বক অঙ্গদেবতার উদ্দেশে
হোম করিবে যথা—ওঁ মূলমন্ত্রস্তাঙ্গ দেবতাভ্যঃ স্বাহা ।
তৎপরে সঙ্কল্প করিয়া যথাবিহিত বস্তু দ্বারা হোম সমাপণ

স্নাত অর্ধণ পূর্ব্বক ঐ উক্ত অঙ্গার অগ্নিতে দিবে এবং জল স্পর্শন পূর্ব্বক
দক্ষিণ হস্তোপরিভাবে অধোমুখ হস্তে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা প্রাদেশ
প্রমাণ কুশদ্বয় ধারণ করিয়া ফট্ মন্ত্রে স্নাতকে পবিত্রীকরণ করত নমঃ মন্ত্রে
ঐ কুশদ্বয় দ্বারা আত্মসম্মুখে স্নাত সংপ্রব করিবে ।

স্নান হইতে স্নান দ্বারা স্নাত লইয়া শান্তিকার্য্যে তর্জ্জ্বী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে
হোম করিবে ।

* তমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ ঐষ্টিকৃৎ শ্রীভূঃ বজ্রসাক্ষী ক্ষেমকর্তা

করিবে । সঙ্কল্প যথা—ওঁ তং সৎ অদ্য অমুকে মাগি
অমুক রাশিস্থে ভাকরৈ অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক
গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুক দেবতা প্রীতিকামো
অমুক দেবতা পূজাঙ্গীভূতং অমুক মন্ত্রেণ বিষ্ণুপত্নৈ শত হোম
মহং করিষ্যে । তদন্তর মূলমন্ত্রে ফল ও তাম্বুল সহিত
পূর্ণাহুতি ১ দিবে । তৎপরে সংহার মুদ্রায় দেবতাকে
স্বহৃদয়ে আনয়ন পূর্বক অগ্নে ক্ষমস্ব মন্ত্রে বিসর্জ্যম ২ করত
দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ৩ করিবে । তৎপরে
স্নাত মিশ্রিত ভস্ম কপালে ধারণ করিবে । যে প্রণালীতে
হোম করিতে হইবে তাহা দেখান হইল এক্ষণে
সাধক দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন । যদি কেহ
উক্ত প্রকার হোম করিতে অশক্ত হন তাহা হইলে সংক্ষেপ
হোম অবশ্যই করিবেন, কারণ হোম না করিলে মন্ত্র কোন
ফলদান করিতে পারে না, অতএব সর্বপ্রকারে যত্নপূর্বক
হোম করা সকলেরই কর্তব্য । নিত্য হোম করিলে সকল

সর্বান কামান্ প্রপূরয় ॥ হে অগ্নি তুমি সর্বলোকের পবিত্রজনক অতীষ্ট
কর্তা, প্রভু, যজ্ঞের সাক্ষী ও মঙ্গলকর্তা তুমি আমার সমস্ত কামনা পূরণ
কর । এইরূপ চিন্তা করিয়া আছতি দিবে । স্টিষ্টকৃৎ হোম করিয়া মনে
মনে এইরূপ ভাবনা করিবে—হে পরব্রহ্মণ এই কর্মের যে কিছু অযুক্ত করা
হইয়াছে, তাহা শাস্তি ও যজ্ঞ সম্প্রাপ্তির জন্ত ব্যাছতি দ্বারা হোম করিতেছি ।

(১) এইরূপ ভাবনা করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে—হে যজ্ঞেশ্বর আমার এই
যজ্ঞপূর্ণ হউক, যজ্ঞ দেবতার। ভূষ্ট হউন এবং এই যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফলদান করুন ।


(২) অগ্নিকে দক্ষিণ দিকে চালিত করিবে ।

(৩) অর্থাৎ আমার এই কার্য্য দোষ শুদ্ধ হউক এইরূপ বলিবে ।

সম্পত্তি ও সর্বসিদ্ধ লাভ হয় । নিত্য সংক্ষেপ হোম কি
রূপে করিতে হয় তাহা এখানে দেখান যাইতেছে ।

নিত্য সংক্ষেপ হোম ।

প্রথমে যের্থানে হোম করিতে হইবে সেই স্থান অর্ঘ্য
জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া ঐ স্থানে পূর্বাগ্র তিনটী রেখা
টানিবে । পরে অগ্নি আনয়ন পূর্বক ঐ অগ্নিকে মূলমন্ত্রে
অবলোকন, অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে আবাহন করত হুঁ ফট্
ক্রব্যাভ্যঃ স্বাহা বলিয়া দক্ষিণদিকে রাক্ষসগণের অংশ
পরিত্যাগ করিয়া ঐ তিনটী রেখার উপরে মূলমন্ত্রে অগ্নি
সংস্থাপন পূর্বক তৃণকাষ্ঠ দ্বারা ঐ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত
করিবে । তৎপরে ওঁ ভুঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা
বলিয়া তিনবার আহুতি দিবে এবং দেবতার অঙ্গ মন্ত্রে
ছয় বার আহুতি দিতে হইবে । তদনন্তর ঐ অগ্নিতে স্নায়
ইকদেবতাকে আবাহন করিয়া তাঁহার পূজা করত স্বাহাস্ত
মূলমন্ত্র দ্বারা অগ্নি মধ্যে যোলবার আহুতি দিয়া সঙ্কল্প

হোমীয় দ্রব্যের পরিমাণ । দ্রুত, হৃৎ, মধু, পুষ্প, বিষ্ণপত্র ইত্যাদি
নানাবিধ দ্রব্যের দ্বারা হোম করা যায় । কোন দ্রব্য কত পরিমাণ লইবা
এক এক বার আহুতি দিতে হয় তাহা দেখান যাইতেছে ।—দ্রুত, ,
পঞ্চগব্য, মধু, হৃৎকান ও লবণ এক এক বারে ২ তোলা লইবে । গুড়,
শর্করা ৪ তোলা । ইক্ষু ১ পর্ব । পত্র, পুষ্প, ও পিষ্টক ১টী করিবা ।
লেবু ৪ ভাগের ১ ভাগ । পমশ ১০ ভাগের ১ ভাগ । নারিকেল ৮ ভাগের
১ ভাগ । বিষ্ণ ৩ ভাগের ১ ভাগ । কদবেল ২ ভাগের ১ ভাগ । কাঁকড়
৩ ভাগের ১ ভাগ দিতে হইবে । অন্ত অন্ত ফল ১টী করিবা দিবে ।

করিবে । সঙ্কল্প যথা—ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকৈ মাসি
অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা
অমুক দেবতা পূজাস্তু ইয়ং সংখ্যক অমুকদ্রব্যৈ হোমিমহং
করিষ্যে । এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ঘৃত ও মধুযুক্ত পুষ্প
বিষপত্র কিম্বা যথোক্ত দ্রব্য দ্বারা স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে আছতি
প্রদান করিবে । এবং হোম সমাপণ করিয়া স্তবপাঠ ও
নমস্কার করিবে । পরে অগ্নে ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জজন করিবে ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয়কল্পে ষড়্‌বিংশ পটল ।

শিব পূজা, শিবলিঙ্গোৎপত্তি এবং তৎ শুভাশুভ লক্ষণ ও চিহ্নাদি ।

নিত্য সাধারণ পূজা পদ্ধতি ক্রমে সামান্য অর্ঘ্য, স্থাপন

দুর্কা ৩টি । ধাতু ও মুগ, মাষকলাই, যব, ও গোধূম এক মুষ্টি । তণুল এক
মুষ্টির ১০ ভাগ । তিল, সর্বপ, ১ গণ্ডুষ । মরিচ ২০টি । চন্দন, অণ্ডক,
কপূর, কস্তুরী ও কুঙ্কুম, তিস্তিড়ীবিজ পরিমাণ ।

আজ্যহোমে অগ্নিকে সয়ান এবং অন্ত্যস্ত দ্রব্য হোমে উপবিষ্ট ধ্যান
করিয়া হোম করিবে । অগ্নিব প্রজ্জ্বলিত শিখার উপর আছতি দিবে,
হোমকালে অগ্নির বর্ণ সূবর্ণ, সিন্দূর, বালার্ক কিম্বা মধুর ন্যায়, উহার ধূম
কুন্দপুষ্প ও ইন্দুবৎ সূত্র এবং দক্ষিণাবর্ত, কম্পহীন ও ছত্রের ন্যায় শিখা
হইলে, চম্পক, পদ্ম, কল্লার যুথিকা ইত্যাদি এবং ঘৃত ও গুণ্ডুলের ন্যায় গন্ধ
হইলে শুভফল প্রদান করে । অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির
হইলে ও শিখা ছিন্ন কি গোলাকার হইলে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হয় ।
যদি ঐ রূপ কোন দোষদৃষ্ট হয় তাহার শাস্তির জন্ত পঞ্চবিংশতিবার আজ্য
আচ্ছতি দিবে ।

হইতে ঋষ্যাদিন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া মূর্তিন্যাস করিবে যথা—
 তর্জ্জতোঃ নং তৎপুরুষায় নমঃ, মধ্যময়োঃ নং অঘোরায় নমঃ
 কনিষ্ঠয়োঃ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ অনামিকয়োঃ বাং বাম-
 দেবায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠয়োঃ যং ঈশানায় নমঃ । তৎপরে মুখে
 নং নমঃ হৃদয়ে সং নমঃ পাদদ্বয়ে শিং নমঃ গুহে বাং নমঃ
 যন্তকে যং নমঃ । পূর্ব্ববদনে নং নমঃ দক্ষিণ বদনে মং নমঃ
 পশ্চিম বদনে শিং নমঃ উত্তর বদনে বাং নমঃ উর্দ্ধ বদনে যং
 নমঃ । পরে করাস্ত্যাস করিয়া ওঁ নমোহস্ত্রাহানুভূতায়
 জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে । চতুর্ম্মূর্ত্তিপুষ্কায়ামাসিতাঙ্গায় শম্ভবে
 এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে । পরে সাধারণ
 পূজা বিধানে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়া
 আবরণ পূজা করিবে যথা—কর্ণিকাতে ওঁ ঈশানায় নমঃ ওঁ
 তৎপুরুষায় নমঃ ওঁ অঘোরায় নমঃ ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ সদ্যো-
 জাতায় নমঃ শিবের এই পঞ্চ মূর্ত্তির পূজা করিয়া কেশরেতে
 নিবৃত্তাদি কলার পূজা করিবে যথা—ওঁ নিবৃত্তৈ নমঃ ওঁ
 প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ ওঁ শাস্ত্রায়ৈ নমঃ । তৎপরে
 অগ্ন্যাди কোণে মধ্যে এবং চতুর্দিকে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি
 বড়ঙ্গ পূজা করিয়া ওঁ অনন্তায় নমঃ সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়,
 একনেত্রায়, একরূদ্রায়, ত্রিমূর্ত্তয়ে, ত্রীকটায় ও শিখণ্ডিনে
 নমঃ বলিয়া পূজা করিবে । পরে উত্তরাদিক্রমে বামাবর্ত্তে
 ওঁ উমায়ৈ নমঃ এবং চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাবলায়, গণেশায়,
 বৃক্ষায়, ভৃঙ্গরীটায় ও স্বন্দায় নমঃ এইরূপে পূজা করিতে
 হইবে । আর আর সমস্ত কৰ্ম্ম সাধারণ পূজা বিধানে করিয়া
 পূজা সমাপ্ত করিবে ।

মিত্রের কল্প বহল। হিতবুদ্ধি সুকৃত্যে তাহার নাম কল্পিত।
 কে শিল্পার ছুই চক্র, দক্ষিণে এক রেখা এবং উজ্জল শ্যামবর্ণ তাহার নাম স্বদর্শন। তাহার আকার
 শকটাকারে হুংখ, পূলাঞ্জে যুত্যা, শিক্তান্ত্র হইলে দারিত্র্য,
 পিঙ্গলবর্ণে হামি, লগ্নচক্রে ব্যাধি, ও বিদীর্ণ হইলে নিশ্চয়
 যুত্যা হইবে।

যাহার বামপাশ্বে এক চক্র, দক্ষিণে এক রেখা এবং
 উজ্জল শ্যামবর্ণ তাহার নাম স্বদর্শন। তাহার আকার
 অর্ধচন্দ্রাকৃতি তাহার নাম স্বদীপক। তাহার বামপাশ্বে
 ছুই চক্র, দক্ষিণে এক রেখা এবং উজ্জল শ্যামবর্ণ তাহার
 নাম ত্রিবিক্রম। তাহার মধ্যদেশে ছুই চক্র এবং পাশ্বে
 চতুরশ্র রেখা তাহার নাম চতুর্মুখ। তাহার বামপাশ্বে

তবিরহিত্র বহলঃ গৃহীণাঃ সুখপ্রদঃ। হেচক্রেটেক লগ্নে চ পৃষ্ঠে যত্র তু
 পুঙ্কলঃ। শত্বর্গস্ত বিজ্ঞেয়ঃ সুখদঃ গৃহীণাঃ সদা। অনিরুদ্ধস্ত পীতাভঃ
 বর্জুলকৃতি শোভনঃ। সুখপ্রদঃ গৃহস্থানাং প্রবলস্তি মনীষিণঃ।
 ছত্রাকারে ভবেজ্জাভাঃ বর্জুলে চ মহাপ্রিয়ঃ। হুংখক শকটাকারে পূলাঞ্জে
 ময়নপ্রদঃ। বিকৃতান্ত্রে চ জারিত্রঃ পিঙ্গলে হানিরেবচ। লগ্নচক্রে ভবেজ্জ্যাবি
 র্ভিদীর্ণে ময়নঃ প্রবঃ।

স্বদর্শনস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাত্মতিঃ। বামপাশ্বে তথা চক্রং রেখৈ-
 কৈব তু দক্ষিণে। স্বদীপকঃ স বিজ্ঞেয়ো যোহর্ধ্বে চন্দ্রাকৃতির্ভবেৎ। তম-
 ভার্য্য লতেৎ স্বর্গং বিবরাণ্ড সমীহিতান্। ত্রিবিক্রমস্ত বিজ্ঞেয়ঃ শ্যামবর্ণো
 মহাত্মতিঃ। বামপাশ্বে চক্রবৃন্তমেকরেখা তু দক্ষিণে। চতুর্মুখঃ স
 বিজ্ঞেয়ো হে চক্রে মধ্যদেশতঃ। চতুর পাশ্বে গ রেখা বেলশাজাগমপ্রদঃ।

কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুযুক্ত সমান চক্র তাহার নাম লক্ষ্মীনরহরি ।
 যাহার রক্তবর্ণ পঙ্কজচ্ছত্রযুক্ত চক্র তাহার নাম পদ্মনাভ ।
 যাহার পূর্ব বা পশ্চিমে এক অথবা দুই চতুষ্কোণ চক্র
 তাহার নাম কেশব । যাহার দ্বারোপরি কৃষ্ণবর্ণ স্কুলচক্রে
 ও মধ্যদেশ রেখা সমন্বিত তাহার নাম বিষ্ণু । ইহা ব্যতিত
 অন্যান্য শালগ্রামশিলামূর্তি পুরানাदिতে কীর্তিত হইয়াছে,
 কিন্তু তৎ সমস্ত কলিযুগে প্রায় দুপ্রাপ্য ভক্তেতু তাহাদের
 বিবরণ এ স্থলে অনাবশ্যক বিবেচনায় দেওয়া হইল না ।

• তুলসীপত্র বিনা শালগ্রাম শিলার পূজা হয় না ।
 তুলসী পত্র দানে যেরূপ নারায়ণের প্রসন্নতা লাভ করা যায়
 সুধাপূর্ণ কলস দানেও সেরূপ হয় না । যে ব্যক্তি তুলসী
 পত্র দ্বারা হরির অর্চনা করেন, তিনি লক্ষ লক্ষ অশ্বমেধ
 যজ্ঞের ফললাভ করেন । পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও
 রবিসংক্রমণ দিবসে, তৈল ত্রাণ্ণগান্ত্রে স্নানকালে মধ্যাহ্নে
 রাত্রিকালে, উভয় সন্ধ্যা সময়, অশৌচকালে অথবা রাত্রি-

লক্ষ্মীণবহবিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ । বামপার্শ্বে সমে চক্রে গৃহস্থাভীষ্ট
 দায়ক । পদ্মনাভস্তথা রক্তঃ পঙ্কজচ্ছত্রসংযুতঃ । তুলসী পূজিতো নিত্যং
 দরিদ্রস্বাধীভবোভবেৎ । কেশবঃ সতু বিজ্ঞেয়শ্চেক্ষা দ্বয়মেব বা । প্রাণা
 পশ্চাচ্চ চক্রঃ স্তাৎ চতুষ্কোণঃ সভাগ্যকৃৎ । বিষ্ণুস্ত কৃষ্ণবর্ণঃ স্তাৎ স্কুলচক্রে
 স্তশোভনে । দ্বারোপবি তথা রেখা দৃষ্টতে মধ্যদেশতঃ ।

সুধাঘট সহশ্রেণ সাতুষ্টিন ভবেজ্জয়েঃ । সা চ তুষ্টিভবেন্দ্ৰাং তুলসী পত্র
 দানতঃ । নিঃ সঙ্কলসীং দত্তা পূজয়েন্মাক্ষ মানবঃ । লক্ষ্মীশ্বমেধজং পুণ্যং
 লভতে নাত্র সংশয়ঃ । পূর্ণিমায়াং অমাবস্যাং দ্বাদশ্যাং ববি সংক্রমে ।
 তৈলাভাস্তে চ স্নাতে চ মধ্যাহ্নে নিশি সঙ্কোথোঃ । অশৌচে শুচিকালে

বাস বজ্রে তুলসী চয়ন করিলে ভগবান হরির শিরচ্ছেদ করা হয় । তুলসী পত্র চয়ন করিতে তুলসীর শাখা ভগ্ন করিবে না কারণ তাহাহইলে বিষ্ণুর হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া হয় । লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং তুলসীরূপে ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । এবং নারায়ণ তাহারই প্রার্থনানুসারে শালগ্রাম শিলারূপে গণ্ডকী নদীতে অবস্থান করিতেছেন । যে স্থানে তুলসী বৃক্ষ থাকেন সে স্থানে সকল দেবতা এবং সমুদায় তীর্থ বিদ্যমান আছেন । তুলসীপত্র মধ্যে বিষ্ণু, পত্রাঞ্জে প্রজাপতিব্রহ্মা এবং পত্রবৃন্তে মহাদেব অধিষ্ঠান আছেন । অধিক আর কি বলিব যে স্থানে তুলসীপত্র পতিত থাকিবে তথায় সৰ্ব দেবতার অধিষ্ঠান হইবে । মন্ত্রপাঠ পূৰ্ব্বক তুলসীপত্র চয়ন করিবে । মন্ত্র যথা—যাতস্তুলসি গোবিন্দ হৃদয়ানন্দকারিণী । নারায়ণশ্রু পূজার্থং চিনোমি ত্বাং নমোহস্ত তে । কুসুমৈঃ পারিজাতাদ্যৈঃ স্নগন্ধৈরপি কেশবঃ । ত্বয়া বিনা নৈব তৃপ্তিং চিনোমি ত্বামতঃ শুভে । ত্বয়া বিনা মহাভাগে সমস্তং কৰ্ম্মনিষ্ফলং । অতস্তুলসি দেবি ত্বাং চিনোমি বরদাভব । চয়নোদ্ভবদুঃখং যদ্বেবি তে হৃদি বৰ্দ্ধতে । তৎ ক্রমশ্চ জগন্মাতস্তুলসি তাং নমাম্যহং ।

শালগ্রাম পূজা বিধি ।—ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ

বা যাজি বাসান্নিতে নরাঃ । তুলসীং যে চ ছিন্নস্তি তে ছিন্নস্তি হরেঃ শিরঃ । শনৈশনৈস্তথা কৈরৈশ্চীর্যতে তুলসী দলং । যথা ন কম্পতে শাখা তুলস্তা দিভসন্তম । পত্রাণাং চয়নে বিপ্রা ভগ্নশাখা যথা ভবেৎ । তথা হৃদি ব্যথা

সহস্রাক্ষ সহস্রপাং স ভুমিং সর্বভঃ স্পৃহা অত্যতিষ্ঠদশা-
 স্কুলং । এই মন্ত্রে শালগ্রাম শিলাকে স্নান করাইয়া
 সচন্দন তুলসীপত্রোপরি শালগ্রামকে রাখিয়া তাত্রপাত্রে
 স্থাপন পূর্বক তত্পরি সচন্দন তুলসীপত্র প্রদান করিবে ।
 পরে সাধারণ পূজা বিধানে সামান্য অর্ঘ্য স্থাপন হইতে করাক্ষ-
 ন্তাস পর্য্যন্ত করিয়া এইরূপ ধ্যান করিবে । ওঁ ধ্যেয়ঃ
 সদাসবিত্তমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজামন সন্নিবিষ্টঃ ।
 কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরন্ময় বপুধ্বত
 শঙ্খচক্রঃ । তৎপরে সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমে উপচারাদি
 দান পর্য্যন্ত করিয়া ওঁ ওঁ নমঃ, ওঁ ন নমঃ, ওঁ মো নমঃ,
 ওঁ না নমঃ, ওঁ রা নমঃ, ওঁ য় নমঃ, ওঁ না নমঃ, ওঁ য় নমঃ ।
 বলিয়া অক্ষর পূজা করিবে । অনন্তর চক্রের পূজা করিয়া
 অন্ত্য্য কর্ম সাধারণ পূজা বিধানে সম্পন্ন করিবে । চক্র
 পূজা যথা—ওঁ আচক্রায় নমঃ ওঁ বিচক্রায় নমঃ ওঁ অচক্রায়
 নমঃ ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় নমঃ ওঁ স্তদর্শনচক্রায় নমঃ ওঁ
 দৈত্যাস্তকচক্রায় নমঃ ওঁ অস্ত্রাস্তকচক্রায় নমঃ ওঁ জগচ্চ-
 ক্রায় নমঃ ওঁ পরমচক্রায় নমঃ ওঁ শালগ্রাম শিলাধিষ্ঠাতৃ
 বাসুদেবায় নমঃ । তৎপরে ওঁ অকালয়ত্যাহরণং সর্বব্যাদি
 বিনাশনং । বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ।
 এই মন্ত্রে বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া উহার অবশিষ্ট জল

বিশোধীয়তে তুলসীপতেঃ । পুষ্পরাজানি তীর্থানি গঙ্গাজাঃ সরিতন্তথা ।
 বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসী দলে । যত্রৈক স্তলসী বৃক্ষ স্থিষ্ঠতি দ্বিজ-
 দলম্ । তত্রৈব ত্রিংশাঃ সর্বে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ । কেশবঃ পত্রমধোবু-

মস্তকে ধারণ করিবে ! বিষ্ণুচরণায়ুত পান করিলে অমৃত্যু হয় না এবং সৰ্বপাপ বিনাশ হয় !

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয়কল্পে অষ্টবিংশ পটল ।

দেবতার স্তব ও প্রণাম মন্ত্র ।

বিষ্ণুস্তব । নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম । নমস্তে সৰ্বলোকাত্মনু নমস্তে ত্রিগুচক্রিণে । নমো ব্রহ্মণ্যদেবাণ্য গোত্রাক্ষণ হিতায় চ । জগদ্ধিতায় কৃষায় গোবিন্দায় নমো নমঃ । ব্রহ্মহে স্বজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে নমঃ । রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তভ্যং ত্রিমূর্তয়ে । নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে । নামরূপং ন যস্মৈকো যোহস্তিত্তে নোপলভ্যতে । যন্তাবতাররূপাণি সৰ্চ্চন্তি দিবৌকসঃ । অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ পরমাত্মনে । যোহস্তিত্তিষ্ঠত্য শেষশ্চ পশ্যতীশঃ শুভাশুভম্ । তং সৰ্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্তে পরমেশ্বরম্ । নমোহস্ত বিষ্ণবে তস্মৈ যন্তাভিন্নমিদং জগৎ । ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ । যত্রো-
তমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্ । আধারভূতঃ সৰ্বশ্চ প্রসীদতু স মে হরিঃ । ওঁ নমো বিষ্ণবে তুভ্যং নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ । যত্র সৰ্বং যতঃ সৰ্বং যঃ সৰ্বং সৰ্বসংশ্রয়ঃ ।

পত্রাণ্যে প্রজাপতিঃ । পত্রবৃন্তে শিবস্তিষ্ঠেৎ তুলশ্চাঃ সৰ্বদৈব হি । তত্রৈব সৰ্ব দেবাণাং সমাধিষ্ঠান মেব চ । তুলসীপত্র পতন প্রাপ্তো যশ্চ বরাননে ।

কালী স্তব । হং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
 হুত্বো জাতং জগৎ সৰ্বং হং জগজ্জননী শিবে । মহাদাদ্যণু
 পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্ । হুয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে
 হৃদধীনমিদং জগৎ । হুমায়া সৰ্ববিদ্যানামস্মাকমপি
 জন্মভূঃ । হং জানাসি জগৎ সৰ্বং ন হ্যাং জানাতি কশ্চন ।
 হং কালী তারিণী দুৰ্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী । ধুমাবতী তং
 বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা । হুমমপূর্ণা বাগ্‌দেবী হং দেবী
 কমললয়া । সৰ্বশাক্তিস্বরূপা হং সৰ্বদেবময়ী তনুঃ ।
 তুম্বেব সূক্ষ্মা সূলা হং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী । নিরাকারাপি
 সাকারা কস্তাং বেদিতুমর্হতি । উপাসকানাং কার্য্যার্থং
 শ্রেয়সে জগতামপি । দানবানাং বিনাশায় ধ্বংসে নানা-
 বিধান্তনুঃ । চতুর্ভূজা হং দ্বিভূজা ষড়্‌ভূজাষ্টভূজা তথা ।
 হুমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিনী । হং সৰ্বরূপিনী
 দেবী সৰ্ব্বেষাং জননী পরা । তুষ্ঠায়াং হুয়ি দেবেশি সৰ্ব্বেষাং
 তোষণং ভবেৎ ।

দুৰ্গাস্তোত্রঃ । ওঁ ভগবতীভয়চ্ছেদে ভবভাবিনী
 কামদে । শঙ্করী কোশিকী হং হি কাত্যায়নি নমোহস্ততে ।
 ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং স্তপ্রীতে স্তরনায়িকে । কুলদ্যোত-
 করে দেবি জয়ং দেহি নমোহস্ততে । ওঁ রুদ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে
 হং প্রচণ্ড বলনাশিনী । রক্ষ মাং সৰ্বতো দেবি বিশ্বেশ্বর
 নমোহস্ততে । ওঁ দুৰ্গোতারিণী দুৰ্গে হং সৰ্বাণ্ডত নিবা-
 রিণী । ধর্ম্মার্থমোক্‌দে দেবি নিত্যং মে বরদাভব । ওঁ
 দুৰ্গে দুৰ্গে মহাভাগে ত্রাহিমাং শঙ্কর প্রিয়ে । মহিষাসুর-
 মদোন্মত্তে প্রণতোহস্মি প্রসীদমে । ওঁ হরপাপং হর ক্লেশং

হর শোকং হরাস্তভং । হর রোগং হর ক্ৰোভং হর মারং
হরপ্রিয়ে । ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপ-
হারিণী । ধর্মার্থমোক্কে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে ।
ওঁ সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে । ধর্মকামার্থ
সম্পত্তিং দেহি দেবি নমোহস্তুতে । ওঁ মহিষশ্মি মহামায়ে
চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী । আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি
নমোহস্তুতে । ওঁ আয়ুর্দদাতু মে কালী পুত্রান্ দেহি সদা
শিবে । ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো মম । ওঁ শিরো
মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী । হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা
সর্বতঃ পাতু কালিকা । য ইদং পঠতি শ্রোত্রেণ শৃণুযাদ্বাপি
যো নরঃ । স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো মোদতে দুর্গয়া সহ ।

শ্রীদুর্গাকবচং । ঈশ্বর-উবাচ । শৃণু দেবি প্রব-
ক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিদং । পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরোমুচ্যেত
শকটাতং । অজ্ঞাহা কবচং দেবি দুর্গামস্ত্রঞ্চ যো জপেৎ ।
সনাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ত্রজেৎ । ইদং গুহ-
তমং দেবি কবচং তব কথ্যতে । গোপনীয়ং প্রযত্নেন
সাবধানাবধারণয় । উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শলধারিণী ।
চক্ষুযো থেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী । হৃগন্ধা নাসিকাং
পাতু বদনং সর্বসাধিনী । জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকাং পাতু গ্রীবাং
সৌভদ্রিকা তথা । অশোকবাসিনী চেতো হ্রৌ বাহু বজ্রধারিণী ।
কণ্ঠং পাতু মহাবাগী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ং । হৃদয়ং ললিতা দেবী
উদরং লিংহবাহিণী । কটীং ভগবতী দেবী দ্বাবরু বিদ্যাবাসিনী ।
মহাবলা চ জজ্ঞে হ্রৌ পাদৌ ভুতলবাসিনী । এবং স্থিতাসি
দেবী ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকে । রক্ষ মাং সর্বগাত্রেষু

দুর্গে দেবি নমোহস্ততে । ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যা^৪
ফলপ্রদং । যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় সৰ্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ।
যো ন্তসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ । ভূতপ্রেত
পিশাচেভ্যো ভয়ন্তস্য ন বিদ্যতে । রণে রাজকূলে বাপি
সৰ্বত্র বিজয়ী ভবেৎ । সৰ্বত্র পূজা মাপ্নোতি দেবী পুত্র
ইব স্মিতৌ । ইতি কুজিকাতস্ত্রে দুর্গাকবচং সমাপ্তং ।

দুর্গানামমাহাত্ম্যং । মৃগুমালাতস্ত্রে । নহি দুর্গা
সমাপূজা নহি দুর্গা সমং ফলং নহি দুর্গাসমং জ্ঞানং নহি দুর্গা
সমং তপঃ । দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র তত্র কৈলাসমন্দিরং ।
দুর্গাস্বরগজং দেবি দুর্গাস্বরগজং ফলং । দুর্গায়াঃ স্মরণেনৈব
কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে । শৈবোবা বৈষ্ণবো বাপি শাক্তো
বা গিরিনন্দিনি । ভজেদুর্গাং স্মরেদুর্গাং যজেদুর্গাং শিব
প্রিয়াং । তৎক্ষণাদেব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ।
দুর্গায়া মন্ত্রমাকারং নানাতস্ত্রে ক্ষেতং ত্বয়া । দুর্গা দুর্গেতি
দুর্গায়া দুর্গানামপরং মনুঃ । যোভজেৎ সততং চণ্ডি
জীবন্মুক্তঃ সমানবঃ । মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদে
শঙ্কটে । মহাহুঃখে মহাশোকে মহাভয় সমুখিতে । যঃ সদা
সংস্মরেদুর্গাং যোজপেৎ পরমং মনুঃ । স জীবলোকে দেবেশি
নীলকণ্ঠমাপ্নুয়াৎ । অঙ্কয়াশ্চক্ৰয়া বাপি যঃ কশ্চিন্মানবঃ স্মরেৎ ।
দুর্গাং দুর্গশতং তীর্থ্য স যাতি পরমাং গতিং । নানাতন্ত্র মতং
দেবি নানারত্নং প্রকাশিতং । ব্রহ্মস্বরূপং বিজ্ঞা তু কঃ
সমর্থো মহীতলে । নানামার্গে প্রধাবন্তি পশবো হত
বুদ্ধয়ঃ । ত্রি দুর্গা চরণাস্তোজং হিত্বা যাস্তি রমাতলং ।
সত্যং বচি পিতং বচি পথ্যং বচি পুনঃ পুনঃ । ন ভুক্তিস্চ

কুস্তিচ শিমা দুর্গানিসেবনাং । ভক্ত্যা ভগবতীঃ দুর্গাং হুঃখ-
হারিদ্যানাশিনীং । সংসারেং প্রজপেক্ষ্যায়েং সমুদ্রো নাত্র
সংশয়ঃ । জীবমুক্তঃ স বিজ্ঞেরস্তত্ত্বভক্তিপরায়ণঃ । স মাধবো
মহাজানী যশ্চ দুর্গা পদাম্বুগঃ । ন চ ভুক্তিন বা যুক্তিন
গতিনগনন্দিন । বিনাদুর্গাং জগদ্ধাত্রি নিষ্কলং জীবনং ভবেৎ ।

শিবস্তোত্রং ।

অভূদীশ মনীশ মাণ্যকুণ্ডলং গুণহীন মহীশগোভরণং ।
রণনির্জিত ভঙ্কর্য দৈত্যকুলং প্রণমামি শিবঃ শিবকল্পতরুং ।
গিরিরাজহত্যাবিত বামতরুং তন্নুনির্জিত রাজত ভূমিধরং ।
পাণ্ডুরঙ্গপাপ বিনাশ করং প্রণমামি শিবঃ শিব কল্পতরুং ।
শালগ্রাম রঞ্জিত সমুদ্রুটং কটিমুদিত শুন্দর কুটিপটং ।
স্বরশৈলিনী কৃত পিঙ্গুটং প্রণমামি শিবঃ শিব কল্পতরুং ।
বৃষরাজ নিকেতন মাদিগুরুং পরমাশন পাণ্ডু বিশেষকরং ।
বরলাভয় শূল পিণাকধরং প্রণমামি শিবঃ শিব কল্পতরুং ।
নয়নত্রয় ভূষিত চাক্রমুখং মুখপদ্য বিনির্গত কোটিবিধং ।
বিগির্মুখ্য স্বরাচিত পাদমুগং প্রণমামি শিবঃ শিব কল্পতরুং ।
মকরধ্বজ মণ্ডমতঙ্গ হর্য করিচন্দ্র বিলাস বিশেষকরং ।
বক্ষঃদম্বুত কীকশ মাল্যধরং প্রণমামি শিবঃ শিব কল্পতরুং ।
প্রমণাধিপ সেবক রঞ্জক নুনিবুগ মনোহুজ ঘটপাকং ।
ভক্ততোহখিল দুঃখ ভয়াপহরং প্রণমামি শিবঃ শিব কল্পতরুং ।
জগদুদ্য পালন নাশকরং করুণেশ গুণভায় রূপধরং ।
প্রমোদিত মৌলিকৈত শক্তি প্রণমামি শিবঃ শিবকল্পতরুং ।
মোহভিনাশক পদ্য নিষপতে জীবমোহিন হোমোদয় মূৰ্ত্তি
নিসাধয় বোধ পুরঃসরকং যদিচ্ছেসি জন্ম নিজং সকলং ।

